আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.pathagar.com

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা গবেষণা : ৬৪/২
ইফা প্রকাশনা : ২০৬৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩
ISBN : 984—06—0639—5

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৩

তৃতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪২০.০০ (চারশত বিশ) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran): Composed and edited by a group of Scholars andPublished by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181535 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 420.00 ; US Dollar : 17.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম উপহার ও রহমত হল, আল-কুরআন ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)। মহান স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবানীতে বিশ্ববাসীর মঙ্গল ও হেদায়েতের জন্য চিরন্তন জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুপম জীবন চরিত মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধ হয়। নবী করীম (সা)-এর অনুপম জীবনাদর্শে কুরআন শরীফ সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত। গ্রন্থিত এ ধারাও বস্তুত লাওহে মাহফূযে রক্ষিত কুরআনের মূল কপিরই প্রতিবিম্ব।

আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো এক স্থানে পেতে চাই। কুরআনের বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে এ কাজটি সহজ হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এ বিষয় ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হাম্‌দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষকগণ এবং অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আ... ...ফজাল
ইসলা... ...মিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। মহান আল্লাহ্‌র অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ্ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মু'জিযা যে, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মাতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয্ করছি ও তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, প্রতি বছর তিনি হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিরই হুবহু অনুলিপি যা 'লাওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত। ফকীহ্গণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীব ওহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ পাঠকগণ যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনায় গ্রন্থটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একারণে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্খিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কেননা একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের টার্গেটি বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে এবং বিষয়ভিত্তিক আয়াত চিহ্নিত করে তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর, তারপর আয়াত নম্বর দেয়া। যেমন, সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০। ইতিপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্, মালাইকা, কিতাবুল্লাহ, রাসূল, রিসালাত ও অহী, কিয়ামত ও আখিরাত এবং কাযা ও কাদ্র।

এ খণ্ডে থাকছে ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহ্কাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং বিশ্ব সৃষ্টি ও ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ডে থাকবে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম এবং উলূমুল কুরআন ইত্যাদি।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেন নি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিশা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাফেয মাওলানা মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফ্তী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলাম ও মুসলিম / ১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ঈমান ও মু'মিন / ২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শিরক ও মুশরিক / ১০০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুফর ও কাফির / ১০৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নিফাক ও মুনাফিক / ১৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আহ্‌কাম

প্রথম পরিচ্ছেদ
সালাত / ১৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সাওম / ১৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যাকাত / ১৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হাজ্জ / ১৬৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
তাহারাত-পবিত্রতা / ১৭৯
অযূ, গোসল ও তায়াম্মুম / ১৮১
হায়েয ও নিফাস / ১৮১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বিবাহ / ১৮৩
তালাক / ১৮৭
ইদ্দত / ১৮৯
মাহর / ১৯০
ঈলা / ১৯৩
রাযা'আত বা দুধ পান করান / ১৯৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ
মদ ও জুয়া / ১৯৫
যিনা-ব্যাভিচার / ১৯৬
পর্দা/ ১৯৮
কিসাস ও দিয়াত /১৯৯

www.pathagar.com

কতল-হত্যা / ২০১
চুরির শাস্তি / ২০২
মুরতাদ ও তার শাস্তি/২০২

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচার / ২০৩
আমানত / ২০৫
পোশাক / ২০৫
গণীমাতের মাল ও ফায় / ২০৬
জিহাদ ও যুদ্ধ / ২০৮
যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা / ২১০
ইয়াতীম / ২১৯
মুবাহালা / ২২১
কৃপণতা / ২২১
তাওবা / ২২২
পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা / ২২৩
অপব্যয় না করা / ২২৩
করযে হাসানা / ২২৪
হিজরত / ২২৫
আল্লাহ্‌র আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ না করা / ২২৬
সত্য গোপন না করা / ২২৭
নিজে না করে অপরকে করতে বলা / ২২৭
সব্‌র ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করা / ২২৮
হালাল খাওয়া ও হারাম না খাওয়া / ২২৮
অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রহণ না করা / ২৩৪
ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ / ২৩৪
অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব / ২৩৫
আল্লাহ্‌ মু'মিনদের বন্ধু ও অভিভাবক / ২৩৮
পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা / ২৩৮
অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়া / ২৩৯

নবম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং বিরুদ্ধাচারণ না করা / ২৪০
আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা / ২৪৪
আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাস্‌বীহ / ২৪৫
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে
কোন মু'মিনের ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার নেই / ২৪৬
যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করা
আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ও জানমাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা / ২৪৬
আল্লাহ্‌কে ডাকা / ২৪৮
শাফা'আত-সুপারিশ / ২৪৮
তাহিয়্যা-অভিবাদন / ২৪৯
ওয়াসীলা / ২৪৯
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি নির্দেশ / ২৪৯
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে মু'মিনদের আচরণ / ২৮৪
নবী (সা)-এর পত্নীদের সম্পর্কে / ২৮৫
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিশেষ অধিকার / ২৮৭
সিরাতে মুস্তাকীম-সরল সঠিক পথ / ২৮৯
আল্লাহ্‌র কতিপয় নির্দেশ / ২৯৪

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ / ২৯৬
কাফির ও মুশরিকদের চুক্তি বাতিল সম্পর্কে / ২৯৭
মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ / ৩০০
পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কুফরী করলে তাদের সাথে আচরণ / ৩০২
পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার / ৩০২
আত্মীয় স্বজনও ইয়াতীম-মিস্‌কীনের হক্ / ৩০৪
হীনবল ও দুঃখিত না হওয়া / ৩০৪
কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি / ৩০৫
নর ও নারী / ৩০৫
সদ্ব্যবহার করা / ৩০৭
মৃত্যু / ৩০৭
অহংকার না করা ও বিনয় প্রকাশ করা / ৩০৯
আল্লাহ্‌কে ভয় করা ও শয়তানের ধোঁকায় না পড়া / ৩১০
নিজকে ও নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা / ৩১১

দশম পরিচ্ছেদ

কারো ঘরে প্রবেশের আদব-শিষ্টাচার / ৩১২
কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ও সেখানে আহার করা প্রসঙ্গে / ৩১৩
আহলে কিতাবের সাথে আচরণ / ৩১৪
হারাম শরীফ / ৩১৪
মুশরিকদের মসজিদে হারামে না আসার নির্দেশ / ৩১৬
মাকামে ইব্‌রাহীম / ৩১৬
মাশ'আরুল হারাম / ৩১৭
বায়তুল্লাহ্, বায়তুল হারাম, বায়তুল মুহাররাম, বায়তুল আতীক, আল-কা'বা / ৩১৭
মসজিদ, আল-মাসজিদুল হারাম, আল-মাসজিদুল আক্‌সা, মসজিদে দিরার / ৩২০
চান্দ্রমাসের হিসাব / ৩২৭
দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ / ৩২৮
দারিদ্র ভয়ে সন্তান হত্যা না করা / ৩২৮
ওজন ও মাপ সম্পর্কে / ৩২৯
অজানা বিষয়ের অনুসরণ না করা / ৩৩০
কোন সংবাদ যাচাই না করে গ্রহণ না করা / ৩৩০
দম্ভভরে বিচরণ না করা / ৩৩০
ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিকার করা / ৩৩০
বিবদমান মু'মিনদের মাঝে মীমাংসা করা / ৩৩১
উপহাস ও দোষারূপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা / ৩৩১
অধিক অনুমান, অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও গীবত না করা / ৩৩২
মানুষের পরিচয় / ৩৩২
মাগফিরাত ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা / ৩৩৩
গোপন পরামর্শ / ৩৩৩
মজলিসের আদব / ৩৩৪
কথা ও কাজে অসঙ্গতি / ৩৩৫
আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ / ৩৩৫
তাওয়াক্কুল / ৩৩৫
সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রী সম্পর্কে / ৩৩৮
ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা / ৩৩৯
যিহার ও পোষপুত্র / ৩৩৯
রিবা-সুদ / ৩৪১
দায়েন ও ঋণ-দেনা / ৩৪৩
মীরাস / ৩৪৪

www.pathagar.com

কসম বা শপথ / ৩৪৭
ওয়াদা ও আহাদ / ৩৪৮
ওসীয়্যত / ৩৪৯
ইনফাক-আল্লাহর পথে ব্যয় / ৩৫১
শিকারের জন্তু ও শিকার / ৩৫৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিশ্ব সৃষ্টি / ৩৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মানুষ ও জিন্ সৃষ্টি / ৩৮৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ
জাতি ও জনগোষ্ঠি / ৩৯৫
বনী ইসরাঈল / ৩৯৫
কাওমে নূহ্ / ৪৫২
কাওমে আদ / ৪৫৮
কাওমে সামূদ / ৪৬১
কাওমে লূত / ৪৬৬
আয়কাবাসী / ৪৬৮
রানী বিলকীস / ৪৬৯
দাব্বাতুল আরদ / ৪৭৩
মাদইয়ানবাসী / ৪৭৩
রোম জাতি / ৪৭৪
সাবাবাসী / ৪৭৪
ফির'আওন / ৪৭৬
বিভিন্ন কাওম / ৪৮২
ইয়াহূদী / ৪৮২
নূহ্, লূত ও ফিরআওনের স্ত্রী এবং মারইয়াম / ৪৮৩
কাওমে আদ্, ইরাম ও সামূদ ইত্যাদি / ৪৮৫
কুরাইশ / ৪৮৬
আবু লাহাব ও তার স্ত্রী / ৪৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
দেব-দেবী
গো-বৎস / ৪৮৭
লাত, উয্যা ও মানাত / ৪৯১
বা'আল / ৪৯১
ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্র / ৪৯২

www.pathagar.com

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১২, ১৩১, ২০৮

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করল পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য এবং সে নেক্‌-কারও তার জন্য রয়েছে এর প্রতিদান তার রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখও পাবে না।

١١٢- بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

১৩১. যখন ইব্‌রাহীমের রব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি ইসলাম কবুল কর। সে বলেছিল ঃ আমি ইসলাম কবুল করলাম রাব্বুল আলামীনের জন্য।.

١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দাখিল হও ইসলামে পরিপূর্ণভাবে এবং পদাংক অনুসরণ করো না শয়তানের। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

٢٠٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯, ২০, ৮৩, ৮৫

১৯. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামই একমাত্র দীন। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তো মতানৈক্য ঘটিয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পরস্পর বিদ্বেষের কারণে, আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, আল্লাহ্ তো দ্রুত হিসাব-গ্রহণকারী।

١٩- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۣ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০. তবে যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমি

٢٠- فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۭ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ
فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

ইসলাম কবুল করেছি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও, আর বলুন তাদের, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা নিরক্ষর ঃ তোমরাও কি ইসলাম কবুল করেছ ? যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে তো তারা হিদায়েত পেল। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ সম্যক দৃষ্টি রাখেন বান্দাদের সম্পর্কে।

٨٣- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ
مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا
وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন ? অথচ তাঁর কাছে আত্মসর্পণ করেছে যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায়। আর তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

٨٥- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৮৫. আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না তার থেকে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৫

١٢٥- وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا
مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৫. আর কে উত্তম দীনের ব্যাপারে তার চাইতে যে ইসলাম কবুল করে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে এবং সে নেক্‌কারও আর সে অনুসরণ করে মিল্লাতে-ইব্‌রাহীম একনিষ্ঠভাবে! আর আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩

٣-... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

৩. ..... আজ আমি পূর্ণ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত আর মনোনীত করলাম

www.pathagar.com

وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

তোমাদের জন্য ইসলাম একমাত্র দীন হিসেবে।

সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৪, ৭১, ৭২, ১২৫, ১২৬

١٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৪. বলুন ঃ আমি কি গ্রহণ করবো অভিভাবকরূপে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ? আর তিনিই আহার করান এবং কেউ তাঁকে আহার করান না। বলুন ঃ আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন প্রথম ব্যক্তি হই, যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের মাঝে। আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে, আপনি কখনো মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٧١- ... قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭১. ... বলুন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই একমাত্র পথ। আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি ইসলাম কবুল করতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

٧٢- وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৭২. এবং আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা কায়েম কর সালাত এবং ভয় কর তাঁকে; আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

١٢٥- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২৫. আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করতে চান, তিনি তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন ইসলামের জন্য এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে অতিকষ্টে আসমানে আরোহণ করে। এভাবেই আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেন তাদের যারা ঈমান আনে না।

١٢٦- وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২৬. আর এটাই হলো আপনার রবের তরফ থেকে সরল-সঠিক পথ। আমি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ সে লোকদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৪৪

٤٤-...قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৪৪.... সে নারী (বিল্‌কিস) বললো ঃ হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি নিজের প্রতি। আর আমি ইসলাম কবুল করলাম সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২, ৫৪

٢٢-أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

২২. আল্লাহ্‌ যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন ইসলামের জন্য এবং যে রয়েছে তার রবের তরফ থেকে আলোতে, সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে সব কঠোর হৃদয় লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ! তারা তো রয়েছে স্পষ্টই গুম্‌রাহীতে।

٥٤-وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ
مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ○

৫৪. তোমরা অভিমুখী হও তোমাদের রবের এবং ইসলাম কবুল কর তাঁর জন্য, তোমাদের কাছে আযাব আসার আগে। তারপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৬

٦٦-قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي
وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৬. বলুন ঃ আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক এক আল্লাহ্‌ ছাড়া; যখন এসেছে আমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করতে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

١٤-قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ
قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ

১৪. মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা ইসলাম কবুল করেছি। কেননা এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

অন্তরে। যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল বিন্দুমাত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৫. মু'মিন তো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, এরপর সন্দেহে পোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী।

١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৬. বলুন ঃ তোমরা কি জানাতে চাও আল্লাহ্‌কে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

١٧- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ
قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৭. তারা আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে। বলুন ঃ তোমরা আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে বরং আল্লাহ্-ই তোমাদের ধন্য করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের হিদায়াত দিয়ে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৭

٧- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

৭. আর কে অধিক যালিম তার চাইতে, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অথচ তাকে ডাকা হয় ইসলামের দিকে ? আর আল্লাহ্ হিদায়াত দেন না যালিম লোকদের।

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৪

١٤- وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

১৪. আর আমাদের মাঝে কতক মুসলিম, আর কতক সীমালংঘনকারী; তবে যারা ইসলাম কবুল করে, তারা সুচিন্তিত-ভাবে বেছে নেয় সত্যপথ।

www.pathagar.com

মুসলিম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে একান্ত অনুগত মুসলিম এবং আমাদের সন্তানদের থেকেও করুন আপনার এক অনুগত উম্মাত। আর দেখিয়ে দিন আমাদের হজ্জ পালনের পদ্ধতিসমূহ এবং ক্ষমাশীল হন আমাদের প্রতি। আপনি তো অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১৩২. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়াকূব তাদের পুত্রদের মিল্লাতে ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে বলেছিল ঃ হে পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাদের জন্য দীন-ইসলামকে। অতএব তোমরা কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ
يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ইয়াকূবের কাছে, যখন তার মৃত্যু এসেছিল ? যখন সে বলেছিল তার পুত্রদের ঃ তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ? তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত করবো আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এর যিনি এক ইলাহ্। আর আমরা তো তাঁর প্রতি অনুগত মুসলিম।

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি; আর যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য

١٣٦- قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ
اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى
وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

www.pathagar.com

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের কারোর মাঝে এবং আমরা তাঁরই প্রতি অনুগত মুসলিম।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫২, ৬৪, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৪, ১০২

٥٢- فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৫২. আর যখন ঈসা অনুভব করলো তাদের মাঝে কুফ্‌রী তখন সে বললো, কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র পথে ? তখন হাওয়ারীরা বললো ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী, আমরা তো ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।

٦٤- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬৪. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব ! তোমরা এসো এমন এক কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই ঃ যেন আমরা ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এবং যেন শরীক না করি তাঁর সাথে অন্য কোন কিছু। আর আমাদের কেউ যেন কাউকে গ্রহণ না করে রব হিসেবে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল ঃ সাক্ষী থেক, আমরা তো মুসলিম।

٦٧- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا
وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৬৭. ইব্‌রাহীম তো ইয়াহূদী ছিল না আর না নাসারা, বরং সে তো ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٧٩- مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○

৭৯. কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিক্‌মত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে ঃ "তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে" এরূপ বলা তার জন্য সংগত নয়। বরং সে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহ্-ওয়ালা হয়ে যাও কেননা, তোমরা তো কিতাব শিখাও এবং নিজেরাও শিখ।

www.pathagar.com

৮০. আর সে তোমাদের নির্দেশ দিতে পারে না ফিরিশ্তাদের ও নবীদের রবরূপে গ্রহণ করতে। সে কি তোমাদের নির্দেশ দিবে কুফ্রীর, তোমরা মুসলিম হওয়ার পরে?

٨٠- وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮৪. আপনি বলুন ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের কারো মাঝে; আর আমরা তাঁরই প্রতি অনুগত মুসলিম।

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে এবং তোমরা কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

١٠٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১১১

১১১. আর যখন আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম হাওয়ারীদের যে, তোমরা ঈমান আনো আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি। তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ঈমান আনলাম। আর তুমি সাক্ষী থেক, আমরা তো মুসলিম।

١١١- وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ
اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ج
قَالُوْٓا اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬২, ১৬৩

১৬২. বলুন ঃ নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

١٦٢- قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই, আর এরই জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি-ই প্রথম মুসলিম।

١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

www.pathagar.com

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৬

১২৬. ...... হে আমাদের রব! আমাদের তাওফিক দিন পূর্ণ সবর করার আর আমাদের মওত দিন মুসলিমরূপে।

١٢٦-......رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭২, ৮৪, ৯০

৭২. আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

٧٢- فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ
وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৪. আর মূসা বললো ঃ হে আমার কাওম! যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি, তাহলে তাঁরাই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।

٨٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

৯০. আর আমি বনূ ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং তাদের পশ্চাদধাবন করলো ফির'আওন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষবশত। অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগলো, তখন সে বললো ঃ আমি ঈমান আনলাম যে, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনূ ইসরাঈল এবং আমি মুসলিমদের একজন।

٩٠- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ
فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا
وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ
قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ
اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১৪

১৪. আর যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখ, ইহা তো নাযিল করা হয়েছে আল্লাহ্‌র ইল্‌ম মুতাবিক এবং নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, তবে কি তোমরা মুসলিম হবে না?

١٤- فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ
اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১

১০১. হে আমাদের রব! আপনি আমাকে দান করেছেন রাজ্য এবং শিক্ষা দিয়েছেন

١٠١- رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ
وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ

www.pathagar.com

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قف
اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج
تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

স্বপ্নের ব্যাখ্যা। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই আমার অভিভাবক দুনিয়া ও আখিরাতে, আপনি আমাকে মওত দিন মুসলিম হিসেবে এবং শামিল করুন নেক্‌কারদের মাঝে।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ২

٢- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

২. কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে কাফির্‌রা ঃ যদি তারা মুসলিম হতো!

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৮৯, ১০২

٨٩- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا
عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً
وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৯. আর সেদিন আমি উঠাব প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাদের ব্যাপারে এক একজন সাক্ষী এবং আমি আপনাকে উপস্থাপন করবো সাক্ষীরূপে তাদের ব্যাপারে। আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদরূপে মুসলিমদের জন্য।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০২. আপনি বলুন ঃ রুহুল-কুদুস জিব্‌রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে এ কুরআন নিয়ে এসেছে যথাযথভাবে, যারা ঈমান এনেছে, তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৮

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ
اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০৮. বলুন ঃ আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্‌ তো একই ইলাহ্‌। অতএব তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮

٧٨- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط
هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং আরোপ করেননি তোমাদের

www.pathagar.com

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ
هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ
وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖۚ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা। এ হলো তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি-ই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এর আগে এবং এ কিতাবেও; যাতে রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের জন্য এবং তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌কে; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্য-কারী!

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৩০, ৩১, ৩৮, ৪২, ৮১, ৯১

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৩০. সে বললো ঃ এ চিঠি সুলায়মানের কাছ থেকে এবং তাহলো ঃ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে,

٣١- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ
وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩১. তুমি অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং এসো আমার কাছে মুসলিম হয়ে।

٣٨- قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ
بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩৮. সুলায়মান বললো ঃ হে পারিষদবর্গ। তোমাদের মাঝে কে আছে, যে নিয়ে আসবে আমার কাছে তার সিংহাসন, তারা আমার কাছে মুসলিম হয়ে আসার আগে ?

٤٢- فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ
قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝

৪২. তারপর যখন সে এলো, তখন তাকে বলা হলো ঃ এরূপই কি তোমার সিংহাসন ? সে বললো ঃ মনে হয় এটাই সেটা। আর আমাদের তো দেয়া হয়েছে জ্ঞান ইতিপূর্বেই এবং আমরা তো হয়েছি মুসলিম।

٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ
عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ

৮১. আর আপনি তো হিদায়েত দান করতে পারে না অন্ধদের তাদের গুম্‌রাহী থেকে। আপনি তো শোনাতে পারেন

www.pathagar.com

بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

কেবল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই তো মুসলিম।

٩١- اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ
الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ز
وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এ নগরীর রবের, যিনি সম্মানিত করেছেন একে আর তাঁরই সমস্ত কিছু। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৩

٥٣- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا
مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ○

৫৩. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় এ কুরআন তাদের কাছে, তখন তারা বলে ঃ আমরা তো এতে ঈমান রাখি। ইহা তো সত্য আমাদের রবের তরফ থেকে আগত। আমরা তো ছিলাম এর আগেও মুসলিম।

সূরা আন্‌কাবূত, ২৯ ঃ ৪৬

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ
اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করো না আহ্‌লে-কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে; তবে পার তাদের সাথে যারা যুলুম করেছে তাদের মাঝে। আর বল ঃ আমরা তো ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি। আর আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তো তাঁরই প্রতি অনুগত মুসলিম।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৩৫

٣٥- اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন

www.pathagar.com

وَالصّٰٓمِـٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, রেখেছেন আল্লাহ্ এদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১১, ১২

١١- قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

১১. বলুন ঃ আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ইবাদত করি আল্লাহ্‌র তাঁরই আনুগত্য একনিষ্ঠ হয়ে।

١٢- وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১২. আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন হই প্রথম মুসলিম।

সূরা হা-মীম আস সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৩৩

٣٣- وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৩৩. আর কে উত্তম কথায় তার চাইতে, যে ডাকে আল্লাহ্‌র দিকে, নেককাজ করে এবং বলে ঃ আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬৮, ৭০

٦٨- يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۚ

৬৮. হে আমার বান্দারা! কোন ভয় নেই আজ তোমাদের আর তোমরা দুঃখিতও হবে না যারা ঈমান এনেছিল আমার আয়াত-সমূহের প্রতি এবং ছিল মুসলিম।

٧٠- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

৭০. প্রবেশ কর জান্নাতে তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দ সহকারে।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ১৫

١٥- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۚ
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ

১৫. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। তাকে গর্ভেধারণ করে তার মা কষ্টের সাথে এবং সে প্রসব করে তাকে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভেধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। ক্রমে সে যখন তার পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন সে বলে ঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যেন আমি শোকর করতে

www.pathagar.com

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

পারি তোমার সে নিয়ামতের যা তুমি দান করেছ আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে, আর যেন আমি নেককাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর এবং নেক্কার বানাও আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৫, ৩৬

٣٥- فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৩৫. তারপর আমি সরিয়ে নিলাম সেখানে যে সব মু'মিন লোক ছিল তাদের;

৩৬. আর আমি পাইনি সেখানে একটি পারিবার ছাড়া কোন মুসলিম।

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৩৫

٣٥- أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

৩৫. আমি কি গণ্য করবো মুসলিমদের অপরাধীদের মত ?

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৪

١٤- وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ
وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

১৪. আর আমাদের মাঝে তো কতক মুসলিম এবং কতক সীমালংঘনকারী; তবে যারা ইসলাম কবুল করে, তারা তো চিন্তা-ভাবনা করেই সৎপথ বেছে নেয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও মু'মিন

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১৩, ১৪, ২৫, ২৬, ৪১, ৬২, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৯১, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৯, ১২১, ১২৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৩, ১৬৫, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ২০৮, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩

২. আল-কুরআন সে কিতাব, যাতে নেই কোন সন্দেহ, যা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত।

٢-ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং যে রিয্ক আমি তাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে,

٣-الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৪. আর যারা ঈমান রাখে তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার আগে, আর যায় আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে,

٤-وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর তাদের রবের তরফ থেকে এবং তারাই সফলকাম।

٥-أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য সমান আপনি তাদের সতর্ক করুন অথবা সতর্ক না-ই করুন, তারা ঈমান আনবে না।

٦-إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৮. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও

٨-وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

www.pathagar.com

وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

আখিরাতে ঈমান এনেছি অথচ তারা মু'মিন নয়।

٩- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. তারা ধোঁকা দেয় আল্লাহ্ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, তা তারা বুঝতে পারে না।

١٣- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩. আর যখন তাদের বলা হয় ঃ তোমরা ঈমান আন যেমন ঈমান এনেছে অন্য লোকেরা। তারা বলে ঃ আমরাও কি ঈমান আনব যেরূপ নির্বোধরা ঈমান এনেছে ? জেনে রেখ ! প্রকৃতপক্ষে তারাই তো নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

١٤- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তাদের শয়তানদের সাথে, তখন তারা বলে ঃ আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু তাদের সাথেই ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۭ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৫. আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে যে, নিশ্চয় রয়েছে তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ। যখনই তাদের খেতে দেয়া হবে তা থেকে কোন ফল-মূল, তখনই তারা বলবে ঃ এতো তা-ই, যা রিয্ক হিসেবে আমাদের দেয়া হয়েছিল এর আগে। বস্তুত তাদের দেয়া হবে অনুরূপ ফল-ফলাদি। আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

٢٦- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না কোন উপমা দিতে মশা-ই হোক অথবা

তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কিছুর। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এ উপমা সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর যারা কুফরী করে তারা বলে ঃ কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এ উপমা পেশ করেছেন ? তিনি এ দিয়ে অনেককে গুম্রাহ এবং এ দিয়ে অনেককে হিদায়েত দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ এ দিয়ে বিপথগামী করেন কেবল ফাসিকদের।

بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

৪১. আর তোমরা ঈমান আন তাতে যা আমি নাযিল করেছি প্রত্যয়নকারীরূপে তোমাদের কাছে যা আছে তার, আর তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

٤١- وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ○

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবিঈনদের যারাই ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার তাদের রবের কাছে। আর নেই তাদের কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٦٢- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? যখন তাদের মাঝে এমন একদল আছে যারা আল্লাহ্‌র কালাম শোনে এরপর তা বিকৃত করে বুঝার পরে, অথচ তারা জানে।

٧٥- أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ○

৭৬. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, তোমরা কি তাদের কাছে তা ব্যক্ত

٧٦- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم
بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ

www.pathagar.com

رَبِّكُمْ ط
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

করছ, যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? এ দিয়ে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের রবের সামনে তর্ক করবে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

৮২- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৯১- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তাতে। তারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি অথচ তা ব্যতীত সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য আর তাদের কাছে যা আছে এর সমর্থক। আপনি বলুন ঃ তবে কেন তোমরা হত্যা করেছিলে আল্লাহ্‌র নবীদের এর আগে যদি তোমরা মু'মিন হতে?

৯৭- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৯৭. বলুন, যে কেউ শত্রুতা রাখে জিব্‌রীলের সাথে এ জন্য যে, সে নাযিল করে কুরআন আপনার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে, যা সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের এবং যা হিদায়েত ও শুভসংবাদ মু'মিনদের জন্য।

৯৮- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৯৮. যে কেউ শত্রুতা রাখে আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর ফিরিশতাদের সাথে, তাঁর রাসূলগণের সাথে এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের সাথে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো শত্রুতা রাখেন কাফিরদের সাথে।

১০৪- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১০৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বলবে না 'রাইনা', বরং বলবে : 'উন্‌যুরনা' এবং মনোযোগ সহকারে শোনবে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণা-দায়ক আযাব।

١٠٩- وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১০৯. আহ্‌লে কিতাবের অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তারা তোমাদের ফিরিয়ে নিতে পারত, তোমাদের ঈমান আনার পর কাফিররূপে; এরূপ তারা করে নিছক ঈর্ষাবশত তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও। অতএব তোমরা ক্ষমা কর এবং উপক্ষো কর, আল্লাহ্‌র ফয়সালা আসা পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

١٢١- اَلَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ
تِلَاوَتِهِ ۗ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن
يَكْفُرْ بِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

১২১. তাদের মাঝে যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তাদের যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এতে ঈমান রাখে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٢٦- وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২৬. আর যখন বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কাকে নিরাপদ নগরী এবং রিযিক দেন এর সে সব অধিবাসীদের, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে ফল-ফলাদি দিয়ে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দিব কিছুকালের জন্য; তারপর তাকে বাধ্য করব জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٣٦- قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنزِلَ إِلٰى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسٰى
وَعِيسٰى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌তে এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি ও যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি; আর যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে তাতে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের মাঝে এবং আমরা তাঁর নিকট মুসলিম।

www.pathagar.com

١٣٧- فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩৭. আর যদি তারা ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছ যার প্রতি, তবে নিশ্চয় তারা হিদায়েত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٥٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৫৩. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের দ্বারা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সংগে আছেন।

١٦٥- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ
وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ
اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ
وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

১৬৫. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যে গ্রহণ করে আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে এবং তাদের ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা অধিক ভালবাসে আল্লাহ্কে। আর কতই না উত্তম হত, যদি এ যালিমরা কোন আযাব দেখে বুঝত যে, নিশ্চয় সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

١٧٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১৭২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাও, সে সব পবিত্র বস্তু হতে যা আমি তোমাদের রিয্ক হিসেবে দিয়েছি এবং তোমরা শোকর কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব এবং পশ্চিমে, কিন্তু পুণ্য আছে তাতে, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশ্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি আর দান করে সম্পদ আল্লাহ্র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, পথচারী, সাহায্য-প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য, আর কায়েম করে সালাত ও দেয় যাকাত

www.pathagar.com

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

এবং তারা পূর্ণ করে ওয়াদা, যখন তারা ওয়াদা করে, আর সবর করে অভাব-অভিযোগে, অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।

١٧٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ
فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৮. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে নিহতদের ব্যাপারে। আযাদ ব্যক্তির বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং উত্তমভাবে তার দেয় আদায় করা উচিত। এ হলো সহজ ব্যবস্থা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٧٩- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসে জীবন, হে জ্ঞানীগণ যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

১৮০. বিধান দেওয়া হয়েছে তোমাদের জন্য, যখন উপস্থিত হবে তোমাদের কারো মৃত্যুকাল। যদি সে রেখে যায় ধনসম্পত্তি, তবে সে যেন ওসিয়্যত করে তার মাতাপিতার জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়ানুগ প্রথা মত। এ হলো মুত্তাকীর জন্য একটি কর্তব্য।

١٨٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৮৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে সিয়ামের, যেমন বিধান দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

٢٠٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا

২০৮. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দাখিল হও ইসলামে পূর্ণরূপে,

www.pathagar.com

فِى السِّلۡمِ كَآفَّةً ۪
وَلَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ ○

আর তোমরা অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্ক। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٢١٢- زُيِّنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا
وَيَسۡخَرُوۡنَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۘ
وَالَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ
وَاللّٰهُ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ○

২১২. সুশোভিত করা হয়েছে তাদের কাছে যারা কুফরী করে দুনিয়ার যিন্দেগী, আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের, যারা ঈমান এনেছে। কিন্তু যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তারা কিয়ামতের দিন কাফিরদের চেয়ে উঁচু মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্‌ রিযিক দান করেন যাকে চান বিনা হিসাবে।

٢١٣- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيۡنَ
وَمُنۡذِرِيۡنَ ۪ وَاَنۡزَلَ مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ
بِالۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ
فِيۡمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ ؕ وَمَا اخۡتَلَفَ فِيۡهِ
اِلَّا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡهُ مِنۡۢ بَعۡدِ
مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنٰتُ بَغۡيًاۢ بَيۡنَهُمۡ ۚ
فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
لِمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ مِنَ الۡحَقِّ بِاِذۡنِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ○

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাত। এরপর আল্লাহ্‌ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ ফয়সালা করার জন্য মানুষের মাঝে, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তাতে। আর এ কিতাবে কেউ মতভেদ করেনি, তবে তারাই যাদের এ কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুণ। এরপর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্‌ তাদের হিদায়েত দেন সে সব সত্য বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করেছিল স্বীয় অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্‌ হিদায়েত দেন যাকে চান সিরাতুল মুস্তাকীমের।

٢١٤- اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ
وَلَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا
مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ
مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُوۡا
حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো আসেনি তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা ? স্পর্শ করেছিল তাদের অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ এবং তারা ভীত ও প্রকম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারাও বলেছিল ঃ কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ?

أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।

٢١٨- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে আর জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে, তারাই আশা করতে পারে আল্লাহ্‌র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٥٤- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ
وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর তা থেকে, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, সে দিন আমার পূর্বে যে দিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয় আর না কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ। আর কাফিররাই হলো যালিম।

٢٥٦- لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

২৫৬. কোন জবরদস্তী নেই দীনের মধ্যে। স্পষ্ট হয়ে গেছে সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে। আর যে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে তাগূতকে এবং ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি, সে তো ধারণ করবে এমন মজবুত হাতল, যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সব শোনেন সব জানেন।

٢٥٧- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ
يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ
أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

২৫৭. আল্লাহ্ বন্ধু তাদের যারা ঈমান আনে, তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফ্‌রী করে, তাদের বন্ধু হলো তাগূত, এরা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٦٤- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ
كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিস্ফল করো না তোমাদের সাদাকা দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে সে ব্যক্তির মত, যে ব্যয় করে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি। তার উদাহরণ একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর রয়েছে কিছু মাটি, তারপর প্রবল

www.pathagar.com

বৃষ্টিপাত হয় সেখানে, ফলে তাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। তারা সক্ষম হয় না কাজে লাগাতে কোন কিছুই, যা তারা উপার্জন করেছিল তা থেকে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না কাফির লোকদের।

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ
لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর সে সব উত্তম জিনিস থেকে, যা তোমরা উপর্জন কর এবং তা থেকে যা আমি উৎপন্ন করি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে আর তোমরা সংকল্প করো না তার নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।

٢٦٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেককাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে। আর নেই কোন ভয় তাদের এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٢٧٧- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

২৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ছেড়ে দাও যা বকেয়া আছে সুদের তা, যদি তোমরা মু'মিন হও,

٢٧٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

২৭৯. আর যদি তোমরা এরূপ না কর। তাহলে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মুলধন। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।

٢٧٩- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

২৮২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে লেনদেন করবে নির্ধারিত সময়ের জন্য, তখন তোমরা

٢٨٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

www.pathagar.com

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪
وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ
فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ
وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا
اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ
وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ

তা লিখে রেখ, আর তা যেন লিখে দেয় তোমাদের মাঝে কোন লেখক ন্যায়ভাবে এবং কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন ভয় করে তার রব আল্লাহ্‌কে তার কিছু যেন সে না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিবাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় ন্যায়ভাবে। তোমরা সাক্ষী রাখবে দু'জন সাক্ষী পুরুষদের থেকে; তবে যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে, সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে তোমরা রাজী তাদের থেকে। যদি স্ত্রী লোকদের থেকে একজন ভুল করে, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর অস্বীকার করে না যেন সাক্ষীরা, যখন তাদের ডাকা হবে আর তোমরা বিরক্তবোধ করবে না লিখে রাখতে ঋণ, তা ছোট হোক বা বড় হোক মিয়াদসহ। এটা হলো ন্যায্যতর আল্লাহ্‌র কাছে এবং দৃঢ়তর সাক্ষ্যের জন্য এবং নিকটতর তোমাদের মাঝে সন্দেহ উদ্রেক না করার ব্যাপারে। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান প্রদান কর, তা লিখে না রাখলেও কোন গুনাহ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রেখ, যখন তোমরা পরস্পরের মাঝে বেচাকেনা কর এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যেন লেখক, আর না সাক্ষী। কিন্তু যদি তোমরা এরূপ কর। তবে তা হবে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

٢٨٣- وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ
وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ
فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

٢٨- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ
فِىْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

٥٧- وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○
٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে; আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে এবং আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণকারী।

٩٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ
ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

৯০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে ঈমান আনার পরে, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেতে থাকে, কখনো কবুল করা হবে না তাদের তাওবা এরাই তো গুমরাহ।

١٠٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا
فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আনুগত্য কর, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কোন দলের; তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

١٠٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত এবং কখনো মরো না মুসলিম না হয়ে।

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ
وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা নির্দেশ দাও ভাল কাজের এবং নিষেধ কর মন্দ কাজের আর ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র প্রতি। যদি ঈমান আনত কিতাবীরা, তবে তা হত কল্যাণকর তাদের জন্য। তাদের মাঝে আছে কতক মু'মিন কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

١١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ
لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ
وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۗ

১১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তোমাদের আপন জন ছাড়া কাউকে; তারা ত্রুটি করবে না তোমাদের অনিষ্ট করতে। তারা ভালবাসে তাদের মুখে এবং তাদের অন্তর যা গোপন রাখে, তা আরো গুরুতর। আমি তো

www.pathagar.com

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

বিশদভাবে বিবৃত করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, যদি তোমরা বুঝ।

١١٩- هٰۤاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ
وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ
وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ
وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا
عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ
قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১১৯. দেখ, তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না, অথচ তোমরা ঈমান রাখ সমস্ত কিতাবে। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা একান্তে মিলিত হয়। তখন তারা নিজেদের আংগুলের অগ্রভাগ কাটতে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে। বলুন ঃ তোমরা মর তোমাদের আক্রোশ নিয়ে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা রয়েছে অন্তরে।

١٣٠- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا
اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১৩০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে, আর ভয় কর আল্লাহ্কে, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

١٣١- وَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِيْۤ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

১৩১. আর তোমরা ভয় কর সে আগুনকে, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

١٣٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

١٣٣- وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

١٣٩- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا
وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৯. আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।

١٤٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا

১৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আনুগত্য কর কাফিরদের, তবে তারা

الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِينَ ○

তোমাদের ফিরিয়ে দিবে তোমাদের পেছনের দিকে, ফলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্থ।

١٥٠- بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِينَ ○

১৫০. কিন্তু আল্লাহ্-ই তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

١٥٦- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১৫৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং বলে তাদের ভাইদের সম্পর্কে, যখন তারা সফর করে পৃথিবীতে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যদি তারা থাকত আমাদের কাছে, তবে তারা মরত না এবং নিহতও হত না, ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন, আর আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ○

১৬৪. আল্লাহ্ তো অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তিনি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্মত যদিও তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুম্‌রাহীতে।

١٧٧- إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৭. নিশ্চয় যারা খরিদ করে কুফরী ঈমানের বিনিময়ে, তারা কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্‌র আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢٠٠- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

২০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সবর কর, সবরের উপর দৃঢ় থাক এবং সদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৯, ২৯, ৪৩, ৫৭, ৫৯, ৬৫, ৭১, ৭৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১২২,

www.pathagar.com

১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৫২, ১৭৩, ১৭৫

١٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ○

১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় নারীদের যবরদস্তিমূলক-ভাবে উত্তরাধিকার গণ্য করা। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছে তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্টই ব্যভিচার করে। আর তোমরা সৎভাবে জীবন যাপন করবে তাদের সাথে, কিন্তু তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা যা অপসন্দ করছ এমন কিছু যাতে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।

٢٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রাস করো না পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ, আর তোমরা হত্যা করোনা একে অপরকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না সালাতের নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল, আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর। আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, আর মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত।

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

৫৭. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র স্ত্রী, আর আমি দাখিল করব তাদের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

٥٧- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط
لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز
وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে তা উপস্থাপিত করবে আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্তে এবং আখিরাতে। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।

٥٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৬৫. কখনো নয়, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর ন্যাস্ত করে। তারপর তাদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না থাকে আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন তাতে এবং তারা তা মেনে নেয় সর্বান্তকরণে।

٦٥- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৭১. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর বেরিয়ে পড় হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অথবা এক সংগে।

٧١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ
فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭৬. যারা মু'মিন, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে; আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।

٧٦- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ
الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج
اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

٩٢- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا
اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৯২. আর কোন মু'মিনের জন্য উচিত নয় যে, কোন মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং যে কেউ হত্যা করবে কোন মু'মিনকে ভুলবশত তাকে মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস এবং রক্তপণ যা দিতে হবে তার পরিজনবর্গকে, কিন্তু যদি তারা মাফ করে দেয় তা ভিন্ন কথা আর যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয়, তবে তাকে মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় যে, তোমাদের ও তাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি থাকে, তবে রক্তপণ দিতে হবে তার পরিজনবর্গকে এবং মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস। তবে যার সামর্থ না থাকে সে সিয়াম পালন করবে লাগাতার দু'মাস। তাওবা স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

٩٣- وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ
عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৩. আর যে হত্যা করবে কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ্ রুষ্ঠ হবেন তার প্রতি এবং লা'নত করবেন তাকে এবং প্রস্তুত রাখবেন তার জন্য মহাশাস্তি।

٩٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا
ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط كَذٰلِكَ
كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনছ ! যখন তোমরা বের হবে আল্লাহ্‌র পথে, তখন তোমরা যাচাই করে নিবে এবং তোমরা বলবে না তাকে, যে তোমাদের সালাম দেয়, তুমি মু'মিন নও। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, এরপর অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি, সুতরাং তোমরা যাচাই করে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা তোমরা কর সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

٩٥- لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ
اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَ كُلًّا وَّعَدَ
اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ
عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

١٢٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ
حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○
١٣٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا
فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى
اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

١٣٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

www.pathagar.com

যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে আর যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন তাতে আর যে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌কে, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদের এবং আখিরাতকে, সে তো গুমরাহ্ হবে ভীষণভাবে।

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, তারপর কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন না।

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না কাফিরদের বন্ধুরূপে- মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ দিবে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে?

১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং পার্থক্য করে না তাদের একের সাথে অপরের তাদের তিনি অচিরেই পুরস্কার দিবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭৩. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ্ তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং তাদের আরো বেশী দিবেন স্বীয় অনুগ্রহে। কিন্তু যারা অবজ্ঞা করেও অহংকার করে, তাদের তিনি শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, আর তারা পাবে না নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী।

১৭৫. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাঁকে,

www.pathagar.com

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا
وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

অবশ্যই তিনি তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে আর তিনি তাদের পরিচালিত করবেন তাঁর দিকে সরল সঠিক পথে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১, ২, ৬, ৮, ৯, ৩৫, ৫১, ৫৪, ৫৫,, ৫৬, ৫৭, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১০৬

١-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۟ؕ
اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝١

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে। হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে, তবে শিকার করাকে বৈধ মনে করবেন না ইহরাম অবস্থায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা তিনি চান।

٢-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا
شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ
وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط
وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا م
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবেন না আল্লাহ্র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর, এ কা'বা অভিমুখী যাত্রীদের যারা তাদের রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষের আশা রাখে। আর যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পার। আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে সীমালংঘন করতে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ এ কারণে যে তারা তোমাদের বাধা দিয়েছিল মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে। আর তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে নেককাজ ও তাক্ওয়ার ব্যাপারে এবং একে অন্যের সাহায্য করবে না পাপকাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

٦-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও, তখন

www.pathagar.com

الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ
وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধৌত করবে পা-গিরা পর্যন্ত। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সম্ভোগ কর। আর পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে এবং মাসেহ করবে তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত। আল্লাহ্ চান না যে তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলবেন, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তিনি চান তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা শোকর কর।

٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ؗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য হিসেবে। আর তোমাদের যেন কখনো প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ, সুবিচার বর্জন করতে। তোমরা সুবিচার করবে, তা হলো নিকটতর তাক্ওয়া, আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত যা তোমরা কর।

٩- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

৯. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٣٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا
فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, অন্বেষণ কর তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় এবং জিহাদ কর তাঁর পথে যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

www.pathagar.com

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবেন না ইয়াহুদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে, তারা পরস্পর বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে হবে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না যালিম কাওমকে।

٥١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয় আল্লাহ্ নিয়ে আসবেন এমন এক কাওম, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে এবং ভয় করবে না নিন্দুকের নিন্দাকে, এ হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٥٤- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরা—যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর তারাই বিনত।

٥٥- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

৫৬. কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্কে, তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের, তবে তো আল্লাহ্র দলই বিজয়ী হবে।

٥٦- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

৫৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তাদের যারা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে, তাদের মধ্য থেকে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে এবং কাফিরদের। তোমরা ভয়কর আল্লাহ্কে, যদি মু'মিন হও।

٥٧- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা হারাম করবে না সে সব উৎকৃষ্ট বস্তুকে

٨٧- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا

طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ○

যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর তোমরা সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমালংঘনকারীদের।

٨٨- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৮. আর তোমরা ভক্ষণ করবে আল্লাহ্ তোমাদের যে হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযক দিয়েছেন তা থেকে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

٩٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৯০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণয়কারী তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

٩٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন সে বিষয় যা তোমাদের হাত ও বর্শা শিকার করে, যাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন, কে তাকে না দেখে ভয় করে। অতএব যে কেউ সীমালংঘন করবে এরপরও তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٩٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু হইরাম অবস্থায়। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময়ে হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যার সম্পর্কে ফয়সালা দিবে তোমদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক, কা'বাতে প্রেরীত কুরবানীর জন্তুরূপে অথবা এর কাফ্‌ফারা হবে দরিদ্রকে আহার্য দান করা, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন করা, যাতে সে ভোগ করে স্বীয় কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, যা গত হয়েছে তা, কিন্তু কেউ পুনরায় করলে

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

١٠١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا
عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ج
وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا
عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ط
عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করবে না সে সব বিষয়, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমরা যদি সে সব বিষয় প্রশ্ন কর কুরআন নাযিলের কালে তবে তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

١٠٥- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ
اَنْفُسَكُمْ ج
لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না সে যে গুম্‌রাহ হয়েছে, যদি তোমরা সৎপথে চল। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে সম্বন্ধে যা তোমরা করবে।

١٠٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ
اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসীয়্যত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; যদি তোমরা সফরে থাক, আর তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপনীত নয়। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তোমরা তাদের উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে ঃ আমরা গ্রহণ করব না এর বিনিময়ে কোন কিছু যদিও সে আত্মীয়ও হয় আর আমরা গোপন করব না আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য, যদি করি তবে অবশ্যই আমরা হব গুনাহগারদের শামিল।

সূরা আন্‘আম, ৬ ঃ ৫৪, ৮২

৫৪. আর যখন আসে আপনার কাছে তারা, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে, তখন বলুন সালাম তোমাদের প্রতি, তোমাদের রব স্থির করে নিয়েছেন নিজের উপর দয়া করা, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অবজ্ঞাবশত মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤- وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا
فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ
اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ
فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং কলুষিত করেনি তাদের ঈমান শিরক দিয়ে, তাদেরই জন্য নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত।

٨٢- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ
وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৪২

৪২. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আমি তো কাউকে বোঝা বইতে দেই না তার সাধ্যের অতীত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সেখানে চিরদিন থাকবে।

٤٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৫, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৫, ৪৬, ৬০, ৭২ ৭৩, ৭৪, ৭৫

১৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মুকাবিলা করবে কাফির বাহিনীর, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

١٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ
الْاَدْبَارَ ○

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং তোমরা মুখ ফিরাবে না তাঁর থেকে যখন তোমরা তাঁর কথা শুনছ।

٢٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ
تَسْمَعُوْنَ ○

২১. আর তোমরা হবে না তাদের মত যারা বলে ঃ আমরা শুনলাম আসলে তারা শোনে না।

٢١- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দিবে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য, যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন এমন কিছুর দিকে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٢٤- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ
وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৫. আর তোমরা ভয় কর সে ফিত্নাকে, যা আপতিত হবে না আমাদের মধ্যে কেবল তাদের উপর যারা যালিম এবং জেনে রাখ আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

٢٥- وَٱتَّقُوا فِتْنَةً
لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ
وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা খিয়ানত করবে না আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করবে না তোমাদের আমানতেও জেনেশুনে।

٢٧- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ
وَٱلرَّسُولَ وَ
تَخُونُوٓا أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৮. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহা-পুরস্কার।

٢٨- وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ
فِتْنَةٌ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে তবে তিনি তোমাদের দান করবেন হক ও বাতিল পার্থক্য করার যুক্তি, বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের পাপ এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٢٩- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا
إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ○

৪৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা মুকাবিলা করবে কোন বাহিনীর, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং যিকির করবে আল্লাহ্‌র বেশীবেশী যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

٤٥- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَٱثْبُتُوا وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং নিজেদের মাঝে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস

٤٦- وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَا تَنَٰزَعُوا فَتَفْشَلُوا

www.pathagar.com

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

٦٠- وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ج
لَا تَعْلَمُونَهُمْ ج اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ط
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

৬০. আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে কাফিরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি এবং অশ্ববাহিনী, যা দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যান্যদের, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র পথে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে তোমাদের এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

٧٢- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا
وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ج وَإِنِ
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অবিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে, তবে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে দীন সম্পর্কে, তা হলে তোমাদের উপর তাদের সাহায্য করা কর্তব্য, সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

٧٣- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ط إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ○

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর বন্ধু। যদি তোমরা পরস্পর বন্ধুত্ব না কর তবে পৃথিবীতে ফিত্না ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।

٧٤- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে, জিহাদ করেছে আল্লাহ্র পথে

وَ جٰهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِیْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِیْمٌ ○

এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের-ই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

٧٥- وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ○

৭৫. আর যারা ঈমান এনেছ, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে থেকে তারাও তোমাদের-ই অন্তর্ভূক্ত। তবে আত্মীয়রা একে অন্যের চাইতে অধিক হক্‌দার আল্লাহ্‌র বিধানে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৭১, ৭২, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৯, ১২২, ১২৩

١٨- اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ یَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ یَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবে কেবল তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না কাউকে আল্লাহ্‌ ছাড়া, আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ لَا یَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ○

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদের হারাম রক্ষণা-বেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে করছ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে ? তারা সমান নয় আল্লাহ্‌র কাছে আর আল্লাহ্‌ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

٢٠- اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারাই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র কাছে এবং তারাই কামিয়াব।

٢١- یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ

২১. তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্থায়ী রহমতের ও সন্তুষ্টির এবং

www.pathagar.com

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখ শান্তি।

٢٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২২. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।

٢٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভাইদের, যদি তারা ভালবাসে কুফরীকে ঈমানের মুকাবিলায়। তবে তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারা হবে যালিম।

٢٤- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৪. বলুন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি এবং সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর আর তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং সে সব ব্যবস্থাপনা যা তোমরা ভালবাস তা যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথ জিহাদ অপেক্ষা তা হলে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র ফায়সালা আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।

٢٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন নিকটে না আসে মসজিদুল হারামের এ বছরের পর। যদি তোমরা আশংকা কর দারিদ্রের, তবে আল্লাহ্ চাইলে তিনি তোমাদের অবশ্যই অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ

২৯. তোমরা যুদ্ধ করবে আহলে কিতাবদের থেকে তাদের সাথে যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্‌র প্রতি আর না আখিরাতের

مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

প্রতি এবং হারাম মনে করে না যা হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আর অনুসরণ করে না সত্য দীনের যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে জিয্‌য়া দেয় অধীনতা স্বীকার করে।

٣٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীরা অন্যায়ভাবে ভোগ করে মানুষের সম্পদ এবং নিবৃত্ত রাখে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্ পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদের সংবাদ দিন মর্মন্তুদ শাস্তির।

٣٥- يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

৩৫. যেদিন উত্তপ্ত করা হবে তা জাহান্নামের আগুনে এবং তা দিয়ে দাগ দেয়া হবে তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে সেদিন তাদের বলা হবে ঃ এই তা, যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে তোমাদের নিজেদের জন্য। সুতরাং তোমরা স্বাদগ্রহণ কর তার, যা তোমরা মওজুত করতে।

٣٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ
اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

৩৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, অভিযানে বের হও আল্লাহ্‌র পথে, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে পড়ে থাক ? তোমরা কি পরিতুষ্ট হয়েছে দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পরিবর্তে ? দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগণ্য।

٤٤- لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

৪৪. অব্যাহতি চাইবে না তারা আপনার কাছে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে জিহাদ করতে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত মুত্তাকীদের সম্বন্ধে।

٤٥- اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ

৪৫. আপনার কাছে অব্যাহতি চাইবে কেবল তারাই, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং সংশয়যুক্ত যাদের

www.pathagar.com

فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

অন্তর। তারা তো তাদের সংশয় দ্বিধাগ্রস্ত।

٧١- وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ
اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৭১. আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারী পরস্পরের বন্ধু, তারা আদেশ করে নেককাজের এবং নিষেধ করে গর্হিত কাজ থেকে, কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং আনুগত্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

٧٢- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ط وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭২. ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ্ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তা-ই মহাসাফল্য।

١١١- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ
وَ يُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ
وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ
بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ○

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। এ সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাওরাত ইনজীল ও কুরআনে। কে শ্রেষ্ঠতর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চাইতে ? তোমরা আনন্দিত হও যে সওদা তোমরা করেছ আল্লাহ্র সাথে সে জন্য। এ হল মহাসাফল্য।

١١٢- اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ
السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط
وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১২. তারা হলো তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু'কারী, সিজ্দাকারী, নেককাজের আদেশ দানকারী, গর্হিত কাজ থেকে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের।

www.pathagar.com

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৩. নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা চাইবে মুশরিকদের জন্য যদিও তারা হয় আত্মীয়-স্বজন, যখন তাদের কাছে এ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো নিশ্চিত জাহান্নামী।

١١٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং হয়ে যাও সত্যবাদীদের সাথী।

١٢٢- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ
اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُوْنَ ○

১২২. আর সংগত নয় মু'মিনদের জন্য যে, তারা সবাই এক সংগে অভিযানে বের হবে। তবে কেন তাদের প্রত্যেক দল থেকে এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে যেন তারা সতর্ক হয়।

١٢٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ
يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যুদ্ধ কর কাফিরদের মধ্যে তাদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী এবং তারা যেন দেখতে পায় তোমাদের মাঝে কঠোরতা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯, ১০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৯৯, ১০০

٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেকআমল করেছে, তাদের হিদায়েত দিবেন তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে, প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহর-সমূহ জান্নাতু নাঈমে।

١٠- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ
وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ
اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০. তাদের ধ্বনি হবে সেখানে, হে আল্লাহ্! তুমি মহান পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে, আল-হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

৬২. জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না,

٦٢- اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্‌ওয়া করতে থাকে।

٦٣- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৬৪. তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, কোন পরিবর্তন নেই আল্লাহ্‌র বাণীতে, এটাই মহাসাফল্য।

٦٤- لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৯৯. আর যদি চাইতেন আপনার রব, তাহলে অবশ্যই ঈমান আনত যারা পৃথিবীতে আছে তারা সবাই। তবে কি আপনি জবরদস্তি করবেন মানুষের উপর মু'মিন হওয়ার জন্য ?

٩٩- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

১০০. আর কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই ঈমান আনার আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া এবং তিনি কলুষলিপ্ত করেন তাদের যারা অনুধাবন করে না।

١٠٠- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

সূরা হূদ, ১১ : ২৩

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং বিনয়াবনত হয় তাদের রবের প্রতি তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

٢٣- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ : ২৭, ২৮, ২৯

২৭. ..... আপনি বলুন : নিশ্চয় আল্লাহ্ গুম্‌রাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দান করেন তাঁর দিকে তাকে, যে তাঁর অভিমুখী।

٢٧- ... قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ○

২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত আল্লাহ্‌র যিকিরে, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকিরেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।

٢٨- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও শুভ পরিণাম।

٢٩- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ○

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ২৩, ২৭, ৩১

২৩. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যায় পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে তাদের রবের হুকুমে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

٢٣- وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ
تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

২৭. যারা ঈমান রাখে 'কালিমা-তাইয়্যেবায়' আল্লাহ্ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন আর আল্লাহ করেন যা তিনি চান।

٢٧- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ
وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ○

৩১. আপনি বলুন ঃ আমার বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং ব্যয় করে তা থেকে যা আমি তাদের দিয়েছি—গোপনেও প্রকাশ্যে, সেদিন আসার আগে যেদিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না কোন বন্ধুত্ব।

٣١- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৯৭, ১০৬

৯৭. যে নেক আমল করে পুরুষ অথবা নারীর মধ্য থেকে আর সে মু'মিনও, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমি পুরস্কার দিব তারা যে উত্তম কাজ করত তার জন্য।

٩٧- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৬. যে কেউ কুফরী করে আল্লাহ্‌র সাথে ঈমান আনার পর, তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় কুফরীর জন্য, আর তার অন্তর অবিচলিত ঈমানে, কিন্তু যার অন্তর কুফরীর জন্য উন্মুখ তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١٠٦- مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ
اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ
بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

www.pathagar.com

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৯, ১০, ১৯

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়েত দান করে সে পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদের যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٩- إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ
هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ○

১০. আর যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি আমি প্রস্তুত রেখেছি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٠- وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৯. যে কেউ চায় আখিরাত এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে আর সে মু'মিনও তাদের চেষ্টা তো পুরস্কারযোগ্য।

١٩- وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৩০, ৩১, ১০৭, ১০৮

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আমি তো নষ্ট করি না কর্মফল তার যে ভাল কাজ করে।

٣٠- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকনে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক, তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত পালংএ, কত উত্তম পুরস্কার, আর কত সুন্দর আশ্রয়স্থল।

٣١- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ
فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا
خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ
مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ○

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে তাদের মেহমানদারীর জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

١٠٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তারা সেখানে থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

١٠٨- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا
حِوَلًا ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৬

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, অবশ্যই দয়াময় আল্লাহ্ তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

٩٦- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

www.pathagar.com

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৭৫, ৭৬, ৮২, ১১২

৭৫. আর যারা উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন অবস্থায় নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান মর্যাদা—

٧٥- وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ পুরস্কার তাদের জন্য যারা পরিশুদ্ধ হয়।

٧٦- جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

৮২. আর আমি তো পরম ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, নেকআমল করে ও হিদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

٨٢- وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ
لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

১১২. বস্তুত যে ব্যক্তি নেকআমল করে, আর সে মু'মিনও, তার কোন ভয় নেই অবিচারের এবং না কোন ক্ষতির।

١١٢- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৪

৯৪. আর যে কেউ নেক আমল করবে এবং সে মু'মিনও প্রত্যাখ্যান করা হবে না তার প্রচেষ্টা এবং আমি তো তা লিখে রাখি।

٩٤- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ
وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৪, ১৭, ২৩, ৩৮, ৫০, ৭৭, ৭৮

১৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

١٤- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে যারা সাবিয়ী, নাসারা অগ্নিপূজক এবং মুশরিক, অবশ্যই আল্লাহ্ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

২৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল

٢٣- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

www.pathagar.com

করেছে জান্নাতে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকন ও মুক্তা দিয়ে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط
وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিরক্ষা করেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, অবশ্যই আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে।

٣٨- اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ○

৫০. আর যারা ঈমান এনেছ এবং নেক-আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

٥٠- فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৭৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু কর, সিজ্দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও কল্যাণের কাজ কর, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

٧٧- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا
وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৭৮. আর জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তিনি আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা। এ হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি নামকরণ করেছেন তোমাদের মুসলিম এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানুষের জন্য। অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্কে, তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু, আর কত উত্তম সাহায্যকারী।

٧٨- وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط
هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط
هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ
وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰىكُمْ ج
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনগণ,

١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

২. যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র,

٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

৩. যারা বাজে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে,

٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়,

٥- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

৫. যারা নিজেদের যৌন অংগকে হিফাযত করে,

٦- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

৬. নিজেদের স্ত্রীদের, অথবা নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না,

٧- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

৭. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,

٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৮. এবং যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে,

٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৯. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফাযত করে,

١٠- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

১০. তারাই হবে অধিকারী,

١١- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬২

١٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৯. নিশ্চয় যারা চায় অশ্লীতার প্রসার মু'মিনদের মাঝে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০. আর যদি না থাকত আল্লাহ্র অনুগ্রহও দয়া তোমাদের প্রতি, তবে কেউই অব্যাহতি পেত না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

٢١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

২১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদাংক।

www.pathagar.com

الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

আর কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, তবে জেনে রাখ! শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজের। আর যদি না থাকত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি, তবে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারত না; তবে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, সে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না করে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ-কর যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৮. তবে যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٢٩- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

২৯. তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা প্রবেশ কর এমন ঘরে, যেখানে কেউ বাস করে না, যেখানে রয়েছে তোমাদের মাল-সামান। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

٣٠- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

৩০. আপনি বলুন মু'মিনদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফাযত করে তাদের যৌন-অংগ; এটাই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত সে সম্বন্ধে যা তারা করে।

٣١- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

৩১. আপনি বলুন মু'মিন নারীদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি, হিফাযত করে

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

তাদের যৌন অংগ এবং প্রকাশ না করে নিজেদের সৌন্দর্য তা ছাড়া যা সাধারণত প্রকাশ থাকে; তারা যেন ঢেকে রাখে ওড়না দিয়ে তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ, আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারী, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মাঝে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ, অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যদের কাছে। আর তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে। আর তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো হে মু'মিনগণ! যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

৩২- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৩২. আর তোমরা বিবাহের ব্যবস্থা কর তাদের, যারা তোমাদের মাঝে অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মাঝে যারা এর যোগ্য তাদেরও। কিন্তু তারা যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে, আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

৩৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যারা বিবাহের সামর্থ রাখে না, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করা পর্যন্ত এবং তোমাদের মালিকানা-ধীন দাস-দাসীদের মাঝে যারা তাদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইবে, তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করবে যদি তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণের সন্ধান পাও। আর তোমরা তাদের দান করবে, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে এবং তোমরা বাধ্য করবে না তোমাদের

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ
مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

বাদীদের ব্যভিচার করতে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের লালসায়। আর কেউ যদি তাদের উপর যবরদস্তি করে, তবে জেনে রাখ তাদের উপর যবরদস্তির পরও আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥١- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا
اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৫১. মু'মিনদের কথা তো এই, যখন তাদের ডাকা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তারা বলে ঃ আমরা শোনলাম ও মানলাম। আর এরাই তো সফলকাম।

٥٥- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ
يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ؕ
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫৫. আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের যারা তোমাদের মাঝে ঈমান আনে এবং নেকআমল করে যে, তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন পৃথিবীতে, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের; আর অবশ্যই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে, যা তিনি পছন্দ করেছেন তাদের জন্য এবং তিনি অবশ্যই তাদের এ ভয় ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না। আর যারা না-শোকরী করবে এরপরও তারা তো ফাসিক।

٥٦- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৫৬. তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

٥٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ
الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অনুমতি চায় যেন তোমাদের কাছে আসতে তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মাঝে যারা বালিগ হয়নি তারা, তিন সময়ে ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে

www.pathagar.com

مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۛ
ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ
طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর, এ হলো তোমাদের তিনটি গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে এলে কোন দোষ নেই তোমাদের জন্য আর না তাদের জন্য। তোমাদের পরস্পরকে তো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ
فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ
فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যখন তারা একত্রিত হয় তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না তাঁর অনুমতি ছাড়া। নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি চায়, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা অনুমতি চাইলে আপনার কাছে, তাদের কোন ব্যাপারে আপনি তাদের মাঝে যাকে চান অনুমতি দিবেন এবং ক্ষমা চাইবেন তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭৭, ৮১

١- طٰسٓ ۚ
تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ○

১. তা-সীন, এ সব হলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের;

٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

২. যা হিদায়াত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৩. যারা কায়েম করে সালাত এবং দেয় যাকাত, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, আমি শোভন করে রেখেছি

www.pathagar.com

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ○

তাদের জন্য তাদের কাজকে, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

٥- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○

৫. এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন আযাব এবং এরাই হবে আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٧٧- وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

৭৭. আর নিশ্চয় এ কুরআন হলো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য।

٨١- وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ
عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ○

৮১. আর আপনি হিদায়েত দিতে পারেন না অন্ধদের তাদের গুম্‌রাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারেন না কাউকে তাদের ছাড়া, যারা ঈমান রাখে আমার আয়াতের প্রতি আর তারাই মুসলিম।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৭

٦٧- فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ○

৬৭. আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আশা করা যায় সে হবে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৭, ৯, ৫৮, ৫৯

٧- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে অবশ্যই আমি বিদূরিত করব তাদের থেকে, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং অবশ্যই আমি তাদের প্রতিদান দেব, তারা যে উত্তম কাজ করত তার।

٩- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ○

৯. আর যারা ঈমান আনে ও ভালকাজ করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করব নেকবান্দাদের মাঝে।

٥٨- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○

৫৮. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের বসবাস করাব জান্নাতের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, কত উত্তম প্রতিদান সে সব নেক আমল-কারীদের জন্য।

www.pathagar.com

٥٩-الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

৫৯. যারা সবর করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৫, ৪৭, ৫৩

١٥-فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○

১৫. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারা তো থাকবে জান্নাতে উল্লসিত।

٤٧-وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَانتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ○

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে অনেক রাসূল তাদের নিজনিজ কাওমের কাছে। আর তারা এসেছিল তাদের কছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তারপর আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তাদের থেকে, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব তো মু'মিনদের সাহায্য করা।

٥٣-وَمَا أَنتَ بِهَٰدِ الْعُمْيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ
إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَٰتِنَا
فَهُم مُّسْلِمُونَ ○

৫৩. আর আপনি হিদায়েত দান করতে পারেন না অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারেন না তাদের ছাড়া কাউকে, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে আর তারাই মুসলিম।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৮, ৯

٨-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ
لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِيمِ ○

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে-নাঈম।

٩-خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৯. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হলো আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١٥-إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

১৫. আমার নিদর্শনাবলীতে তো কেবল তারাই ঈমান রাখে, যখন তা দিয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়। তখন তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের প্রতি-পালকের, আর তারা অহংকার করে না।

www.pathagar.com

১৬. তারা শয্যাত্যাগ করে, তাদের রবকে ডাকে ভয় ও আশায় এবং যা আমি তাদের দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

١٦-تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز
وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

১৭. কেউ-ই জানে না চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের।

١٧-فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ
قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮. তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি ফাসিকের মত ? না, তারা সমান নয়।

١٨-اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ○

১৯. তবে যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে মাওয়া, তারা যা করত তার মেহমানদারীস্বরূপ।

١٩-اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ
جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৬, ২৩, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৭০, ৭১

৬. নবী তো ঘনিষ্টতর মু'মিনদের কাছে, তাদের নিজেদের চাইতে এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আত্মীয় স্বজনরা পরস্পর ঘনিষ্টতর আল্লাহ্‌র বিধানে অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে, তবে যদি তোমরা আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও তোমাদের বন্ধু বান্ধবের প্রতি তা স্বতন্ত্র। এ হল কিতাবে লিপিবদ্ধ।

٦-اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ط
وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ
فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ
اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط
كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

২৩. মু'মিনদের মাঝে কতক বাস্তবায়িত করেছে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের ওয়াদা, তাদের মধ্যে কেউ শাহাদাত লাভ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা কোন পরিবর্তন করেনি তাদের অঙ্গীকারে।

٢٣-مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ
صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج
فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز صلے وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ

٣٥-اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন অংগ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্ ঠিক করে রেখে দিয়েছেন এদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ
اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

৩৬. কোন মু'মিন পুরুষ কিম্বা কোন মু'মিন নারীর নেই কোন অধিকার ভিন্ন সিদ্ধান্তের, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দেন। কেউ অমান্য করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুম্‌রাহ হবে স্পষ্টভাবে।

٤١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ
ذِكْرًا كَثِيْرًا ○

৪১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যিকির কর আল্লাহ্‌র বেশী বেশী।

٤٢- وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৪২. এবং তাসবীহ্ পাঠ কর তাঁর সকাল ও সন্ধ্যায়।

٤٣- هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ○

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও দু'আ করেন, যাতে তিনি তোমাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে, আর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে মহা-অনুগ্রহ।

٤٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ
فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন বিবাহ করবে মু'মিন নারীদের, তারপর তাদের তালাক দিবে স্পর্শ করার আগে, তখন তোমাদের জন্য তাদের কোন পালনীয় ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তবে তোমরা তাদের দেবে কিছু সামগ্রী এবং বিদায় করবে তাদের সৌজন্যের সাথে।

www.pathagar.com

৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না নবীর ঘরে, তোমাদের খানার জন্য অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত এমতাবস্থায় যে, খানা প্রস্তুতির জন্য তোমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন তোমরা প্রবেশ করবে; তারপর যখন তোমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা চলে যাবে। তোমরা যেন মশগুল না হয়ে পড় কথাবার্তায়। নিশ্চয় তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জাবোধ করেন তোমাদের উঠিয়ে দিতে। আর আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না সত্য বলতে। যখন তোমরা কোন কিছু চাইবে নবীর স্ত্রীদের কাছে, তখন তোমরা তা চাইবে পর্দার আড়াল থেকে। এ বিধান অধিক পবিত্র রাখবে তোমাদের ও তাদের অন্তর। আর তোমাদের কারো উচিত নয় আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তোমরা কখনো বিবাহ করবে না তাঁর স্ত্রীদের তাঁর পরে। নিশ্চয় এ হলো ঘোরতর অপরাধ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে।

٥٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا
بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ
غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا
وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫
وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا
رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফিরিশতাগণও রহমতের দু'আ করেন তার প্রতি। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও দরুদ পাঠ কর নবীর প্রতি এবং বেশীবেশী সালাম পেশ কর।

٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৬৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ো না তাদের মত যারা কষ্ট দিয়েছিল মূসাকে; এরপর আল্লাহ্ নির্দোষ প্রমাণ করেন তাঁকে তা থেকে যা তারা বলেছিল। আর সে ছিল আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান।

٦٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ
مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ○

www.pathagar.com

٧٠- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

৭০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌-কে ভয় কর এবং বল সত্য-সঠিক কথা,

٧١- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ○

৭১. তাহলে তিনি সংশোধন করবেন তোমাদের আমল এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ। আর যে আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৭

٧- الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১০

١٠- مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ

১০. আপনি আমার এ কথা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। যারা ভাল কাজ করে এ দুনিয়াতে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত। বস্তুত সবরকারীদের পূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে অগণিত।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪০, ৫১

٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৪০. কেউ মন্দকাজ করলে, তাকে তো দেয়া হবে তার কাজের অনুরূপ শাস্তি, আর যারা নেকআমল করবে হোক পুরুষ বা নারী, আর তারা মু'মিনও তারা তো দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদের দেয়া হবে অপরিমিত রিয্‌ক।

٥١- إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ○

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করব আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে সেদিন।

সূরা হা-মীম আস্‌ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৮, ৪৪

٨- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

www.pathagar.com

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا
لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ
اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ○

৪৪. আর আমি যদি নাযিল করতাম এ কুরআন অনারবী ভাষায় তা হলে তারা অবশ্যই বলত, কেন বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি এর আয়াতসমূহ ? কি আশ্চর্য, এর ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়, বলুন, কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও শিফা। কিন্তু যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। আর তারা এমন যে, যেন তাদের ডাকা হয় বহু দূর থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮, ২২, ২৩, ২৬

١٨- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ
وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ
اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ
فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ○

১৮. তারাই কিয়ামতকে ত্বরান্বিত করতে চায়, যারা তাতে ঈমান রাখে না। আর যারা ঈমানদার, তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা বিতর্ক করে কিয়ামত সম্পর্কে, তারা তো রয়েছে ঘোর বিভ্রান্তিতে।

٢٢- تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا
كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ
لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

২২. আপনি দেখবেন যালিমদের ভীত-সন্ত্রস্ত, তারা যা করত সে জন্য, আর তা আপতিত হবে তাদের উপর। আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের রবের কাছে, তারা তাই পাবে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ।

٢٣- ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ
قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا
حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

২৩. এ সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর সে বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে চাই না এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া। আর যে উত্তম কাজ করে, আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্য তাতে কল্যাণ। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

www.pathagar.com

২৬. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে আল্লাহ্ তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং বাড়িয়ে দেন তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

٢٦-وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩, ১৪, ২১, ৩০

৩. নিশ্চয় আসমান ও যমীনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

٣-إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

১৪. আপনি বলুন, তাদের যারা ঈমান এনেছে ঃ তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদের যারা প্রত্যাশা করে না আল্লাহ্র দিনগুলোর, তা এজন্য যে, তিনি প্রতিদান দেবেন প্রত্যেক কাওমকে তার কৃতকর্মের।

١٤-قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا
لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

২১. যারা দুষ্কর্ম করে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সমান গণ্য করব জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে ? নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।

٢١-أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

৩০. অবশ্য যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের রব তাদের দাখিল করবেন নিজ রহমতের মাঝে। এটাই স্পষ্ট সাফল্য।

٣٠-فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ
فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ১১

১১. আর কাফিররা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে ঃ যদি এ কুরআন ভালই হত, তবে তারা আমাদের অতিক্রম করে যেতে পারত না এর দিকে। আর যখন তারা হিদায়েত-প্রাপ্ত হয়নি এ দিয়ে, তখন তারা অবশ্যই বলবে ঃ এতো এক পুরাতন মিথ্যা!

١١-وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ
هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬

২. আর যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং ঈমান আনে তাতে যা নাযিল

٢-وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَّاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

করা হয়েছে মুহাম্মদের প্রতি; আর তা-ই সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। তিনি বিদূরিত করেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং ভাল করে দিবেন তাদের অবস্থা।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ
وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

৩. ইহা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে, তারা তো অনুসরণ করে মিথ্যার আর যারা ঈমান আনে, তারা তো অনুসরণ করে তাদের রবের তরফ থেকে প্রেরিত সত্যের। এভাবেই আল্লাহ্‌র দৃষ্টান্ত দেন মানুষের জন্য।

٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ
يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি সাহায্য কর আল্লাহ্‌কে তবে তিনি সাহায্য করবেন তোমাদের এবং দৃঢ়পদ রাখবেন তোমাদের।

١١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ○

১১. ইহা এজন্য যে, আল্লাহ্ তো বন্ধু মু'মিনদের আর কাফিরদের তো নেই কোন বন্ধু।

١٢- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ
وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

১২. নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। আর যারা কুফরী করে, তারা ক্ষণিকের তরে উপদেশ করে এবং খায় যেমন খায় জন্তু-জানোয়ার, আর জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।

١٩- فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ○

১৯. আর জেনে রাখুন আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য। আর আল্লাহ্ জানেন তোমাদের অস্থায়ী ও স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে।

٢٠- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا
نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ

২০. আর যারা ঈমান এনেছ, তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না একটা সূরা ? তারপর যখন নাযিল করা হয় কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা এবং তাতে উল্লেখ করা

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۝

হয় যুদ্ধের কথা, তখন আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা আপনার দিকে তাকায় মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষের মত। কত শোচনীয় পরিণাম তাদের।

٣٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং অনুসরণ কর রাসূলের এবং বিনষ্ট করো না তোমাদের আমল।

٣٦- اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۗ
وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ
وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝

৩৬. দুনিয়ার যিন্দেগী তো ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। আর যদি তোমরা ঈমান আন ও তাক্‌ওয়া কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের দেবেন তোমাদের পুরস্কার, আর তিনি চান না তোমাদের ধন-সম্পদ।

সূরা ফাতহ্, ৪৮ ঃ ৪, ৫, ৮, ৯, ১৮, ১৯, ২৯

٤- هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ
الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ
وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৪. তিনিই নাযিল করেন প্রশান্তি মু'মিনদের অন্তরে, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো দৃঢ় করে নেয়। আর আল্লাহ্‌রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হিক্‌মতওয়ালা,

٥- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৫. ইহা এজন্য যে, তিনি দাখিল করবেন মু'মিন পুরষ ও মু'মিন নারীদের জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তিনি বিদূরিত করবেন তাদের থেকে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি-সমূহ। আর এটাই আল্লাহ্‌র কাছে মহাসাফল্য।

٨- اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا
وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

৮. আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী-রূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ক-কারীরূপে।

٩- لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ

৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং শক্তি যোগাও তাঁর রাসূলকে এবং সম্মান কর

www.pathagar.com

وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

١٨- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ
عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

١٩- وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

٢٩- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛۚ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا

بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

রাসূলের সামনে এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা উচু করো না তোমাদের কণ্ঠস্বর রাসূলের কণ্ঠস্বরের উপর, আর তোমরা সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না তাঁর সাথে, যেরূপ তোমরা উঁচুস্বরে কথা বল নিজেদের মাঝে, কারণ এতে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানবেও না।

٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا
اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ
فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে তোমাদের কাছে কোন ফাসিক কোন খবর নিয়ে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। পাছে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলো কোন কাওমকে অজ্ঞতা-বশত, ফলে তোমরা যা করেছে সে জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।

٧- وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط
لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ
وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ
وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط
اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

৭. আর জেনে রাখ, অবশ্যই তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, অনেক বিষয় এমন আছে, যাতে তিনি তোমাদের অনুসরণ করলে, তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন ও অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফ্‌রী, ফাসিকী ও অবাধ্যতাকে। এরাই সৎপথপ্রাপ্ত,

٨- فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৮. আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٩- وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج
فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى

৯. আর যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে। তবে যদি তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে। তাহলে তোমরা যুদ্ধ করবে

www.pathagar.com

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ
حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

তাদের বিরুদ্ধে যারা বাড়াবাড়ি করে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে মীমাংসা করে দিবে তাদের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন সুবিচারকারীদের।

١٠- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

১০. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা মীমাংসা করে দেবে তোমাদের ভাইদের মাঝে আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ
عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ
بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ
وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! উপহাস করে না যেন কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে; হতে পারে যাদের উপহাস করা হয়, তারা হবে উত্তম উপহাস-কারীদের চাইতে। আর কোন নারী ও যেন উপহাস না করে কোন নারীকে, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয় তারা হবে উত্তম উপহাসকারীদের চাইতে। আর তোমরা দোষারূপ করবে না পরস্পরকে এবং মন্দনামে ডাকবে না একে অপরকে। কত নিকৃষ্ট পাপাচার মন্দনামে ডাকা ঈমানের পর। আর যারা তাওবা করে না, তারাই যালিম।

١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز
اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ
اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ
اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিহার করবে বেশীবেশী অনুমান করা, কেননা কোন কোন অনুমান তো গুনাহ এবং তোমরা গোয়েন্দাগিরী করবে না এবং গীবত করবে না একে অপরের। পছন্দ করে কি কেউ তোমাদের মাঝে তার মরা ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে ? অবশ্যই তোমরা তা অপসন্দ কর। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

১৪. মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা ইসলাম কবুল করেছি। কেননা এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে। যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। তবে তিনি লাঘব করবেন না তোমাদের কর্মফল বিন্দুমাত্রও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর তারা সন্দেহপোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে, তারাই সত্যবাদী।

١٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৬. বলুন ঃ তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহ্‌কে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۖ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার প্রতি - অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের ইসলাম কবুল করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ করা মনে করো না, বরং আল্লাহ্-ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١٧- يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ
قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৫

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিন, কেননা উপদেশ তো উপকারে আসে মু'মিনদের।

٥٥- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ○

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১

২১. আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের অনুসরণ করে তাদের সন্তান সন্ততিরা

٢١- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

ঈমানে, আমি মিলিত করব তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদের এবং লাঘব করব না তাদের কর্মফল বিন্দু, মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী।

بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ
كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

সূরা নাজ্‌ম ৫৩ ঃ ২৭

২৭. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে তারাই নামকরণ করে ফিরিশ্‌তাদের নারীবাচক নামে।

٢٧- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২৮

৭. তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে, যার উত্তরাধিকারী করেছেন আল্লাহ্‌ তোমাদের। যারা ঈমান আনে তোমাদের মধ্য থেকে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٧- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঈমান আনছ না আল্লাহ্‌র প্রতি ? অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছেন ঈমান আনতে তোমাদের রবের প্রতি, আর আল্লাহ্‌ তো অংগীকার গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে যদি তোমরা মু'মিন হও।

٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১২. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তুমি দেখবে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের পাশে; তাদের বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এহল মহাসাফল্য।

١٢- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ
بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা বলবে মু'মিনদের, আমাদের

١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ

لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ
مِنْ نُورِكُمْ ۚ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُورًا ۖ
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۖ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি। তাদের বলা হবে, ফিরে যাও তোমাদের পেছনে এবং তালাশ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটা প্রাচীর, যাতে থাকবে একটা দরজা, যার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

١٤- يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

১৪. মুনাফিকরা ডেকে বলবে মু'মিনদের, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে ঃ হাঁ, ছিলে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা আমাদের জন্য অমংগলের প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং তোমাদের প্রতারিত করেছিল অলীক আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্‌র ফয়সালা আসা পর্যন্ত। আর তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে মহা প্রতারক শয়তান।

١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ
هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১৫. সুতরাং আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ এবং তাদের থেকেও নয়, যারা কুফরী করেছিল, তোমাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, আর তা-ই তোমাদের জন্য উপযুক্ত, কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

١٦- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

১৬. আসেনি কি সময় যারা ঈমান এনেছে, তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে ? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আগে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে, হয়ে পড়েছিল তাদের অন্তর কঠিন। আর তাদের মাঝে অনেকেই ছিল ফাসিক।

www.pathagar.com

১৯. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি তারাই সিদ্দীক ও শহীদ তাদের রবের কাছে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

١٩-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য। যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল।

٢١-سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ঈমান আন তাঁর রাসূলের প্রতি; তিনি তোমাদের দ্বিগুণ দেবেন স্বীয় রহমতের এবং তিনি তোমাদের দেবেন নূর যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا
تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ২২

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে, তখন তোমরা পরামর্শ করবে না গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে বরং তোমরা পরামর্শ করবে নেককাজ ও তাক্‌ওয়ার ব্যাপারে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

১০. এরূপ গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয়, মু'মিনদের কষ্ট দেয়ার জন্য; তবে শয়তান

١٠- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ
لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

www.pathagar.com

وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

মু'মিনদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা।

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ
فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ
وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে, আল্লাহ্ স্থান প্রশস্ত করে দেবেন তোমাদের জন্য। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সাথে, তখন তোমাদের কথা বলার আগে সাদাকা দিবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র থাকার শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে যদি তোমরা সাদাকা দিতে অক্ষম হও, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ
مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ
اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۚ
اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ
وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۚ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ
رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ

২২. তুমি পাবে না এমন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি যে, তারা ভালবাসে তাদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, হোক না তারা তাদের পিতা পুত্র ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। এদেরই অন্তরে আল্লাহ্ দৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন স্বীয় রহমতে। তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

أُولَٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ
اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

١٠- وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا
عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ
تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ
يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ
اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ
اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ
وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۗ
تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۗ
وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

কর। আর যে কেউ এরূপ করে তোমাদের থেকে, সে তো গুম্‌রাহ্ হয় সরল পথ থেকে।

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ
الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ
مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ
اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ
وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ
وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا
ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আসবে তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা হিজরত করে তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা করবে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত তাদের ঈমান সম্বন্ধে। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদের ফেরৎ পাঠাবে না কাফিরদের কাছে। তারা হালাল নয় কাফিরদের জন্য এবং কাফিরাও হালাল নয় মুসলিমদের জন্য আর তোমরা ফিরিয়ে দিবে কাফিরদের যা তারা ব্যয় করেছে। তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তাদের বিয়ে কর, যখন তোমরা তাদের দিবে তাদের মহর আর তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না কাফির নারীদের সাথে। তোমরা ফেরৎ চাইবে, যা তোমরা ব্যয় করেছ তা, আর তারাও যেন ফেরৎ চায়, তারা যা ব্যয় করেছে তা। এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি ফয়সালা করেন তোমাদের মাঝে আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

١١- وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ
فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ
مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে থেকে যায়, তবে তোমরা দিবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া স্ত্রীদের স্বামীদের যা তারা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ যখন তোমাদের সুযোগ আসবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

١٢- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ

১২. হে নবী! যখন মু'মিন নারীরা আপনার কাছে এসে এমর্মে বায়'আত করে যে,

www.pathagar.com

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ
اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ
يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তারা শরীক করবে না আল্লাহ্‌র সাথে, কোন কিছু চুরি করবে না, যিনা করবে না, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটনা করে বেড়াবে না এবং অমান্য করবে না আপনাকে কোন নেককাজে, তখন আপনি তাদের বায়‘আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا
مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ
مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করবে না এমন কাওমের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট হয়েছেন, তারা তো হতাশ হয়ে পড়েছে আখিরাত সম্পর্কে, যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবর-বাসীদের ব্যাপারে।

সূরা সাফ্‌ফ ৬১ ঃ ২, ৩, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না ?

٣- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৩. অতিশয় অসন্তোষজনক আল্লাহ্‌র কাছে তা, যা তোমরা বল কিন্তু কর না।

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى
تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক বাণিজ্যের, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে ?

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১১. তা হলো, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। যদি তোমরা জানতে।

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

১২. আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

নহরসমূহ এবং উত্তম বাসগৃহ জান্নাতে-আদন, এ হলো মহাসাফল্য।

١٣- وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩. আর তিনি আরো দিবেন, যা তোমরা আকাঙক্ষা কর, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর আপনি সুসংবাদ দেন মু'মিনদের।

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا
اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ
وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ
فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ
فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, যেমন বলেছিল ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম তাঁর হাওয়ারীদের ঃ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্য-কারী। তারপর ঈমান আনল বনু ইস্‌রাঈলের একদল এবং কুফরী করলো আরেক দল। অবশেষে আমি শক্তিশালী করি তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়, ফলে তারাই হলো বিজয়ী।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৯, ১০

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ
لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আহ্বান করা হয় সালাতের জন্য জুমু'আর দিনে, তখন তোমরা ধাবিত হও আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং ত্যাগ কর বেচাকেনা, এটাই শ্রেয় তোমাদের জন্য যদি তোমরা জান।

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا
فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১০. আর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে যমীনে এবং অন্বেষণ করবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী, যাতে সফলকাম হও।

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৮, ৯

٨- يَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ
لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۭ

৮. মুনাফিকরা বলে ঃ যদি আমরা মদীনায় ফিরে আসি তবে অবশ্যই সেখান থেকে বহিষ্কার করবে সম্মানীরা হীন

www.pathagar.com

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

লোকদের। বস্তুত সম্মান তো আল্লাহ্‌রই এবং তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ
اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, যারা এরূপ করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ২, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

٨- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالنُّوْرِ الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে নূর আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ্। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ
وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহে ও নেক আমল করে, তিনি বিদূরিত করবেন তার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

١١- مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১. আপতিত হয় না কোন মুসবিত আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া, যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্ তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

١٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

١٣- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৩. আল্লাহ্ ,নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া ; সুতরাং আল্লাহ্‌রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিতের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেক। যদি তোমরা তাদের মাফ করে দাও, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ
وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আর আল্লাহ্ তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

١٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا
خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ
نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৬. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী এবং মনোযোগ দিয়ে শোন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর এ সব হলো কল্যাণ তোমাদের জন্য। আর যারা হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. যদি তোমরা কর্‌য দাও আল্লাহ্‌কে করযে-হাসানা, তা হলে তিনি তা বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য বহুগুণ এবং তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।

١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

www.pathagar.com

١٠- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا
فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ۖۚ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛۚ
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○
١١- رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ
اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ○

٦- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

٨- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ
عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ٧

www.pathagar.com

এবং তাঁর মু'মিন সংগীদের। তাদের নূর ধাবিত হবে তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে, তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

সূরা জিন্,৭২ ঃ ১৩

১৩. আর যখন আমরা শুনেছি হিদায়েতের বাণী, তখন আমরা ঈমান এনেছি তাতে। অতএব যে কেউ ঈমান আনে তার রবের প্রতি, তার আশংকা থাকবে না কোন ক্ষতির আর না কোন অন্যায়ের।

١٣- وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ ঃ ৩১

৩১. আমি করিনি দোযখের প্রহরী ফিরিশ্তা ছাড়া অন্য কাউকে এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপ, যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে কিতাবীদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর সন্দেহপোষণ না করে কিতাবীরা ও মু'মিনরা এবং বলবে তারা যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং কাফিররা ঃ কি বুঝাতে চান আল্লাহ্ এ অভিন্ন উক্তি দিয়ে ? এভাবেই আল্লাহ্ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যাকে চান হিদায়েত দান করেন। আর কেউ জানে না তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো এক স্মারকবাণী মানুষের জন্য।

٣١- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۝

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৫০

৫০. আর এ কুরআনের পরিবর্তে কোন কথায় তারা ঈমান আনবে ?

٥٠- فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

www.pathagar.com

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছিল, তারা তো উপহাস করত যারা ঈমান এনেছে তাদের।

٢٩- إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ○

৩০. আর যখন তারা মু'মিনদের কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা চোখ টিপে ইশারা করত।

٣٠- وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ○

৩১. আর যখন তারা নিজেদের আপন জনদের কাছে ফিরত তখন তারা ফিরত উল্লসিত হয়ে।

٣١- وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ○

৩২. আর যখন তাদের দেখত তখন তাদের বলত ঃ এরাই তো গুমরাহ।

٣٢- وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ○

৩৩. আর মু'মিনদের তো পাঠান হয়নি অপরাধীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে।

٣٣- وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ○

৩৪. এবং আজ মু'মিনরা উপহাস করছেঁ কাফিরদের—

٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ○

৩৫. সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করে ওদের দিকে তাকিয়ে।

٣٥- عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ○

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ২৫

২৫. তবে যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

٢٥- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১০-১১

১০. নিশ্চয় যারা বিপদাপন্ন করেছে মু'মিন-পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জ্বলনের শাস্তি।

١٠- إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ○

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; এটা হলো মহাসাফল্য।

١١- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ○

www.pathagar.com

সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪, ৫, ৬

٤-لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيٓ أَحْسَنِ
تَقْوِيْمٍ ○
٥- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○
٦-إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○

৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।

৫. তারপর আমি তাকে পরিণত করি হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে।

৬. তবে তাদের নয়, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ৭, ৮

٧-إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ○
٨-جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ○

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই সৃষ্টির মাঝে উত্তম।

৮. তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার জান্নাতু-আদ্‌ন, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি ইহা তার জন্য যে, সে ভয় করে তার রবকে।

সূরা আস্‌র, ১০৩ ঃ ১, ২, ৩

١- وَالْعَصْرِ ○
٢- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○
٣- إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

১. কসম মহাকালের,

২. নিশ্চয় মানুষ রয়েছে ক্ষতির মাঝে,

৩. তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের ও পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিরক ও মুশরিক

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২১

২২১. আর তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীদের যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। আর অবশ্যই মু'মিন কৃতদাসী উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর তোমরা বিয়ে দিবে না, মুশরিক পুরুষদের সাথে, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে, আর অবশ্যই মু'মিন কৃতদাস উত্তম মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে, তারা তো ডাকে দোযখের দিকে, আল্লাহ্ ডাকেন তাঁর অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٢٢١- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ
وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮, ১১৬

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শিরক করাকে, তবে তিনি ক্ষমা করবেন এ ছাড়া অন্য সব কিছু যাকে চান। আর যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে সে তো উদ্ভাবন করে এক মহাপাপ।

٤٨- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তাঁর সাথে শিরক করাকে, তবে তিনি ক্ষমা করবেন এছাড়া অন্য সব কিছু যাকে

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

www.pathagar.com

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

চান। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭২

٧٢- ....اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ
النَّارُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭২. .... জেনে রাখ, যে শিরক করবে আল্লাহ্‌র সাথে অবশ্যই আল্লাহ্ হারাম করবেন তার জন্য জান্নাত। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২২, ২৩, ১০০, ১৪৮

٢٢- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

২২. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলবো, কোথায় তারা যাদের তোমরা আমার শরীক মনে করতে ?

٢٣- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ
اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

২৩. তারপর থাকবে না তাদের এছাড়া বলবার আর কোন অজুহাত, কসম আল্লাহ্‌র! হে আমাদের রব! আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

١٠٠- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ
وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

১০০. আর তারা জিন্‌কে আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন আর তারা আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, না জেনে। পবিত্র মহান তিনি, আর তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

١٤٨- سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاۤءَ
اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَاۤؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا
مِنْ شَيْءٍ ۗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۗ قُلْ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۗ
اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

১৪৮. যারা শিরক করেছে, তারা অবশ্যই বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমরা শিরক করতাম না আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং আমরা হারাম করতাম না কোন কিছুই। এভাবেই অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও পরিণামে তারা শাস্তি আস্বাদন করেছিল। আপনি বলুন ঃ আছে কি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ ? থাকলে তা নিয়ে এসো

www.pathagar.com

وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○

আমাদের কাছে। তোমরা তো অনুসরণ কর কেবল কল্পনার আর তোমরা তো শুধু মনগড়া কথা বল।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৭, ২৮, ১১৩

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ
مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১. ইহা দায়মুক্তির ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে, সে সব মুশরিকদের সম্পর্কে, যাদের সাথে তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছিলে,

٢- فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ
اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

২. তারপর তোমরা এ দেশে চারমাস পর্যন্ত ঘুরে বেড়াও আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ অবশ্যই কাফিরদের অপদস্থ করে থাকেন।

٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ
بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۚ فَاِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۗ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩. আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মহান হজ্জের দিনে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দায়মুক্ত মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূলও দায়মুক্ত। তবে যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা হত তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর সুসংবাদ দিন কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির!

٤- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৪. এ ঘোষণার বাইরে সে সব মুশ্‌রিকরা, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ, পরে তারা তোমাদের প্রতি চুক্তি রক্ষায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। অতএব তোমরা পূর্ণ করবে তাদের সাথে কৃত-চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

www.pathagar.com

٥- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৫. তারপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন চুক্তি ভংগকারী মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরুদ্ধ করে রাখবে তাদের এবং প্রত্যেক গোপন ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করবে। তারপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

৬. আর মুশরিকদের থেকে কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবেন। এ আদেশ এ জন্য যে, এরা নিতান্ত অজ্ঞলোক।

٧- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖ إِلَّا الَّذِينَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

৭. কেমন করে আল্লাহ্‌র কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

٨- كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ
يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى
قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ ○

৮. কেমন করে তাদের চুক্তি কার্যকর থাকবে ? কেননা, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদা দিবে না, আর না অংগীকারের মর্যাদা দিবে। তারা কেবল নিজেদের মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে, আসলে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

www.pathagar.com

٩- اشتروا بايت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ۚ انهم ساء ما كانوا يعملون ○

৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিনিময়ে নিতান্ত নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে এবং লোকদের তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা অতি নিকৃষ্ট।

١٠- لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ۚ واولئك هم المعتدون ○

১০. তারা মর্যাদা দেয় না কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার আর না অংগীকারের, তারা তো সীমালংঘনকারী।

١٧- ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله شهدين على انفسهم بالكفر ۚ اولئك حبطت اعمالهم ۚ وفي النار هم خلدون ○

১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়। ওরা এমন যে, তাদের সব আমল ব্যর্থ হয়েছে আর তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

٢٨- يايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ۚ وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ۚ ان الله عليم حكيم ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! জেনে রাখ, মুশরিকরা তো অপবিত্র, অতএব তারা মসজিদে হারামের কাছে আসবে না এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

١١٣- ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحب الجحيم ○

১১৩. নবী এবং মু'মিনদের জন্য শোভন নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়, ইহা স্পষ্ট হয়ে হওয়ার পর যে তারা তো জাহান্নামী।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৬৬

٢٨- ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم ۚ فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون ○

২৮. আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব ঃ তোমরা এবং যারা আমার সাথে শরীক করেছিলে, তোমরা নিজনিজ স্থানে অবস্থান কর। তারপর যাদের শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো কখনো আমাদের ইবাদত করতে না।

www.pathagar.com

٢٩- فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

২৯. আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যে, আমরা তো জানতামই না তোমরা আমাদের ইবাদত করেছিলে, সে বিষয়ে।

٣٤- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط
قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৪. আপনি বলুন ঃ তোমরা যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে কি কেউ এমন আছে যে, প্রথম সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে, পরে তা পুনরাবৃত্তি ঘটায় ? বলুন ঃ আল্লাহ্-ই আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন, পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। অতএব তোমরা কিরূপে বিভ্রান্ত হচ্ছো ?

٣٥- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ
يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط
اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ
اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ
اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

৩৫. বলুন ঃ তোমরা যাদের শরীক স্থির কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে হকের দিশা দিতে পারে ? বলুন ঃ আল্লাহ্-ই সত্যের পথপ্রদর্শন করেন। যিনি সত্যের পথ প্রদর্শন করে, তিনিই আনুগত্যের অধিক হক্দার না সে, যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না ? তোমাদের কী হয়েছে ? কিরূপ তোমরা ফয়সালা করে থাক ?

٦٦- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط
اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ
اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

৬৬. জেনে রাখ! যারা আছে আসমানে এবং যারা আছে যমীনে তারা তো আল্লাহ্রই। আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের তাঁর শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে ? তারা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের আর তারা তো লিপ্ত রয়েছে ভিত্তিহীন আলোচনায়।

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৩৫

٣٥- وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ
مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ
وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ

৩৫. আর যারা শিরক করেছে তারা বলে ঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহ্লে ইবাদত করতাম না তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর আমরা, আর না আমাদের

www.pathagar.com

مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ
اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

বাপ-দাদারা এবং আমরা হারাম করতাম না কোন কিছু তাঁর অনুমতি ছাড়া। এরূপই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। আর রাসূলদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

٨٦- وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ
قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ
كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ
فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ○

৮৬. আর মুশরিকরা আল্লাহ্‌র সাথে যাদের শরীক করেছিল তাদের যখন দেখবে, তখন বলবে ঃ হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদের আমরা তোমার সাথে শরীক করেছিলাম, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তারপর শরীকরা এদের কথার উত্তরে বলবে ঃ অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪০

٤٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ
اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ
بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
اِلَّا غُرُوْرًا ○

৪০. আপনি বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখবে কি, তোমাদের সে সব শরীকদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে, অথবা আছে কি তাদের কোন অংশ আসমানে ? অথবা আমি কি তাদের এমন কোন কিতাব দিয়েছি, যার দলীলের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ? বস্তুত যালিমরা তো একে অপরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুফর ও কাফির

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৬, ৭, ৩৯, ১০৫, ১৬১, ১৬২, ১৭১, ২১২, ২৫৭

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করুন কিংবা না করুন উভয় তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না,

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৭. আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরের উপর এবং তাদের কানের উপর এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ আর তাদের রয়েছে মহাশাস্তি।

٧- خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط
وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ○

৩৯. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০৫. যারা কুফরী করেছে হোক আহলে কিতাব কিংবা মুশরিক তারা চায় না তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক, অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের জন্য খাস্ করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

١٠٥- مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং মারা গেছে কাফিররূপে, তাদের উপর আল্লাহ্র, ফিরিশতাদের ও সব মানুষের লা'নত-অভিশাপ।

١٦١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ
اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

www.pathagar.com

১৬২. তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের শাস্তি হাল্‌কা করা হবে না, আর না তাদের অবকাশ দেওয়া হবে।

১৭১. আর যারা কুফরী করে, তাদের উদাহরণ যেমন কোন ব্যক্তি ডাকে এমন কিছুকে, যা শুনে না হাঁকডাক ছাড়া আর কিছু, বধির, বোবা, অন্ধ, অতএব তারা বুঝবে না।

২১২. যারা কুফরী করেছে, তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আর তারা হাঁসি-ঠাট্টা করে তাদের, যারা ঈমান এনেছে। কিন্তু যারা তাক্‌ওয়া করছে তারা থাকবে ওদের উপর মর্যাদায় কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ্‌ রিযক দান করেন যাকে চান বে-হিসাব।

২৫৭. আর যারা কুফরী করে তাদের বন্ধু তাগূত, এরা তাদের বের করে নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে, তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০, ১১, ১২, ২১, ২২, ৫৬, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ১১৬

১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, কোন কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ আর না তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। তারা তো দোযখের ইন্ধন।

১১. তাদের অভ্যাস ফির'আওনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত, তারা তো অস্বীকার করেছিল আমার আয়াতসমূহ ফলে আল্লাহ্‌ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের গুনাহের জন্য, আল্লাহ্‌ অতিশয় কঠিন শাস্তি দানে।

www.pathagar.com

١٢- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ
وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১২. বলুন তাদের, যারা কুফরী করেছে ঃ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদের একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

٢١- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ
الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২১. নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং হত্যা করে নবীদের অন্যায়রূপে, আর হত্যা করে তাদের যারা নির্দেশ দেয় মানুষের মাঝে ইনসাফের, আপনি তাদের সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

٢٢- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২২. এরাই তারা যাদের আমল ব্যর্থ হবে দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নেই তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

٥٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৫৬. আর যারা কুফরী করে, আমি তাদের শাস্তি দেব কঠোর শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আর নেই তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

٨٥- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৮৫. আর যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও কবুল করা হবে না তার থেকে আর সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٨٦- كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا
كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا
اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৬. আল্লাহ্‌ কিরূপে হিদায়েত দান করবেন সেই কাওমকে যারা কুফরী করে তাদের ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর। আর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। আর আল্লাহ্‌ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

٨٧- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

৮৭. এরাই তারা যাদের শাস্তি এই যে, তাদের উপর লা'নত আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা ও সমস্ত মানুষের।

٨٨- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৮৮. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তাদের শাস্তি হাল্‌কা করা হবে না, আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৮৯- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৮৯. তবে তারা নয় যারা এর পরে তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, জেনে রাখ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯০- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ
ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ج
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

৯০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের ঈমান আনার পর এবং তারা বেড়ে যেতে থাকে কুফরীতে, তাদের তাওবা কখনও কবুল করা হবে না আর ওরাই গুমরাহ।

৯১- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ
ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৯১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায় কখনও তাদের কারো থেকে কবুল করা হবে না, পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও যদি তা বিনিময় স্বরূপ দেয়, তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

১১৬- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১১৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, কোন কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ, আর না তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মুকাবিলায় আর তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬, ৭৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯

৫৬- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا
لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৫৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব দোযখের আগুনে। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তখনই তা আমি তাদের ঢেকে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৭৬- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ
الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج
اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

৭৬. যারা মু'মিন তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। জেনে রাখ, শয়তানের কৌশল তো দুর্বল।

www.pathagar.com

١٣٦-۰۰۰۰۰ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. .... আর যে কুফরী করে, আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের সাথে, সে তো গুমরাহ্ হয় ভীষণভাবে।

١٣٧-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا
ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا
لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ○

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে তারপর কুফরী করে, আবার ঈমান আনে এবং পরে কুফরী করে, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করবেন না।

١٤٤-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ○

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না কাফিরদের, মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবে?

١٥٠-اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا
وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১৫০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের সাথে এবং পার্থক্য করতে চায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে, আর বলে ঃ আমরা ঈমান আনি কতকের প্রতি এবং অস্বীকার করি কতককে, আর তারা কোন মধ্যপথ অবলম্বন করতে চায়,

١٥١-اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১৫১. ওরাই কাফির আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٦٧-اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা গুমরাহ্ হয়েছে ভীষণভাবে।

١٦٨-اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا
لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ্ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না আর না তিনি তাদের কোন পথ দেখাবেন—

١٦٩-اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫, ১০, ১৭, ৩৬, ৭২, ৭৩, ৮৬

৫. .... আর যে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে ঈমান, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٥- ...... وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

১০. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারা দোযখের অধিবাসী।

١٠- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১৭. যারা বলে ঃ মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্-ই আল্লাহ্, তারা তো অবশ্যই কুফরী করেছে।

١٧- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের থাকে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো, তা যদি তারা কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণ-স্বরূপ দিতে চায়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না তাদের থেকে, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٣٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا
وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ
لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭২. যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো মারইয়ামের পুত্র মাসীহ, তারা তো কুফরী করেছে। অথচ মাসীহ্ বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত এক আল্লাহ্র। যিনি রব আমার এবং রব তোমাদেরও। জেনে রাখ! যে শিরক করবে আল্লাহ্র সাথে অবশ্যই আল্লাহ্ তার জন্য হারাম করবেন জান্নাত। আর তার ঠিকানা হবে দোযখ। যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ
الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ
رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ
النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭৩. যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়, তারা তো কুফরী করেছে ; যদিও এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আর তারা যদি নিবৃত্ত না হয় তা থেকে যা তারা বলে, তাহলে

٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ
اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ م وَمَا مِنْ اِلٰهٍ
اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا

www.pathagar.com

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨٦- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭

٧- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

৭. আর আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শও করত, তবুও কাফিররা বলতো ঃ এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫৫, ৭৩

٣٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ○

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা ব্যয় করে তাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য। আর তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, অবশেষে তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।

٣٨- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ○

৩৮. বলুন তাদের , যারা কুফরী করেছে যে, তারা যদি বিরত হয় তবে যা গত হয়েছে তা তাদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।

٣٩- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিত্‌না দূরীভূত হয় এবং দীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে আল্লাহ্ তো তারা যা করে সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

www.pathagar.com

٤٠- وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ
مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

٥٥- إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
٧٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝

٣٢- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

٤٣- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ
قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ
وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

١٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ
أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ
فَأَوْحٰٓى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝
١٨- مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨ

www.pathagar.com

اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ط
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ط
ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ○

٢- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ○

٨٨- الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○
١٠٦- مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ج
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
١٠٧- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لا
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○
١٠٨- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ج
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○
١٠٩- لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

١٠٢- أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا

www.pathagar.com

عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ط
اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ○

বান্দাদের আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে? নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম কাফিরদের জন্য আপ্যায়নের বস্তুরূপে।

١٠٣-قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ
اَعْمَالًا ○

১০৩. বলুন ঃ আমি কি তোমাদের খবর দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে?

١٠٤-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ
صُنْعًا ○

১০৪. ওরা তারা, যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয় দুনিয়ার যিন্দেগীতে, যদিও তারা মনে করে যে, তারা তো ভালকাজ করছে।

١٠٥-اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

১০৫. ওরাই তারা, যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে, ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। অতএব আমি তাদের কিয়ামতের দিন ওযনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।

١٠٦-ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا
كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ○

১০৬. তাদের প্রতিফল তো জাহান্নাম, কেন না তারা কুফরী করেছে এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূল-গণকে।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪০

٣٠-اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط
اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩০. যারা কুফরী করেছে, তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আসমান ও যমীন তো ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি এদের উভয়কে পৃথক করে দিলাম। আর আমি সৃষ্টি করেছি পানি থেকে সমস্ত প্রাণবান বস্তু। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

٣٦-وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط
اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গ্রহণ করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্ররূপে। তারা বলে ঃ একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? অথচ তারাই 'রাহমান'-এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।

٣٩- لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ
لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ
وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৩৯. হায় ! যারা কুফরী করেছে তারা যদি জানত সে সময়ের কথা, যখন তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না আগুন তাদের সামনে থেকে আর না তাদের পেছন থেকে এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

٤٠- بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا
وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৪০. বরং তা আপতিত হবে তাদের উপর অকস্মাৎ এবং হতভম্ব করে দেবে তাদের; ফলে তারা তা রোধ করতে সক্ষম হবে না এবং তাদের অবকাশও দেয়া হবে না।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫, ৫৭, ৭২

٢٥- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ
الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۭ
وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ
مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে এবং মসজিদে হারাম থেকে, যা আমি করেছি সমান মানুষের জন্য, হোক সে সেখানকার অধিবাসী অথবা বহিরাগত। আর যে কেউ সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালংঘন করে পাপ কাজ করে, আমি তাকে আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٥٧- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহকে, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٧٢- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۭ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ
بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۭ
قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ اَلنَّارُ ۭ

৭২. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন আপনি দেখবেন কাফিরদের চেহারায় অসন্তোষ। তারা উদ্যত হয় আক্রমণ করতে তাদের, যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। বলুন ঃ তবে কি আমি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর

www.pathagar.com

وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ
بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا
وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ
ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ
يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ
لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ○

٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ
فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ
وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ
وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ
فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ○

www.pathagar.com

৩২. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না তার প্রতি এ কুরআন একবারে একত্রে ? এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার হৃদয় এ দিয়ে মজবুত কররার জন্য এবং তা আমি স্পষ্টভাবে ধীরেধীরে ক্রমেক্রমে আবৃত্তি করেছি।

٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ
كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬৭, ৬৮

৬৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ যখন আমরা ও আমাদের বাপ দাদারা মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তখনো কি আমাদের বের করে আনা হবে ?

٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا
وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○

৬৮. এ বিষয়ে তো আমাদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

٦٨- لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

সূরা আন্‌কাবূত, ২৯ ঃ ১২, ১৩, ২৩

১২. আর যারা কুফরী করেছে, যারা ঈমান এনেছে তাদের বলে ঃ তোমরা অনুসরণ কর আমাদের পথ; তাহলে আমরা বহন করব তোমাদের পাপের বোঝা। বস্তুত ওরা তো তাদের পাপের বোঝা মোটেও বহন করবে না। তারা তো ডাহা মিথ্যাবাদী।

١٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۗ
وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১৩. অবশ্যই তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা, আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করে সে সম্বন্ধে।

١٣- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ
وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৩. আর যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে, তারা নিরাশ হয় আমার রহমত থেকে। আর তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ
اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৬, ৪৪

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার নির্দশনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকে, তারা ভোগ করতে থাকবে শাস্তি।

١٦- وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ
فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

৪৪. যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য, যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে।

٤٤- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ○

সূরা লুক্মান ৩১ ঃ ২৩

২৩. আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন আপনাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই কাছে তাদের প্রত্যার্বতন। তারপর আমি তাদের অবহিত করব তারা যা করত তা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে।

٢٣- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط
اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ১, ৪৮

১. হে নবী ! ভয় করুন আল্লাহ্কে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিককের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৪৮. আর আপনি আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন আর ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩, ৩১

৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না। আপনি বলুন ঃ হ্যাঁ, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা আসবে তোমাদের কাছে। আমার রব গায়েব সর্ম্পকে সম্যক অবগত, আসমান ও যমীনে তাঁর অগোচরে বিন্দুমাত্র কোন কিছু কিম্বা

٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط
قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ

وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ○

তার চাইতে ছোট অথবা তার চাইতে বড়, কিন্তু এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

٣١- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ
بِهَٰذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ
يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ
يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ○

৩১. যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ আমরা কখনো ঈমান আনব না এ কুরআনের প্রতি, আর না এর পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহেও। হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদের যখন তাদের দাঁড় করান হবে তাদের প্রতিপালকের কাছে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদের দুর্বল মনে করা হত, তারা শক্তি-ধরদের বলবেঃ তোমরা যদি না থাকতে তবে অবশ্যই আমরা মু'মিন হতাম।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৭, ৩৬, ৩৭

٧- الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

٣٦- وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ
لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ○

৩৬. আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে আর না লাঘব করা হবে জাহান্নামের আযাব তাদের থেকে। এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি সব কাফিরদের।

٣٧- وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ
رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ

৩৭. আর তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করে নিন, আমরা ভাল কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা ছাড়া। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত ? আর এসেছিল তো তোমাদের কাছে সতর্ককারী। অতএব তোমরা

www.pathagar.com

শাস্তি আস্বাদন কর, আর যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৪, ৫, ২৭

৪. আর কাফিররা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে এসেছে এক সতর্ককারী তাদেরই মধ্য থেকে এবং তারা বলে ঃ এতো এক যাদুকর মিথ্যাবাদী—

٤-وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز
وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

৫. সে কি বানিয়ে নিয়েছে সব ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ ? এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

٥- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ○

২৭. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন, আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক। এরূপ ধারণা তো তাদের যারা কুফরী করে। অতএব দোযখের দুর্ভোগ রয়েছে কাফিরদের জন্য।

٢٧-وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭, ৭১, ৭২

৭. যদি তোমরা কুফরী কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি পছন্দ করেন না তাঁর বান্দাদের কুফরী। আর যদি তোমরা শোক্‌র কর, তবে তাই তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। আর তোমাদের কেউ একে অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন তোমরা যা করতে তা, নিশ্চয় তিনি সম্যক অবহিত অন্তরে যা সে সম্পর্কে।

٧-اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف
وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ
وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ط
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط
ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৭১. তাড়িয়ে নেয়া হবে কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলেদলে এমনকি যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের

٧١- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط
حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

www.pathagar.com

مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ
قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَٰفِرِينَ ○

বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিনের সম্পর্কে সতর্ক করতেন ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে আছে।

٧٢- قِيلَ ادْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ
خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

৭২. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর সেথায় চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬, ১০, ১১, ১২

٦- وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ النَّارِ ○

৬. আর অনুরূপভাবে সাব্যস্ত হয়ে আছে আপনার রবের বাণী কাফিরদের সম্পর্কে যে, তারা তো দোযখের অধিবাসী।

١٠- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَٰنِ
فَتَكْفُرُونَ ○

১০. নিশ্চয় যারা কাফির তাদের ডেকে বলা হবে ঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল। যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হয়েছিল, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

١١- قَالُوا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○

১১. তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার আমাদের জীবন দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আমাদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব এখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ আছে কি ?

١٢- ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ
وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ
وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا ۚ
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

১২. ইহা এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো, তখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে। আর যদি তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা হতো, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত ফয়সালা আল্লাহ্র যিনি মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

২৬. আর কাফিররা বলে ঃ তোমরা এ কুরআন শুনবে না এবং পাঠ করার সময় শোরগোল সৃষ্টি করবে, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।

٢٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ
وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ○

২৭. সুতরাং আমি অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব।

٢٧- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৮. এটাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি দোযখ। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আমার আয়তসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ।

٢٨- ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ
لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

২৯. আর কাফিররা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

٢٩- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا
الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا
مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

সূরা আহ্‌কাফ ৪৬ ঃ ১১, ২০, ৩৪

১১. আর কাফিররা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে ঃ যদি এ কুরআন ভাল হতো, তবে এসব লোক এর প্রতি আমাদের আগে যেতে পারত না। আর যখন তারা এ দিয়ে হিদায়েত পায়নি তখন তারা অবশ্যই বলবে ঃ এত এক পুরাতন মিথ্যা।

١١- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۖ
وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ
هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ○

২০. যেদিন কাফিরদের দোযখের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার অর্জন করেছ এবং তা উপভোগ করেছ। অতএব আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি

٢٠- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
عَلَى النَّارِ ۖ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ
فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ

www.pathagar.com

দেয়া হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ○

৩৪. যেদিন কাফিরদের দোযখের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদের বলা হবে ঃ এটা কি সত্য নয় ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ সত্য, আমাদের রবের কসম! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তবে তোমরা যে কুফরী করতে সে জন্য শাস্তি আস্বাদন কর।

٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১, ৮, ৯, ১১, ১২, ৩২, ৩৪

১. যারা কুফরী করে এবং অন্যকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।

١- الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৮. আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেবেন।

٨- وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৯. ইহা এজন্য যে, তারা অস্বীকার করে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দেবেন।

٩- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ○

১১. ইহা এ জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু, আর কাফিরদের জন্য তো কোন অভিবাবক নেই।

١١- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ○

১২. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ দাখিল করবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত নহরসমূহ। আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে, আর খায় জন্তু জানোয়ারের মত; দোযখই তাদের ঠিকানা।

١٢- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

৩২. নিশ্চয় কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং

٣٢- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن

www.pathagar.com

سَبِيْلِ اللهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের কাছে সৎপথ প্রদর্শিত হওয়ার পর, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তাদের যাবতীয় কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।

٣٤- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ○

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, এরপর তারা কাফির অবস্থায় মারা যায়, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করবেন না।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৩

١٣- وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

১৩. আর যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য দোযখ।

সূরা কাফ্ ৫০ ঃ ১, ২, ২৪, ২৫, ২৬

١- قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ○

১. কাফ, কসম সম্মানিত কুরআনের, অবশ্যই আপনি একজন সতর্ককারী।

٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ

২. কিন্তু কাফিররা এতে বিস্মিতবোধ করে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, অতঃপর কাফিররা বলে ঃ এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

٢٤- اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

২৪. ফিরিশতাদ্বয়কে হুকুম করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক হঠকারী কাফিরকে।

٢٥- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ○

২৫. যে নেককাজে বাধাপ্রদানকারী, সীমা-লংঘনকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারী।

٢٦- الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য স্থির করেছিল। এতএব তোমরা উভয়ে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৬০

٦٠- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ○

৬০. অতএব দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা তাগবুন, ৬৪ ঃ ৫, ৬, ৭, ১০

৫. পৌঁছেনি কি তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত ? তারা তো আস্বাদন করবে তাদের কর্মের মন্দফল। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٥- اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز
فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬. ইহা এজন্য যে, তাদের কাছে আসতো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা বলতো ঃ মানুষই কি আমাদের হিদায়াত দান করবে ? তারপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আর আল্লাহ্‌ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط
وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

৭. কাফিররা মনে করে যে, কখন তাদের পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে না। আপনি বলুন ঃ হ্যা, অবশ্যই। কসম আমার রবের! নিশ্চয় তোমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদের অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে তা আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

٧- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط
قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১০. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কত নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٠- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৭, ৯

৭. ওহে যারা কুফরী করেছ! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না, তোমাদের তো প্রতিফল দেয়া হবে তারই যা তোমরা করতে।

٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯. হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা

٩- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط

www.pathagar.com

وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

তো জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৬

٦- وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৬. আর যারা কুফরী করে তাদের রবের সাথে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৫১

٥١- وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ
بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○

৫১. আর যখন কাফিররা কুরআন শোনে, তখন তারা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন আপনাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায়, আর তারা বলে, এতো এক বদ্ধপাগল।

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ৪

٤- اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○

৪. আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফির-দের জন্য বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০

٤٠- اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖۚ
يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ
يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৪১. আমি তো সতর্ক করেছি তোমাদের আসন্ন আযাব সম্পর্কে, সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তার কৃতকর্ম, আর কাফির বলবে ঃ হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৫, ১৬, ১৭

١٥- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ○
١٦- وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ○
١٧- فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ○

১৫. তারা তো ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

১৬. আর আমিও নানা রকম কৌশল করছি।

১৭. অতএব আপনি অবকাশ দিন কাফিরদের, অবকাশ দিন তাদেরকে কিছু কালের জন্য।

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১৯, ২০

١٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا
هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○
٢٠- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ○

১৯. আর যারা কুফরী করে আমার আয়াতের সাথে তারাই হতভাগ্য।

২০. তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত বন্দী।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ১, ৬

١- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

১. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে থেকে যারা কুফরী করেছিল, তারা

www.pathagar.com

وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ○

কিছুতেই কুফরী ত্যাগ করে সুপথে ফিরে আসার ছিল না। যে পর্যন্ত না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।

٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ○

৬. নিশ্চয় যারা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা এরা জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

١- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ○

১. আপনি বলুন ঃ হে কাফিররা!

٢- لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ○

২. আমি ইবাদত করি না তার, যার ইবাদত তোমরা কর।

٣- وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ○

৩. আর তোমরাও ইবাদতকারী নও তাঁর, যাঁর ইবাদত আমি করি।

٤- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ○

৪. আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।

٥- وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ○

৫. আর তোমরাও ইবাদতকারী নও তাঁর, যাঁর ইবাদত আমি করি।

٦- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ○

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।

www.pathagar.com

মুনাফিক

٨-وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

٩-يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا
يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

١٠-فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

١١-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○

١٢-اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا
يَشْعُرُوْنَ ○
١٣-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ
قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তাদের শয়তান নেতাদের সাথে, তখন তারা বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো তাদের সাথে কেবল ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

١٤-وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا
خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ○

১৫. আল্লাহ্ দেবেন তাদের ঠাট্টা-তামাশার পরিনাম এবং তাদের অবকাশ দেবেন বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

١٥-اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ○

১৬. ওরাই তারা যারা ক্রয় করে গুমরাহীকে-হিদায়েতের বিনিময়ে। এতএব লাভ-জনক হবে না তাদের তিজারত আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না।

١٦-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ○

১৭. তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালাল, তারপর যখন তা তার চারদিক আলোকিত করল। তখন আল্লাহ্ তাদের নূর অপসারিত করলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন আঁধারে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

١٧-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ○

১৮. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ অতএব তারা ফিরে আসবে না।

١٨-صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

১৯. অথবা তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক, তারা তাদের কানে নিজেদের আংগুল প্রবেশ করায় বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে। আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন কাফিরদের।

١٩-أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ
رَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ○

২০. বিদ্যুৎ চমক যেন কেড়ে নেয় তাদের দৃষ্টিশক্তি। যখনই তাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকায়, তখনই তারা তাতে পথ চলতে থাকে। আর যখন অন্ধকার তাদের আচ্ছন্ন করে, তখন তারা থমকে

٢٠-يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا
أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

www.pathagar.com

وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

দাঁড়ায়। আর আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তিনি অপসারিত করতেন তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮

١٦٧- وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝

১৬৭. আর যাতে তিনি প্রকাশ করে দেন কারা মুনাফিক আর তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ এসো যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে অথবা প্রতিরোধ করো, তখন তারা বলেছিল ঃ যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। সে দিন তারা ঈমানের চাইতে কুফরীর নিকটতর ছিল। তারা তাদের মুখে বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে যা তারা গোপন করে।

١٦٨- اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৬৮. তারা ঘরে বসে থেকে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা যদি আমাদের কথা মত চলত, তাহলে তারা নিহত হত না। বলুন ঃ তোমরা বাঁচাও নিজেদের মৃত্যুর হাত থেকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৭৭. নিশ্চয়ই যারা কুফরীকে ক্রয় করে ঈমানের বিনিময়ে, তারা কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্‌র, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٧٨- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৭৮. আর যারা কুফরী করেছে, তারা কখনও মনে না করে যে, আমি তাদের অবকাশ দেই তাদের কল্যাণের জন্য, বস্তুত আমি তো তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি, যাতে তারা পাপে আরো বেড়ে যায় আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪২, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৮৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬

৪২. আর যারা কুফরী করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে রাসূলের, কিয়ামতের দিন তারা একান্তভাবে চাইবে যদি তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হত! আর তারা গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্‌র থেকে কোন কথা।

٤٢-يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

৬০. আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে, অথচ তারা চায় তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে ?

٦٠-اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ
وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط

৬১. আর যখন তাদের বলা হয় ঃ তোমরা এসো সেদিকে যা আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকদের, আপনার থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে।

٦١-وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○

৬২. ওদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তাদের উপর আপতিত হবে কোন মুসীবত তাদের কৃতকর্মের জন্য ? তারপর তারা আপনার কাছে এসে শপথ করে বলবে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা চাইনি কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই।

٦٢- فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ
ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ق
بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ○

৬৩. এরা তো তারা, যাদের অন্তরে কি আছে, আল্লাহ্‌ তা জানেন। অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের সদুপদেশ দিন আর তাদের বলুন এমন কথা, যা তাদের মর্মস্পর্শ করে।

٦٣-اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ
فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا ۢ بَلِيْغًا ○

৮৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা দু'দল হয়ে গেলে মুনাফিকদের ব্যাপারে, যখন আল্লাহ্‌ তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে

٨٨- فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ
وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ط

أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○

দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের জন্য! তোমরা কি চাও সৎপথে পরিচালিত করতে তাকে যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ করেছেন ? বস্তুত কাউকে আল্লাহ্ গুমরাহ্ করলে কখনো তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।

١٣٦-... وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৩৬. ... আর যে কুফরী করে আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের সাথে, সে তো গুমরাহ্ হয় ভীষণভাবে।

١٣٧-إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا
لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, তারপর কুফরী করে আবার ঈমান আনে এবং পরে কুফরী করে, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে যায়। আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হিদায়েতের পথপ্রদর্শন করবেন না।

١٣٨-بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৩৮. মুনাফিকদের সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٣٩-الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ
عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

১৩৯. তারা তো গ্রহণ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে মু'মিনদের পরিবর্তে। তারা কি তাদের কাছে ইয্যত চায়? বস্তুত সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্রই জন্য।

١٤٠-وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ
إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ○

১৪০. আর তিনি তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাবে যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্র আয়াতের সাথে কুফরী করা হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। বসলে অবশ্যই তোমরা তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদের একত্র করবেন জাহান্নামে।

١٤١-الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ
فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের বিজয় হলে বলে ঃ আমরা

قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ
وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ
قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ○

কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? আর যদি কাফিরদের বিজয়ের পালা আসে তখন বলে ঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছিলাম না ? এবং আমরা কি তোমাদের মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি ? আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।

١٤٢- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا
اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ
يُرَآءُوْنَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা ধোঁকাবাজী করে আল্লাহ্‌র সাথে, বস্তুত তিনিই তাদের ধোঁকার শাস্তি দেন। আর যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়. তখন তারা দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক দেখাবার জন্য আর তারা স্মরণ করে আল্লাহকে খুবই কম।

١٤٣- مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ
لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

১৪৩. তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহীতে রেখে দেন, তুমি কখনো তার জন্য পাবে না কোন পথ।

١٤٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ○

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না কাফিরদের মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্য স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবে ?

١٤٥- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে দোযখের নিম্নতম স্তরে, আর তুমি কখনো পাবে না তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

١٤٦- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ
وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ

১৪৬. তবে যারা তাওবা করবে, নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং তাদের দীনকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খালিস করবে। তারা হবে মু'মিনদের সাথী। আর

www.pathagar.com

اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের দেবেন মহাপুরস্কার।

সূরা তাওবা, ৯ঃ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৮০, ৮৪

٦٤- يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۖ
قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ
اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, পাছে এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যা তাদের অন্তরে যা আছে তা ব্যক্ত করে দেয়।

বলুন ঃ তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন, তোমরা যা ভয় কর তা।

٦٧- اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ
مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ
اَيْدِيَهُمْ ۖ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۖ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, তারা নির্দেশ দেয় মন্দকাজের এবং নিবৃত্ত করে ভাল কাজ থেকে এবং তারা ব্যয়ের ব্যাপারে নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা ভুলে গেছে আল্লাহ্কে, ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরা তো ফাসিক।

٦٨- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۖ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ
اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৬৮. আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

٧٣- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۖ
وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭৩. হে নবী ! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন তাদের প্রতি। তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

٨٠- اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ
اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ
يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন উভয়ই সমান। আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ কখন তাদের ক্ষমা করবেন না।

www.pathagar.com

بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

কেননা, তারা কুফরী করেছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. আর আপনি কখনো জানাযার নামায পড়বেন না, তাদের কারো মৃত্যু হলে এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কেননা তারা তো কুফরী করেছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তারা মারা গেছে ফাসিক অবস্থায়।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৭৩

٧٣- لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের এবং আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩, ১৪, ১৫

١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

১৩. সেদিন বলবে, মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা তাদের যারা ঈমান এনেছিল ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর যাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি তোমাদের নূর থেকে কিছু। বলা হবে ঃ তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পেছনে, আর তালাশ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটি প্রাচীর, যাতে থাকবে একটি দরজা। যার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং তার বাইরের দিকে থাকবে আযাব।

١٤- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

১৪. মুনাফিকরা মু'মিনদের ডেকে বলবে ঃ আমরা কি ছিলাম না তোমাদের সাথে? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ ছিলে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই বিপদে ফেলেছে তোমাদের, আর তোমার আমাদের অমঙ্গলের

www.pathagar.com

وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ
حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ
وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে, আর তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল অলীক আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্‌র ফয়সালা আসা পর্যন্ত। আর প্রতারিত করেছিল তোমাদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মহাপ্রতারক শয়তান।

١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط
مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ط
هِيَ مَوْلٰىكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৫. তাই আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ, আর না তাদের থেকে যারা কুফরী করেছিল। তোমাদের ঠিকানা তো দোযখ, সেটাই তোমাদের সাথী। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪

١١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ
لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا لا
وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১১. আপনি কি দেখেননি মুনাফিকদের ? আর আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের সঙ্গিদের বলে, "তোমাদের যদি বের করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব। এবং আমরা কখনও তোমাদের ব্যাপারে কারও কথা মানব না। আর যদি তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٢- لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ج
وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ج
وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ قف
ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১২. যদি তাদের বের করে দেওয়া হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে বের হবে না, আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তবে তারা তাদের সাহায্য করবে না। আর যদি তারা তাদের সাহায্য করতে আসেও, তবু তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অবশেষে তারা কোন সাহায্য পাবে না।

١٣- لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ط

১৩. প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে তোমাদের ভয়ই অধিকতর আল্লাহ্‌র চাইতে, আর

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

তা এই জন্য যে, তারা এমন লোক যারা বুঝে না।

١٤- لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا
اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ط
بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط
تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

১৪. তারা যুদ্ধ করতে পারে না, তোমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে, কিন্তু তবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, প্রকৃতপক্ষে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রচন্ড। তুমি তাদের মনে কর ঐক্যবদ্ধ, আসলে তাদের অন্তর বিভক্ত। তা এজন্য সে তারা এমন লোক, যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগায় না।

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

١- اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ
قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ م
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ○

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি তো অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

٢- اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২. তারা তাদের কসমকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। আর নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। অবশ্য কত মন্দ যা তারা করছে।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا
فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৩. ইহা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, ফলে মোহর করে দেওয়া হয়েছে তাদের হৃদয়, অতএব তারা বুঝে না।

٤- وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط
وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط
كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ط
يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط

৪. আর যখন আপনি তাদের দিকে তাকান, তখন আপনাকে মুগ্ধ করবে তাদের চেহারা। আর যদি তারা কথা বলে, আপনি, শুনবেন তাদের কথা। তারা তো দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের মত। তারা যে কোন শোরগোলকে

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হন, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে।

٥- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○

৫. আর যখন তাদের বলা হয় এসো আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখতে পান, তারা ফিরে যায় গর্বভরে।

٦- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা না করেন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না ফাসিক লোকদের।

٧- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○

৭. তারাই ওরা যারা বলে ঃ তোমরা ব্যয় করো না আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য, যে পর্যন্ত না তারা সরে পড়ে। আর আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আল্লাহ্রই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

٨- يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৮. তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে প্রবল দুর্বলকে। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের, তবে মুনাফিকরা তা জানে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আহ্‌কাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১, ২, ৩, ৪৩, ৪৫, ৮৩, ১১০, ১১৫,১২৫, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৭৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৭

১. আলিফ-লাম-মীম।

١- الٓمّٓ ○

২. আল-কুরআন সেই কিতাব, যাতে নেই কোন সন্দেহ, যাতে রয়েছে হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য ;

৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৩. তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকূ' কর রুকু'কারীদের সাথে।

٤٣- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৫. তোমরা সাহায্য প্রর্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে, নিশ্চয় ইহা তো অত্যন্ত কঠিন বিনীতদের ছাড়া সবার কাছে।

٤٥- وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا
لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ○

৮৩. আর স্মরণ কর, আমি অংগীকার নিয়েছিলাম বনূ ইসরাঈল থেকে যে, তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। সদয় ব্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম, মিস্‌কীনের প্রতি এবং সদালাপ করবে মানুষের সাথে, আর কায়েম করবে

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

www.pathagar.com

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ
وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

١١٠- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق
فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○
١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَاَمْنًا ط
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط
وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○
١٤٢- سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ
مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا
عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○
١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا
لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا

www.pathagar.com

اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ
وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى
اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে আমি প্রকাশ করে দেই, কে অনুসরণ করে রাসূলের, আর কে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়? ইহা ছিল অত্যন্ত কঠিন, যাদের আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেছেন, তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে। আর আল্লাহ্ তো এমন নন, যিনি বিনষ্ট করে দেবেন তোমাদের ঈমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا
اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে। অতএব আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এমন কিব্লার দিকে, যা আপনি পসন্দ করেন। তাই আপনি ফিরান আপনার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ফিরাবে তোমাদের চেহারা সেদিকে। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তো নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৪৫. আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, যদি আপনি উপস্থিত করেন তাদের কাছে সমস্ত দলীল-প্রমাণ তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্লার, আর আপনিও নন অনুসারী তাদের কিব্লার এবং তারাও অনুসারী নয় পরস্পরের কিব্লার। কিন্তু যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয় আপনি তখন হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

١٤٨- وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا

১৪৮. আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব

www.pathagar.com

তোমরা অগ্রগামী হও কল্যাণকর কাজে। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৪৯. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, ফিরাবে তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর এটাই নিশ্চিত সত্য তোমার রবের তরফ থেকে। আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

১৫০. আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, ফিরাবে তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, ফিরাবে তোমাদের চেহারা সেদিকে, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোন বিতর্কের কিছু না থাকে, তবে তাদের ছাড়া যারা যালিম। অতএব তোমরা তাদের ভয় করো না, ভয় কর আমাকে; যাতে আমি পরিপূর্ণ করি আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য এবং যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ
وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন সবরকারীদের সাথে।

١٥٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে; তবে, পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশ্‌তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থদান করলে আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য; আর সালাত কায়েম

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ

www.pathagar.com

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা করে তা পূর্ণ করলে। আর সবর করলে অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও যুদ্ধকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

٢٣٨-حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ
وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ
وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

২৩৮. তোমরা যত্নবান হবে সালাতের প্রতি, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের এবং তোমরা দাঁড়াবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে;

٢٣٩-فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ
فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩৯. যদি তোমরা ভয় কর, তবে সালাত আদায় করবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

٢٧٧-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৪২, ১৬২

٤٣-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ
سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সালাতের কাছেও যাবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার, যা তোমরা বল আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থায়ও নয়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও, কিম্বা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে

www.pathagar.com

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

١٠١- وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا
مِنَ الصَّلٰوةِ ۖۗ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ
اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

١٠٢- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ
الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَاِذَا سَجَدُوْا
فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ
اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ
وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ
عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ
اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

١٠٣- فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا

তোমরা নিরাপদবোধ করবে, তখন যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে। যথাসময় সালাত কায়েম করা তো মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য।

وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা ধোঁকাবাজি করে আল্লাহ্‌র সাথে। আর তিনি তাদের ধোঁকার প্রতিফল দেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, লোক দেখানোর জন্য। বস্তুত তারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে খুব কমই।

١٤٢- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ
وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا
اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৬২. কিন্তু তাদের মাঝে যারা জ্ঞানে পরিপক্ব তারা এবং মু'মিনরা ঈমান আনে যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার আগে তাতে; আর যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাদেরই আমি দেব মহা-পুরস্কার।

١٦٢- لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ
وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ
اَجْرًا عَظِيْمًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৬, ৫৫, ৯১

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধুইবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই সহ এবং মাসেহ্ করবে তোমাদের মাথা এবং ধুইবে তোমাদের পা টাখ্‌নুসহ। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে তোমরা মাসেহ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

www.pathagar.com

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

٥٥- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

٩١- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ
اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

٧١- قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ
هُوَ الْهُدٰى ط
وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

٧٢- وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

٩٢- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

١٦٢- قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৩. নেই কোন শরীক তাঁর, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।

١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭০

১৭০. আর যারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে কিতাবকে এবং কায়েম করে সালাত, আমি তো বিনষ্ট করি না শ্রমফল নেক্‌কারদের।

١٧٠- وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩, ৪, ৩৫

৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে,

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৪. তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

٤- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

৩৫. বায়তুল্লাহ্‌র কাছে তাদের সালাত শিস্ ও করতালি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব, যে কুফরী তোমরা করতে, তার জন্য।

٣٥- وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১, ১৮, ৫৪, ৭১, ৮৪, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১২

১১. আর তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তো তারা তোমাদের দীনী ভাই। আমি বিশদভাবে বিবৃত করি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

١١- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ্ তো করবে তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে। অতএব আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

١٨- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৪. আর মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ ও তাঁর

٥٤- وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ

www.pathagar.com

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى
وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

٧١- وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط
اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

١٠٧- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ
قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ط
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

١٠٨- لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط
لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ
يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط
فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরীদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, তখন হত্যা করে ও নিহত হয়। এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। কে শ্রেষ্ঠতর আল্লাহ্‌র চাইতে প্রতিজ্ঞা পালনে? অতএব তোমরা আনন্দিত হও সে সওদার জন্য, যে সওদা তোমরা করেছ। আর ইহাই মহাসাফল্য।

١١١- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১১২. তারা হলো তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু'কারী, সিজ্‌দাকারী, ভালকাজে আদেশকারী, মন্দকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী, আপনি সুসংবাদ দিন এসব মু'মিনদের।

١٢- وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৭

৮৭. আর আমি ওহী করেছিলাম মূসা ও তাঁর ভাই-এর কাছে যে, তোমরা ঘর বানাও তোমাদের কাওমের জন্যে মিসরে এবং কর তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদতের স্থান এবং সালাত কায়েম কর, আর সুসংবাদ দাও মু'মিনদের।

٨٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৮৭, ১১৪

৮৭. তারা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা যেন বর্জন করি আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করতো তার, অথবা যা আমাদের ধন-সম্পদে করতে চাই তাও? তুমি তো একজন সহনশীল, ভাল মানুষ।

٨٧- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

১১৪. আর আপনি কায়েম করুন সালাত দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের

١١٤- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ

وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط
إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط
ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○

প্রথমাংশে। নিশ্চয় নেককাজ মিটিয়ে দেয় বদকাজকে। এ হলো উপদেশ যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২২, ২৩, ২৪

٢٢- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, সালাত কায়েম করে, ব্যয় করে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে, যা আমি তাদের দিয়েছি এবং বিদূরিত করে ভাল দিয়ে মন্দকে; এদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম—

٢٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৩. জান্নাতে আদ্‌ন। সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক্‌কার তারাও আর ফিরিশ্‌তারা দাখিল হবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

٢٤- سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ○

২৪. তারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য, কত শুভ পরিণতি!

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩১, ৩৭, ৪০

٣١- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

৩১. আপনি বলুন, আমার সে সব বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে ঃ তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না কোন বন্ধুত্ব।

٣٧- رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

৩৭. হে আমার রব! আমি তো বসবাস করিয়েছি আমার বংশধরদের কতককে অনুর্বর উপত্যকায়, আপনার পবিত্র ঘরের কাছে। হে আমাদের রব! ইহা এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি করে দিন কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী এবং

تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○

তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন ফল-ফলাদি দিয়ে, যাতে তারা শোক্‌র করে।

٤٠- رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○

৪০. হে আমার রব! আমাকে করুন সালাত কায়েমকারী এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব আর কবুল করুন আমার দু'আ।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৯৮, ৯৯

٩٨- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّٰجِدِينَ ○

৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস তাসবীহ্‌ পাঠ করুন আপনার রবের এবং হয়ে যান সিজ্‌দাকারীদের শামিল।

٩٩- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○

৯৯. আর ইবাদত করতে থাকুন আপনার রবের, আপনার কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৮, ৭৯, ১১০

٧٨- أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ○

৭৮. আপনি সালাত কায়েম করবেন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন আঁধার পর্যন্ত এবং ফজরের সালাতও। নিশ্চয় ফজরের সালাত ফিরিশ্‌তাদের উপস্থিতির সময়।

٧٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ○

৭৯. এবং কায়েম করবেন রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ, এ হলো অতিরিক্ত আপনার জন্য। আশা করা যায়, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনার রব 'মাকামে মাহমূদে'।

١١٠- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ○

১১০. আপনি বলুন ঃ তোমরা ডাকো আল্লাহ্‌ নামে, অথবা ডাকো রাহমান নামে, যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। আর আপনি অতি উঁচু করবেন না কণ্ঠস্বর সালাতে এবং খুব নিচুও করবেন না বরং অবলম্বন করবেন এ দু'য়ের মধ্যপথ।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩১, ৫৫

٣١- وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

৩১. ঈসা বললো ঃ আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি

www.pathagar.com

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○

থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি জীবিত থাকি।

٤٥- يٰاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

৫৫. আর ইসমাঈল নির্দেশ দিত তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষ-ভাজন।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১৪, ১৩২

١٤- اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ○

১৪. আমিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ আমি ছাড়া। অতএব আমার ইবাদত কর এবং কায়েম কর সালাত আমার স্মরণ।

١٣٢- وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○

১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের এবং এতে অবিচলিত থাকুন। আমি চাই না আপনার কাছে কোন রিযিক, আমিই রিযিক দেব আপনাকে। আর শুভ-পরিণাম তো তাক্ওয়ারই জন্য।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৩

٧٣- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

৭৩. আর আমি সে সব নবীদের করেছিলাম নেতা, তারা হিদায়েত করত আমার নির্দেশে, আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে নেককাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে, আর তারা আমারই ইবাদত করত।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৭৭, ৭৮

٢٦- وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ

২৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি নির্ধারণ করেছিলাম ইব্রাহীমের জন্য সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম ঃ শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছুর এবং পবিত্র রাখ আমার ঘরকে, যারা তাওয়াফ করে, সালাতে দাঁড়ায়

এবং রুকু‘ ও সিজ্‌দা করে তাদের জন্য।

وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

৩৪. ....আর আপনি সুসংবাদ দিন বিনীতদের—

٣٤- ...... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ○

৩৫. যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে, যারা সব্‌র করে তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে এবং সালাত কায়েম করে, আর যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

٣٥- الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৪১. আমি যদি তাদের প্রতিষ্ঠা দান করি পৃথিবীতে, তবে তারা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে সব কিছুর পরিণাম।

٤١- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৭৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু‘ কর, সিজ্‌দা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের রবের, আর কর কল্যাণকর কাজ, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

٧٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا
وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা। এ হলো তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম-এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও; যাতে রাসূল হন সাক্ষী তোমাদের জন্য এবং তোমরা হও সাক্ষী মানব জাতির জন্য, অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌কে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

٧٨- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ
هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ
هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ
وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ښ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

www.pathagar.com

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১, ২, ৯, ১০, ১২

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনরা,

١- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○

২. যারা নিজেদের সালাতের বিনয়-নম্র,

٢- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○

৯. আর যারা নিজেদের সালাতে হিফাযত করে,

٩- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

১০. তারাই অধিকারী—

١٠- أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ○

১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

١١- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৬, ৩৭, ৫৬, ৫৮,

৩৬. সে সব ঘরে, যা সমুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম যিকির করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তাস্বীহ পাঠ করে সকাল-সন্ধ্যায়—

٣٦- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ○

৩৭. সে সব লোক, যাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে অনেক অন্তর ও অনেক দৃষ্টি।

٣٧- رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ○

৫৬. আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

٥٦- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়—ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে, যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পরে। এ তিনটি হলো তোমাদের জন্য

٥٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

www.pathagar.com

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ
طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

গোপনীয়তার সময়। তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই এ তিন সময় ছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ্ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন তোমাদের কাছে নিদর্শনসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৭, ২১৮, ২১৯

٢١٧- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○
٢١٨- الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○
٢١٩- وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ○

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর,

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান,

২১৯. আর তিনি দেখেন আপনার উঠা-বসা সিজ্‌দাকারীদের সাথে।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১, ২, ৩

١- طٰسٓ قف
تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ○
٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○
٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

১. তোয়া-সীন্, এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের,

২. হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য-

৩. যারা কায়েম করে সালাত এবং দেয় যাকাত, আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত ঈমান রাখে।

সূরা কাসাস, ২৯ ঃ ৪৫

٤٥- اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান, যা কিছু ওহী করা হয় আপনার প্রতি কুরআন থেকে এবং কায়েম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌র যিকির তো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা কর।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩১

٣١- مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৩১. নিষ্ঠার সাথে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর এবং সালাত কায়েম কর, আর হয়ো না মুশরিকদের শামিল।

www.pathagar.com

সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৪, ৫, ১৭

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাসী,

٤- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর তাদের রবের তরফ থেকে, আর তারাই সফলকাম।

٥- أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৭. হে বৎস! তুমি সালাত কায়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং সবর কর বিপদ আপদে। নিশ্চয় এ গুলো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

١٧- يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৩৩

৩৩. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অবস্থান করবে তোমাদের ঘরে এবং নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের মত। আর তোমরা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত এবং আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো চান বিদূরিত করতে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা এবং তিনি চান তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

٣٣- وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮, ২৯, ৩০

১৮. আর বহন করবে না কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা, যদি কোন বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি কাউকে সে বোঝা বহন করতে ডাকে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না যদিও সে হয় নিকট আত্মীয়। আপনি তো কেবল সতর্ক করতে পারেন তাদের, যারা ভয় করে তাদের রবকে না দেখে এবং কায়েম করে সালাত। আর যে কেউ পরিশুদ্ধ করে নিজেকে, সে তো

١٨- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً
لَّنْ تَبُوْرَ ○

২৯. নিশ্চয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসার যার ক্ষয় নেই,

٣٠- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ
اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৩০. কেননা, আল্লাহ্ পূর্ণ প্রতিফল দেবেন তাদের কাজের এবং তিনি আরো অধিক দেবেন স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩৮

٣٨- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ ۪
وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩৮. আর যারা সাড়া দেয় তাদের রবের ডাকে, কায়েম করে সালাত, পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম-সম্পাদন করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা-ই তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৩৯, ৪০

٣٩- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৩৯. আর আপনি সব্‌র করুন, তারা যা বলে তাতে এবং সপ্রশংস তাস্‌বীহ পাঠ করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৪০. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাস্‌বীহ পাঠ করুন এবং সালাতের পরেও।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১৩

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ
فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপেচুপে তোমাদের কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে, যখন তোমরা পারলে না সাদাকা দিতে, আর আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিলেন তোমাদের; তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং

www.pathagar.com

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর তা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৯, ১০

٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ
لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন আহ্বান করা হয় সালাতের জন্য জুমু'আর দিনে, তখন তোমরা ধাবিত হও আল্লাহ্র যিকিরের জন্য এবং পরিত্যাগ কর বেচাকেনা, এটাই উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জানতে।

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا
فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১০. তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং তালাশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) আর স্মরণ করবে আল্লাহ্কে বেশিবেশি। আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৯,২০,২১,২২,২৩

١٩- اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ○

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় দুর্বল-চিত্তরূপে,

٢٠- اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ○

২০. যখন তাকে স্পর্শ করে দুঃখ-কষ্ট, তখন সে হয় হা হুতাশকারী।

٢١- وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ○

২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কল্যাণ, তখন সে হয় অতিশয় কৃপণ,

٢٢- اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ○

২২. তবে সালাত আদায়কারীরা ছাড়া,

٢٣- الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ○

২৩. যারা নিজেদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।

٣٤- وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ○

৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের হিফাযত করে,

٣٥- اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ○

৩৫. তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৯

١٩- وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ
يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ○

১৯. আর জিন্রা বললো ঃ যখন আল্লাহ্র বান্দা দাঁড়ালো আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য তখন তারা তার কাছে ভিড় করার উপক্রম করল।

www.pathagar.com

١- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝

٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

٣- نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝

٤- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

٢٠- اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى
مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ
وَثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط
وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ط
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى لا
وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لا
وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز صلے
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ
هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ط

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ২৫, ২৬

২৫. আর আপনি যিকির করুন আপনার রবের নাম সকাল-সন্ধ্যায়,

২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজ্দায় অবনত হন এবং তাঁর তাস্বীহ্ পাঠ করুন রাতের দীর্ঘ সময় ধরে।

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৪, ১৫

১৪. নিশ্চয় সফলতা লাভ করে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়;

১৫. এবং যিকির করে তার রবের নাম এবং কায়েম করে সালাত।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ৫

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এটাই সঠিক দীন।

সূরা মাঊন, ১০৭ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭

৪. আর দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়-কারীদের জন্য,

৫. যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে;

৭. এবং বিরত থাকে নিত্য-প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে।

সূরা কাউসার, ১০৮ ঃ ১, ২, ৩

১. আমি তো দান করেছি আপনাকে কাওসার,

২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।

৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষপোষণা-কারীই লেজকাটা নির্বংশ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাওম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭

১৮৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর ফরয করা হলো সিয়াম, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার,

١٨٣-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৮৪. এ সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে অন্য সময়। আর এ সিয়াম যাদের জন্য অতিশয় কষ্টকর, তাদের এর পরিবর্তে ফিদ্য়া দিতে হবে- একজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে হবে। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক কাজ করে, তা হলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

١٨٤-اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ
وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ
وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৮৫. রামাযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে কুরআন মানুষের জন্য হিদায়েত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে, এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে। আল্লাহ্ চান তোমাদের জন্য যা

١٨٥-شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ

www.pathagar.com

بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

সহজ তা, আর তিনি চান না তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এবং যেন তোমরা শুক্‌র করতে পার।

١٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ
عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط
اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ
وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৬. আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, আমি তো কাছেই। আমি সাড়া দেই আহ্বানকারীর ডাকে, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তারাও যেন সাড়া দেয় আমার ডাকে এবং ঈমান আনে আমার প্রতি। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।

١٨٧- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى
نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ج
فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج
وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ لا
فِي الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৭. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সিয়ামের রাতে স্ত্রী-সম্ভোগ করা। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরাও তাদের পোষাক। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তো অবিচার করছিলে নিজে-দের প্রতি। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন। অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সংগে মিলিত হতে পার এবং কামনা কর তা, যা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তোমাদের জন্য আর তোমরা খাও ও পান কর, যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে যায় তোমাদের কাছে ভোরের সাদারেখা রাতের কালরেখা থেকে। তারপর তোমরা পূর্ণ কর সিয়াম রাত পর্যন্ত। আর তোমরা মিলিত হবে না তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মসজিদে ই'তিকাফ রত অবস্থায়। এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব তোমরা এর কাছেও যাবে না। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১, ২, ৩, ৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭

১. আলিফ-লাম-মীম,

١- الٓمٓ ۝

২. আল কুরআন সেই কিতাব, যাতে নেই কোন সন্দেহ, যাতে রয়েছে হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য,

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৩. যারা ঈমান রাখে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৪৩. তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকূ' কর রুকূ'কারীদের সাথে।

٤٣- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৮৩. আর স্মরণ কর, আমি অংগীকার নিয়েছিলাম বনূ ইসরাঈল থেকে যে, তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। সদয় ব্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম মিস্কীনের প্রতি এবং সদালাপ করবে মানুষের সাথে, আর কায়েম করবে সালাত ও দেবে যাকাত। কিন্তু তোমাদের মাঝে অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে এবং বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলে।

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

১১০. তোমরা কায়েম কর সালাত এবং দাও যাকাত, আর যা কিছু তোমরা অগ্রিম পাঠাবে তোমাদের জন্য উত্তম কাজের

١١٠- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

www.pathagar.com

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ
إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

থেকে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যা তোমরা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

٢٧٧- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে, তাদের পুরস্কার, তাদের রবের কাছে, আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১

١١- فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ
وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১১. আর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তো তারা তোমাদের দীনি-ভাই। আর আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

١٨- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى
أُولٰٓئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করবে, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত ও দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে। অতএব আশা করা যায় যে, তারাই হবে হিদায়েতপ্রাপ্তদের শামিল।

٦٠- إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬০. যাকাত তো কেবল ফকীর ও মিস্‌কীন-দের জন্য, এ সম্পর্কে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের চিত্ত-আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ও সফরে থাকাকালীন অবস্থায় অভাবগ্রস্তদের জন্য, এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩১, ৫৫

٣١- وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۪

৩১. ঈসা বললো ঃ আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি

وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ○

থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি জীবিত থাকি।

٥٥- وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۠ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○

৫৫. আর ইসমাঈল নির্দেশ দিত তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষভাজন।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪১

٤١- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৪১. আমি যদি তাদের প্রতিষ্ঠা দান করি পৃথিবীতে, তবে তারা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত, নির্দেশ দেবে ভালকাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ-কাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে সব কিছুর পরিণাম।

٧٨- ..... فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৭৮. ..... অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌কে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১, ৪

١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১. অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মু'মিনরা,........

٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○

৪. যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১, ২, ৩

١- طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ○

১. তোয়া-সীন্‌, এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের,

٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

২. হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য-

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৩. যারা কায়েম করে সালাত এবং দেয় যাকাত আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত ঈমান রাখে।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৯

٣٩- وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

৩৯. আর তোমরা যা দিয়ে থাক সুদ হিসেবে এ জন্য যে, তা বৃদ্ধি পাবে মানুষের সম্পদে, বস্তুত তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে। আর তোমরা যে

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ
وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, এরূপ লোকদেরই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৪, ৫

٤- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাসী,

٥- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৫. তারাই রয়েছে হিদায়েতের উপর তাদের রবের তরফ থেকে, আর তারাই সফলকাম।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৩৩

٣٣- وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○

৩৩. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অবস্থান করবে তোমাদের ঘরে এবং নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের মত। আর তোমরা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত এবং আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের। হে নবী পরিবার! আল্লাহ্‌ তো চান বিদূরিত করতে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা এবং তিনি চান তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

সূরা হা-মীম আস্‌ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৬, ৭

٦- ...... وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○

৬. ...... আর দুর্ভোগ মুশ্‌রিকদের জন্য

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১৩

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ط
فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপেচুপে তোমাদের কথা বলার পূর্বে সাদাকা দিতে, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দিলেন তোমাদের, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর তা।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাজ্জ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৫৮, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ আল্লাহ্‌র ঘরের হাজ্জ করবে, অথবা উমরা করবে, তার কোন গুনাহ্ নেই, এ দু'য়ের মাঝে সায়ী করলে। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেককাজ করলে, আল্লাহ্ তো পুরস্কার দাতা সর্বজ্ঞ।

١٥٨- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

১৮৯. তারা আপনার কাছে জানতে চায় নতুন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ তা হলো সময় নির্দেশক মানুষ ও হজ্জের জন্য। আর পুণ্য নেই তোমাদের ঘরে প্রবেশ করাতে তার পেছনের দিক দিয়ে। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া করলে। তোমরা প্রবেশ করবে ঘরে তার দরজা দিয়ে, ভয় করবে আল্লাহ্‌কে, আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে।

١٨٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ
وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৯৬. আর তোমরা পূর্ণ কর হাজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। আর তোমরা তোমাদের মাথা কামাবে না, যে পর্যন্ত না কুরবানীর পশু পৌঁছে তার স্থানে। তোমাদের মাঝে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়, অথবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে সে এর

١٩٦- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ
فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ

www.pathagar.com

أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنْتُمْ ۗ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
أَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

ফিদ্‌য়া আদায় করবে সিয়াম বা সাদাকা অথবা কুরবানী দিয়ে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যদি কেউ উপকৃত হতে চায় হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে, তবে সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে সিয়াম পালন করতে হবে হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন—এই পূর্ণ দশ দিন। এ নিয়ম তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

١٩٧- اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومٰتٌ ۚ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ
وَاتَّقُونِ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ○

১৯৭. হজ্জের জন্য রয়েছে সুবিদিত মাসসমূহ। অতএব কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে নিলে, তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ করা, পাপাচার করা এবং ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা যা কিছু কর কল্যাণকর কাজ থেকে, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে, কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাক্‌ওয়া। আর ভয় কর আমাকে, হে বোধসম্পন্ন লোকেরা।

١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ
فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۚ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ○

১৯৮. তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধানে। আর যখন তোমরা ফিরবে আরাফাত থেকে, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে মাশ-'আরুল হারামের* কাছে। আর স্মরণ করবে তাঁকে, যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে। যদিও তোমরা ছিলে এর আগে গুমরাহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত।

١٩٩- ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

১৯৯. তারপর তোমরা ফিরবে সেখান থেকে, যেখান থেকে অন্যান্য লোকেরা ফিরে

* আরাফাত ও মীনার মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়।

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ ۚ
إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٠٠- فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

২০০. আর যখন তোমরা শেষ করবে হজ্জের কাজ-কর্ম, তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে, যেভাবে তোমরা স্মরণ কর তোমাদের বাপ-দাদাদের, বরং তার চাইতেও অধিক স্মরণ। আর মানুষের মাঝে যে বলে, হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়ায়, নেই তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ।

٢٠١- وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

২০১. আর মানুষের মাঝে যারা বলে, হে আমাদের রব! দিন আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং বাঁচান আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে।

٢٠٢- أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبُوا ۚ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

২০২. তাদের জন্য রয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ। আর আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

٢٠٣- وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ
فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ
وَاتَّقُوا اللهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২০৩. আর তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে, তবে তার কোন গুনাহ্‌ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তারও কোন গুনাহ্‌ নেই। ইহা তার জন্য, যে তাক্‌ওয়া করে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, অবশ্যই তোমাদের তাঁর কাছে একত্র করা হবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬, ৯৭

٩٦- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ○

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্য, তা তো মক্কায়, তা বরকতময় ও হিদায়েত বিশ্ববাসীর জন্য,

٩٧- فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

৯৭. সেখানে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন-মাকামে ইব্‌রাহীম, যে কেউ

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য ঐ ঘরের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, যে সামর্থ রাখে সেখানে যাতায়াতের। আর কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১, ২, ৯৫, ৯৬, ৯৭

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ
اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ করবে অঙ্গীকার। হালাল করা হলো তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে, তবে হালাল মনে করবে না শিকার করাকে ইহ্‌রাম অবস্থায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন, যা তিনি চান।

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا
شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ
وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ
وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর গলায় মালা পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র কা'বা গৃহের অভিমুখে যাত্রীদের। আর যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পার। তোমাদের যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, এ কারণে যে, তারা তোমাদের বাধা দিয়েছিল মসজিদে হারামে প্রবেশে। তোমরা পরস্পর সহায়তা করবে নেক্‌কাজ ও তাক্‌ওয়ার ব্যাপারে আর একে অন্যের সাহায্য করবে না পাপকাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

٩٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকার জন্তু ইহ্‌রামে থাকাবস্থায়। আর যে কেউ হত্যা করলে

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

তা তোমাদের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে, তার বিনিময় হবে অনুরূপ সে জন্তুর যা সে হত্যা করেছে, এ সম্পর্কে ফয়সালা দেবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি, যা কা'বাতে পৌঁছে দেবে কুরবানীরূপে অথবা তার কাফ্ফারা হবে মিস্কীনকে খাবার দান, অথবা সমসংখ্যক রোযা, যাতে সে তার কৃতকর্মের মন্দ পরিণামের স্বাদগ্রহণ করে। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন যা গত হয়েছে। আর কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ প্রতিশোধ নেবেন তার থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

٩٦- اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৯৬. হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপভোগের জন্য আর হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য স্থলের শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

٩٧- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْیَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ
ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ○

৯৭. আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানুষের স্থিতিকরণরূপে এবং পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকেও। তা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে। আর আল্লাহ্ তো সর্ব-বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩, ৪, ৫, ১৯, ২৮

٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَی
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ

৩. এ সব ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে মানুষের প্রতি মহান হজ্জের দিনে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ দায়মুক্ত

www.pathagar.com

بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

মুশ্‌রিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূলও। তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তা হবে কল্যাণকর তোমাদের জন্য, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, তোমরা তো হীনবল করতে পারবে না আল্লাহ্‌কে। আর আপনি সুসংবাদ দিন কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

٤- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে থেকে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং সাহায্য করেনি তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে, তাদের সাথে পূর্ণ করবে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত কৃত চুক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের!

٥- فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ
وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫. তারপর যখন অতিবাহিত হবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ, তখন তোমরা হত্যা করবে মুশ্‌রিকদের, যেখানেই তাদের তোমরা পাবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং ওঁৎপেতে থাকবে তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা ও মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে? না, তারা সমান নয় আল্লাহ্‌র কাছে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

www.pathagar.com

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশ্‌রিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে এ বছরের পর। আর যদি তোমরা ভয় কর দারিদ্রের, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত করবেন তোমাদের নিজ অনুগ্রহে যদি তিনি চান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা কাসাস, ২২ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

٢٦- وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا
وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি নির্ধারণ করেছিলাম ইব্‌রাহীমের জন্য সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম ঃ শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছুর এবং পবিত্র রাখ আমার ঘরকে তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, সালাতে দাঁড়ায় এবং রুকু' ও সিজ্‌দা করে।

٢٧- وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ
يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○

২৭. আর তুমি ঘোষণা করে দাও মানুষের কাছে হজ্জের, তারা আসবে তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে, যা আসবে প্রত্যেক দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।

٢٨- لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ
عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ○

২৮. যাতে তারা উপস্থিত হতে পারে তাদের কল্যাণের জন্য এবং উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহ্‌র নাম নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, তিনি তাদের যে সব চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন তার উপর। আর তোমরা খাও তা থেকে এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে।

٢٩- ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

২৯. তারপর তারা যেন বিদূরিত করে তাদের অপরিচ্ছন্নতা এবং পূর্ণ করে তাদের মানত, আর তাওয়াফ করে কা'বা ঘরের।

٣٠- ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ

৩০. ইহাই বিধান, আর যে কেউ সম্মান করবে আল্লাহ্‌র সম্মানিত নির্দেশাবলীর

তার জন্য রয়েছে কল্যাণ তার রবের কাছে। আর হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, তা ছাড়া যা তোমাদের জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা থেকে।

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ
وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ○

৩২. এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান; আর কেউ সম্মান করলে আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে, তা তো হয় তার অন্তরের তাক্‌ওয়ার কারণে।

٣٢- ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ
شَعَآئِرَ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○

৩৩. তোমাদের জন্য রয়েছে সে সব চতুষ্পদ জন্তুতে নানাবিধ উপকার এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তারপর এদের কুরবানীর স্থান কা'বা ঘরের কাছে।

٣٣- لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

৩৪. আর আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে তারা উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহ্‌র নাম, সে সব চতুষ্পদ জন্তুর উপর, যা তিনি তাঁদের দান করেছেন। তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্, অতএব তাঁরই কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। আর আপনি সুসংবাদ দিন বিনীতদের-

٣٤- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ
فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ○

৩৫. যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে, যারা সবর করে তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে এবং সালাত কায়েম করে, আর যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

٣٥- الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩৬. আর আমি উটকে করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে কল্যাণ। তোমরা উচ্চারণ করবে আল্লাহ্‌র নাম এদের উপর সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়। তারপর যখন এরা কাত হয়ে পড়ে যাবে, তখন তোমরা তা থেকে

٣٦- وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ
مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖۗ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ
فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا

www.pathagar.com

وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

আহার করবে এবং আহার করাবে ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে এবং যাচ্‌নাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবেই আমি বশীভূত করে দিয়েছি এসব তোমাদের, যাতে তোমরা শোকর কর।

٣٧- لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا
وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ
التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ
وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৭. কখনো পৌঁছায় না আল্লাহ্‌র কাছে এ সবের গোশ্‌ত, আর না এ সবের রক্ত, বরং তাঁর কাছে তো পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া। এভাবেই তিনি এ সব বশীভূত করে দিয়েছেন তোমাদের, যাতে তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর আল্লাহ্‌, এ জন্য যে তিনি তোমাদের হিদায়েত দান করেছেন। অতএব আপনি সুসংবাদ দিন নেক্‌কারদের।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

١٠٢- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ
اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ
اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ
قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز
سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১০২. তারপর যখন ইসমাঈল তার পিতা ইব্‌রাহীমের সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্‌রাহীম বললো ঃ হে বৎস! আমি তো স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাই করছি, এখন বল, তোমার অভিমত কি? সে বললো ঃ হে আমার পিতা! আপনি করুন যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন তা। অবশ্যই আপনি আমাকে পাবেন ইনশা-আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের মাঝে।

١٠٣- فَلَمَّآ اَسْلَمَا
وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○

১০৩. তারপর তারা উভয়ে যখন হুকুম পালনের জন্য নিজেদের সমর্পণ করলো এবং ইব্‌রাহীম তাঁর পুত্রকে উঁপুড় করে শোয়াল,

١٠٤- وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইব্‌রাহীম!

١٠٥- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

১০৫. তুমি তো বাস্তবায়িত করে দেখালে স্বপ্নটি; আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেক্‌কারদের।

www.pathagar.com

১০৬. নিশ্চয় এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

١٠٦- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○

১০৭. আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহা-কুরবানীর বিনিময়ে,

١٠٧- وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

১০৮. আর রেখে দিলাম আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে।

١٠٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○

সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ২৭

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রকৃতই সত্য দেখিয়েছেন তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি, অবশ্যই তোমরা প্রবেশ করবে মসজিদে হারামে নিরাপদে ইনশা আল্লাহ্। তোমাদের কতক মাথা মুণ্ডাবে এবং কতক মাথার চুল ছোট করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা জান না। তিনি এ ছাড়াও তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

٢٧- لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ
لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا
فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

পবিত্রতা

١٢٥- وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

٢٢٢-وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط
قُلْ هُوَ اَذًى لا
فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

٤٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ
سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰ
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً

www.pathagar.com

মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে মাসেহ্ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় পাপ-মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধুইবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুইসহ এবং মাসেহ করবে তোমাদের মাথা এবং ধুইবে তোমাদের পা টাখ্নুসহ। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, আর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে তোমরা মাসেহ্ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি তো চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং পরিপূর্ণ করতে স্বীয় নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা শোকর কর।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১১

১১. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন স্বস্তির জন্য তাঁর পক্ষ হতে এবং বর্ষণ করেন তোমাদের উপর আসমান থেকে পানি, যাতে পবিত্র করেন তোমাদের তা দিয়ে এবং দূর করেন তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, আর যাতে তিনি দৃঢ় করেন তোমাদের অন্তর এবং স্থির রাখেন তা দিয়ে তোমাদের পা।

www.pathagar.com

অযূ-গোসল ও তায়াম্মুম

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩

৪৩. ..... আর যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর, আর পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, মাসেহ্ করে তোমাদের মুখ ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

٤٣- .... وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰٓ
أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ্ করবে তোমাদের মাথা এবং ধৌত করবে তোমাদের পায়ের গিট পর্যন্ত, আর যদি তোমরা জানাবতের অবস্থায় থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। কিন্তু যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, তা দিয়ে মাসেহ্ করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাত। আল্লাহ্ চান না তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা শোকর কর।

٦- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰىٓ أَوْ عَلٰى
سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ
وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

হায়েয ও নিফাস

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২২

২২২. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ তা

٢٢٢- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ

قُلْ هُوَ اَذًى ۙ
فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

কষ্টদায়ক অশূচি। অতএব তোমরা স্ত্রীগমন বর্জন করবে হায়েযের সময় এবং তাদের সাথে সংগত হবে না, তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। আর তারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হবে, যেভাবে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন তাওবাকারীকে এবং ভালবাসেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বন কারীকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২১

২২১. তোমরা বিয়ে করবে না মুশ্‌রিক নারীদের ঈমান না আনা পর্যন্ত। আর মু'মিন ক্রীতদাসী অবশ্যই উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর তোমরা বিবাহ দেবে না মুশ্‌রিক পুরুষদের সাথে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাস অবশ্যই উত্তম মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা তো ডাকে জাহান্নামের দিকে এবং আল্লাহ্ ডাকেন স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাত ও মাগ্‌ফিরাতের দিকে। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٢٢١- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ
وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩, ৪, ২০

৩. আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুইজন, তিনজন অথবা চার জনকে। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে মাত্র একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এটাই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।

٣- وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى
فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

www.pathagar.com

٤-وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ
فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

৪. আর তোমরা দেবে নারীদের তাদের মাহ্‌র সন্তুষ্টচিত্তে, তবে তারা খুশী হয়ে মাহ্‌রের কিছু ছেড়ে দিলে তা তোমরা ভোগ করবে স্বচ্ছন্দে।

٢٠-وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না, তোমরা কি তা গ্রহণ করবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপাচরণ করে?

٢١-وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ
وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ
وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

২১. আর কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সঙ্গত হয়েছ এবং তারা তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

٢٢-وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

২২. আর তোমরা বিয়ে করবে না নারীদের মধ্যে যাদের বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষরা, তবে পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। তাতো ছিল অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

٢٣-حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ
وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ
الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ
اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ
فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز
وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ
وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইঝি, বোনঝি, দুধ-মা, দুধবোন, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সংগত হয়েছ তাদের পূর্বস্বামীর উরসে গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তোমরা তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর আরো হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্যে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীদের এবং হারাম করা হয়েছে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, তবে

www.pathagar.com

سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

পূর্বে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٤- وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ
اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ
اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ
مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ
بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৪. তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া সকল সাধবী নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, ইহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধান করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, এ ছাড়া অন্য নারীদের, অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়াকে, তবে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাদের দেবে নির্ধারিত মাহ্‌র। তোমাদের জন্য কোন দোষ নেই মাহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয় পরস্পর রাযী হলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٢٥- وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ
مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ
فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ
تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ নেই কোন ঈমানদার স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার, সে বিয়ে করবে অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসীকে। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমাদের ঈমান সম্পর্কে। তোমরা পরস্পর একই, অতএব তোমরা দাসীদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদের দেবে তাদের মাহ্‌র ন্যায়সংগতভাবে। তারা হবে সৎচরিত্রের অধিকারী, ব্যভিচারী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারীও নয়। তবে যদি তারা বিবাহিতা হওয়ার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর শাস্তির অর্ধেক। ইহা তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারকে ভয় করে, আর সবর করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নূর ২৪ ঃ ৩২, ৩৩

٣٢- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ

৩২. আর তোমরা বিবাহ করাও তোমাদের মধ্যে যে পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে

www.pathagar.com

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

নারীর স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাসদাসীদের মাঝে যারা সক্ষম তাদেরও, যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তো তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٣٣- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا
حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِيْنَ
يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ
وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗ
وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ
وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ
مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৩. আর যারা বিবাহের সামর্থ রাখে না, তারা যেন নিজেদের পবিত্র রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করেন স্বীয় অনুগ্রহে। আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইবে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যদি তোমরা তাদের মাঝে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আর তোমরা তাদের দেবে আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে। আর পার্থিব জীবনের ধনসম্পদের লালসায়, তোমরা বাধ্য করবে না তোমাদের দাসীদের ব্যভিচারের জন্য, যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, আর যে তাদের বাধ্য করবে, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো তাদের উপর যবরদস্তি করার পর-পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১০, ১১

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ
الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۗ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ
مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ
اِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের কাছে আসে ঈমানদার মুহাজির নারীরা, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ ভাল জানেন তাদের ঈমান সম্পর্কে। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদের তোমরা ফেরত পাঠাবে না কাফিরদের কাছে। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য বৈধ নয়। আর কাফিররা যা ব্যয়

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ
وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ
ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

করেছে, তোমরা তা তাদের ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, যদি তোমরা তাদের বিয়ে কর এবং তাদের দাও তাদের মোহর, আর তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না কাফির নারীদের সাথে এবং তোমরা ফেরত চাইবে যা তোমরা ব্যয় করেছ, আর তারাও যেন ফেরত চায় যা তারা ব্যয় করেছে। এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি ফয়সালা করে দেন তোমাদের মাঝে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

١١- وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ
فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ
مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১১. আর যদি তোমাদের হাত ছাড়া হয় কোন কিছু তোমাদের স্ত্রীদের কাফির-দের কাছে থেকে যাওয়ার কারণে, তারপর যদি তোমাদের সুযোগ আসে; তখন যাদের স্ত্রীরা রয়ে গেছে, তারা যা ব্যয় করেছে তাদের তার সমতুল্য অর্থ দেবে। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

তালাক

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২

228- وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ
اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা অপেক্ষা করবে তিন হায়েয কাল পর্যন্ত। আর তাদের জন্য বৈধ নয় গোপন করা, আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তাদের গর্ভাশয়ে, যদি তারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে। আর তাদের স্বামীরা অধিক হক্‌দার এ সময় তাদের পুনরায় গ্রহণে, যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়। আর নারীদের জন্য রয়েছে তেমন ন্যায়সংগত অধিকার, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার। আর

www.pathagar.com

পুরুষদের জন্য রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

২২৯. এ তালাক দু'বার। তারপর স্ত্রীকে বিধানমত রেখে দেবে অথবা তাকে মুক্ত করে দেবে সদয়ভাবে। তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়েছে, তা থেকে কিছু গ্রহণ করা, তবে যদি তারা উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরাও যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই, যদি স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে মুক্তি পেতে চায়, এসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা, তোমরা তা লংঘন করবে না আর যারা লংঘন করে আল্লাহ্‌র সীমারেখা তারাই যালিম।

২৩০. তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী ঐ স্বামীর জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্যকে স্বামীরূপে বিবাহ করে নেবে; তারপর যদি ঐ স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ হবে না; তারা পুনরায় মিলিত হতে চাইলে, যদি তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে। এসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা, তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী লোকদের জন্য।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন হয় তোমরা তাদের রেখে দেবে বিধি মোতাবেক, নয় তাদের মুক্ত করে

www.pathagar.com

দিবে বিধি মোতাবেক। আর তোমরা তাদের আটকিয়ে রাখবে না তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে। যে এরূপ করবে, সে তো যুলুম করবে নিজের প্রতি। আর তোমরা গ্রহণ করো না আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তুরূপে এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে এবং যা তিনি নাযিল করেছেন, তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত থেকে, যা দিয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص
وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز
وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৩২. যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তবে তোমরা তাদের বাধা দেবে না, যদি তারা নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চায় বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়ে। এ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্‌ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

٢٣٢- وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ
اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط
ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط
ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

ইদ্দত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৪, ২৩৫

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় স্ত্রীদের রেখে, তাদের স্ত্রীরা ইদ্দত পালন করবে চারমাস দশদিন। তারপর তারা যখন ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তোমাদের কোন গুনাহ্‌ নেই, তারা নিজেদের জন্য যা যথাবিধি করবে তাতে। আর আল্লাহ্‌, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٢٣٤- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

www.pathagar.com

٢٣٥- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

২৩৫. আর তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী লোকদের কাছে ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে, অথবা তোমাদের মনে গোপন রাখলে। আল্লাহ্ জানেন যে, অবশ্যই তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে, তবে বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া তাদের কাছে গোপনে কোন অংগীকার করো না এবং বিবাহ কার্য সম্পাদনের সংকল্প করো না ইদ্দতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে তোমাদের অন্তরে, অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর। আরো জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

মাহ্‌র

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, ২৪২

٢٣٦- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

২৩৬. তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, যদি তোমরা তালাক দাও তোমাদের স্ত্রীদের এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের স্পর্শ করনি এবং তাদের জন্য মাহ্‌রও নির্ধারণ করনি। তোমরা তাদের দেবে কিছু উপহারের বস্তু বিধিসম্মতভাবে, স্বচ্ছল ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী এবং অস্বচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত। এ হলো নেক্‌কারদের জন্য কর্তব্য।

٢٣٧- وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ
أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ

২৩৭. আর যদি তোমরা তালাক দাও তোমাদের স্ত্রীদের, তাদের স্পর্শ করার আগে, এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করেছ, তবে তোমরা যে মাহ্‌র ধার্য করেছ তার অর্ধেক দেবে, যদি না স্ত্রী মাফ করে দেয়, অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে যদি মাফ করে দেয়, আর মাফ করে দেয়াই

www.pathagar.com

لِلتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۖ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

তাক্ওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভুলে যাবে না নিজেদের মাঝে উদারতার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٢٤١- وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধি-মুতাবিক ইদ্দত পূর্তি পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।

٢٤٢- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৪২. এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর বিধান, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৪৯

٤٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন বিয়ে করবে মু'মিন নারীদের, তারপর তাদের তালাক দেবে তাদের স্পর্শ করার আগে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন পালনীয় ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তবে তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে বিদায় করেব।

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۖ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۖ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

১. হে নবী! আপনি বলে দিন ঃ যখন তোমরা তালাক দেবে তোমাদের স্ত্রীদের, তখন তাদের তালাক দিও তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমরা হিসাব রেখ ইদ্দত আর ভয় কর তোমাদের রব আল্লাহ্কে। তোমরা তাদের বের করে দেবে না তাদের ঘর থেকে, আর তারাও যেন বের হয়ে না যায়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, আর যে লংঘন করে আল্লাহ্র সীমা, সে তো যুল্ম করে নিজেরই উপর। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেবেন।

٢- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَّأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○

২. আর যখন তারা উপনীত হবে তাদের ইদ্দত পূরণে, তখন হয় তোমরা তাদের রেখে দেবে যথাবিধি, না হয় তাদের পরিত্যাগ করবে যথাবিধি এবং সাক্ষী রাখবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে। আর তোমরা সঠিক সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্‌র জন্য। ইহা দিয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তোমাদের মাঝে যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি তাকে। আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্ তার জন্য পথ করে দেবেন,

٣- وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৩. এবং তাকে রিয্‌ক দেবেন এমন উৎস থেকে, যা তার ধারণাতীত। আর যে কেউ ভরসা করে আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্-ই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ পূরণ করবেন তাঁর ইচ্ছা। আল্লাহ্ তো স্থির করে রেখেছেন সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা।

٤- وَالّٰٓئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ
إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ ۙ
وَّالّٰٓئِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ○

৪. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা আর ঋতুমতী হওয়ার আশা রাখে না, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তাদের ইদ্দত সম্পর্কে, তবে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুমতী হয়নি তাদেরও আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে কেউ ভয় করে আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন।

٥- ذٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ○

৫. এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহ্‌কে, তিনি মোচন করে দেন তার পাপ এবং দেবেন তাকে মহাপুরস্কার।

٦- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

৬. আর তোমরা তোমাদের তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদের বাস করতে দেবে তোমাদের

مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا
عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ
وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ
وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ○

সামর্থ অনুযায়ী, যেরূপ ঘরে বাস কর সেরূপ ঘরে এবং তাদের কষ্ট দিবে না উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে, আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করবে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে দিবে তাদের বিনিময় এবং তোমরা নিজেদের মাঝে পরামর্শ করবে ন্যায়সংগতভাবে। আর যদি তোমরা নিজনিজ দাবীতে অনড় হও, তা হলে অন্য নারী তাকে দুধ পান করাবে।

৭- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۗ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ○

৭. বিত্তবান যেন ব্যয় করে তার সামর্থ অনুযায়ী, আর যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে যেন ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছে তা থেকে। আল্লাহ্ কারো উপর বোঝা চাপান না, তাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তার বেশী। অবশ্যই আল্লাহ্ দেবেন কষ্টের পরে স্বস্তি।

ঈলা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২৬, ২২৭

২২৬- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ
تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ
فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে, তারা অপেক্ষা করবে চারমাস, তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭- وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৭. আর যদি তারা সংকল্প করে তালাক দেওয়ার, তবে তো আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

রাযা'আত বা দুধপান করান

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৩

২৩৩- وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

২৩৩. আর মায়েরা দুধপান করাবে তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর, যে পিতা পূর্ণ

www.pathagar.com

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج
لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج
فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط
وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

জুয়া

٢١٩-يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ
قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

٤٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ
سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ

٩٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○
٩١- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ
اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○
٩٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

www.pathagar.com

وَ احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট প্রচার করা।

٩٣- لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৯৩. যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তাদের কোন গুনাহ নেই, পূর্বে তারা যা খেয়েছে তার জন্য, যখন তারা সাবধান হয়, ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারপর সাবধান হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় সাবধান হয় ও ভালকাজ করে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন নেককারদের।

যিনা-ব্যভিচার

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫, ১৬

١٥- وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তোমরা সাক্ষী তলব করবে তাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের মধ্য থেকে চার জনকে এবং তারা যদি সাক্ষী দেয়, তবে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখবে ঘরে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

١٦- وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

১৬. আর তোমাদের মাঝে যে দু'জন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে বিরত থাকবে তাদের থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩২

٣٢- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

৩২. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না, তা তো হলো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৩, ২৬

২. ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে এক'শ দোর্‌রা মারবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান পালনে দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌তে ও আখিরাতে। আর প্রত্যক্ষ করে যেন তাদের শাস্তি মু'মিনদের একটি দল।

٢- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ
فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص
وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩. ব্যভিচারী বিবাহ করে না ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া এবং ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া, আর ইহা হারাম করা হয়েছে মু'মিনদের জন্য।

٣- اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز
وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج
وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪. আর যারা অপবাদ আরোপ করে সতী নারীদের প্রতি, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের দোর্‌রা মারবে আশি দোর্‌রা, আর কখনো কবুল করবে না তাদের সাক্ষ্য, এরাই তো ফাসিক।

٤- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ
جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫. তবে এরা যদি এরপর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬. আর যারা অপবাদ আরোপ করে নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি, আর তাদের নেই কোন সাক্ষী নিজেদের ছাড়া, এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে এরূপ যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে ঃ সে তো অবশ্যই সত্যবাদী।

٦- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا
اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭. আর পঞ্চমবারে সে বলবে ঃ যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র লা'নত তার উপর।

٧- وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ
اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

www.pathagar.com

৮. আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে, যদি সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, 'তার স্বামীই মিথ্যাবাদী',

৯. এবং পঞ্চমবারে বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র গযব তার নিজের উপর আপতিত হবে।

২৩. নিশ্চয় যারা অপবাদ আরোপ করে সতী, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনবহিত মু'মিন নারীদের প্রতি, তাদের উপর লা'নত দুনিয়া ও আখিরাতে আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। তারা পবিত্র লোকেরা যা বলে তা থেকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক।

৫

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩০, ৩১

৩০. বলুন মু'মিনদের তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফাযত করে তাদের যৌনাঙ্গ। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা তারা করে।

৩১. আর আপনি বলুন মু'মিনদের তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফাযত করে তাদের যৌনাঙ্গ। আর যেন প্রদর্শন না করে তাদের সৌন্দর্য ও অলংকার, তা'ছাড়া যা সাধারণত প্রকাশ থাকে।

www.pathagar.com

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ
اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ
اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ
النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

আর তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে নিজেদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে। আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য ও অলংকার তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভ্রাতা, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের ভগ্নিপুত্র, তাদের আপন নারী, তাদের মালিকানাধীন দাস দাসী, এমন পুরুষ যাদের যৌন কামনা রহিত এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ এদের ছাড়া অন্য কারো কাছে। আর তারা যেন সজোরে পদচারণা না করে তাদের গোপন সৌন্দর্য ও অলংকার প্রদর্শন লক্ষ্যে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৫৯

٥٩- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ
وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫৯. হে নবী! আপনি বলুন আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদের, তারা যেন নিজেদের উপর টেনে দেয় তাদের চাদরের অংশ। ইহা সহজতর তাদের চেনার ব্যাপারে। ফলে, তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কিসাস ও দিয়াত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৭৮, ১৭৯

١٧٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ
فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ

১৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে নিহতদের ব্যাপারে কিসাস। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এ হলো তোমাদের রবের তরফ থেকে ভার লাঘব ও রহ্মত। এরপরও যে সীমালংঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٧٩- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৯. আর তোমাদের জন্য রয়েছে কিসাসের মধ্যে জীবন হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! আশা করা যায় তোমরা সাবধান হবে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯২, ৯৩

٩٢- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا
اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৯২. আর কোন মু'মিনের জন্য সংগত নয় কোন মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার জন্য এক মু'মিন দাস মুক্ত করা ও নিহতের পরিবার পরিজনকে দিয়াত দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। আর যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং সে মু'মিন হয়, তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি সে হয় এমন এক কাওমের থেকে যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, তবে দিয়াত প্রদান করতে হবে তার পরিবার পরিজনকে এবং মুক্ত করতে হবে এক মু'মিন দাস, কিন্তু যার সংগতি নেই, সে রোযা রাখবে একাদিক্রমে দুই মাস। তাওবার জন্য ইহাই আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٩٣- وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ
عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৩. আর কেউ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ্‌র গযব ও লা'নত তার প্রতি, তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার জন্য মহাশাস্তি।

www.pathagar.com

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৪৫

٤٥- وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ لا وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ
وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط
وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৫. আর আমি বিধান দিয়েছিলাম তাদের তাওরাতে যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তবে কেউ তা মাফ করে দিলে, তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা। আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো যালিম।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৩

٣٣- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ط
اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ○

৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করবে না যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে। আর কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তো তার উত্তরাধিকারীকে প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, তবে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে হত্যার ব্যাপারে। কারণ সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

কতল-হত্যা

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩২

٣٢- مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ
كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ
فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط
وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيْعًا ط وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز
ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ
فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

৩২. আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে নরহত্যা কিংবা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে, সে যেন সব মানুষেরই প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, তারপর ও তাদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী রয়ে গেল।

www.pathagar.com

চুরির শাস্তি

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৮

৩৮. চোর পুরুষ হোক ও নারী হোক, কেটে ফেলবে তাদের হাত, এ হলো তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٣٨- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

মুরতাদ ও তার শাস্তি

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২১৭

২১৭. আর তোমাদের মাঝে যে কেউ ফিরে যাবে স্বীয় দীন থেকে এবং মারা যায় কাফিররূপে, নিষ্ফল হয়ে যাবে তার আমল দুনিয়া ও আখিরাতে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢١٧- ...... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫৪

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে গেলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন এক কাওমকে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসে। যারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর, যারা জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দাকে। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

٥٤- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَٰفِرِينَ ز يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচার

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৮, ৬০, ৬৫, ১৩৫

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা ফিরিয়ে দেবে আমানত তার হক্দারকে, আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন বিচার করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন, তা কত উত্তম! আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব দেখেন।

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ
اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৬০. আপনি কি দেখেন নি তাদের, যারা মনে করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় তাগূতের কাছে, যদিও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করতে ? আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায় ভীষণভাবে।

٦٠- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ
وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ
وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ
بَعِيْدًا ○

৬৫. আর শপথ আপনার রবের! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না তারা আপনার উপর তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার অর্পন করে, অবশেষে আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধাসংকোচ না থাকে এবং তারা তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।

٦٥- فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে ন্যায়বিচারে

١٣٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাক্ষীরূপে, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, অথবা মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে, যদিও সে বিত্তবান হয় অথবা বিত্তহীন হয় আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। অতএব তোমরা খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবে না ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তো পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৮, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানকারীরূপে, আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে সুবিচার বর্জনে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ। সুবিচার করবে, আর এটাই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর, তার পূর্ণ খবর রাখেন।

৪৪. .... আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো কাফির।

৪৫. .... আর যে বিচার করে না, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী, তারা তো যালিম।

৪৭. .... আর যে বিচার করে না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী, তারা তো ফাসিক।

৪৯. আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করেন, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন,

www.pathagar.com

اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ○

٢٩- قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف
وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ
كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ○

নত

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ
اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

াক

٣١- يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

www.pathagar.com

৩২. বলুন ঃ কে হারাম করেছে সে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্য? বলুন ঃ এসব পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে। এভাবেই আমি বিশদভাবে বিবৃত করি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৩২- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩৩. বলুন ঃ নিশ্চয় হারাম করেছেন আমার রব অশ্লীলতা প্রকাশ্য ও গোপন আর পাপ ও অসংগত বিরুদ্ধচারিতা, আরো হারাম করেছেন যে, তোমরা শরীক করবে আল্লাহ্র সাথে এমন কিছু, যার প্রমাণ তিনি পাঠান নি এবং তোমরা বলবে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু যা তোমরা জান না।

৩৩- قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

গনীমতের মাল ও ফায়

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১, ৪১, ৬৯

১. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে গনীমত সম্পর্কে। বলুন, গনীমত আল্লাহ্ ও রাসূলের। অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং নিজেদের মাঝে সদ্ভাব স্থাপন কর, আর আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, যদি তোমরা মু'মিন হও।

١- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৪১. আর জেনে রাখ, তোমরা যে গনীমত লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, তাঁর স্বজনদের, ইয়াতীম, মিসকীন ও পর্যটকদের জন্য; যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্তে এবং তাতে যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর, হক ও বাতিলের পার্থক্যের দিনে, যেদিন দু'দল পরস্পরের মুকাবিলা করেছিল। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤١- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ
وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৯. তোমরা ভোগ কর, যে গনীমত তোমরা লাভ কর তা, হালাল ও উত্তম মনে করে, আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

٦- وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ
فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. আর যে 'ফায়' আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর রাসূলকে ইয়াহূদীদের কাছ থেকে, তার জন্য তোমরা যুদ্ধ করনি, ঘোড়ায় অথবা উটে আরোহণ করনি। বস্তুত আল্লাহ্ কর্তৃত্ব দান করেন তাঁর রাসূলকে, যার উপর চান। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧- مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ
كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ
وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ
وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৭. যে 'ফায়' আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে, তা আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিস্‌কীনদের এবং মুসাফিরদের, যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মাঝেই আবর্তিত না হয়। আর যা কিছু তোমাদের দেন রাসূল, তা থেকে গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদের বারণ কর, তা থেকে বিরত থাক, আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

٨- لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ
الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

৮. 'ফায়' অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যও, যারা বহিষ্কৃত হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে, তারা চায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি এবং তারা সাহায্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে। তারাই তো সত্যবাদী।

٩- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ
وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ

৯. আর 'ফায়' তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা ভালবাসে মুহাজিরদের এবং তারা মুহাজিরদের যা দেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছে, তার জন্য নিজেদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা মুহাজিরকে অগ্রাধিকার দেয় নিজেদের উপর, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত। যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে অন্তরের কার্পণ্য থেকে, তারাই সফলকাম।

فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ
اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۛ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

জিহাদ ও যুদ্ধ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮

১৯০. আর তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা' যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু সীমালংঘন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না সীমালংঘনকারীদের।

١٩٠- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

১৯১. আর তোমরা তাদের হত্যা করবে, যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বহিষ্কৃত করবে সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে। আর ফিত্‌না হত্যার চাইতে গুরুতর। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না মসজিদে হারামের কাছে, যে পর্যন্ত না তারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে সেখানে। যদি তারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে। এটাই হলো পরিণাম কাফিরদের।

١٩١- وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ
فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ
كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯২. তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٢- فَاِنِ انْتَهَوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৩. আর তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে আক্রমণ

١٩٣- وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ
وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ
فَاِنِ انْتَهَوْا

www.pathagar.com

فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

করা চলবে না যালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে।

١٩٤- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে এবং যার পবিত্রতা অলংঘনীয়, তার অবমাননা ও সবার জন্য সমান। অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

٢١٦- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ
وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا
وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২১৬. তোমাদের জন্য বিধান দেয়া হলো যুদ্ধের, যদি ও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়; আর সম্ভবত যা তোমরা অপসন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

٢١٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ
قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ
وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ
عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২১৭. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে, আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দা-দের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক অন্যায়। আর ফিত্‌না হত্যার চাইতেও গুরুতর। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয় যদি তারা পারে। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢١٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

পথে, তারাই আশা করে আল্লাহ্‌র রহমত। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৫, ১৬

١٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

১৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মুকাবিলা করবে কাফিরদের ব্যূহবদ্ধ হয়ে, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

١٦- وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৬. আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন করা অথবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত, সে তো অবশ্যই বিরাগভাজন হবে আল্লাহ্‌র এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন!

যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০০

٢٠٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

২০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক যুদ্ধের জন্য এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১

٧١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর অগ্রসর হও দলেদলে বিভক্ত হয়ে অথবা অগ্রসর হও একত্রে।

٧٤- فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৭৪. আর যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে তারা, যারা বিক্রি করে দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে। আর যে কেউ যুদ্ধ করবে আল্লাহ্‌র পথে, সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, অবশ্যই আমি তাকে দেব মহাপুরস্কার।

www.pathagar.com

٧٥- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ○

৭৫. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ কর না আল্লাহ্‌র পথে, অথচ অসহায় নর-নারী ও শিশুরা বলছে ঃ হে আমাদের রব! আপনি বের করে নিন আমাদের এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম, আর করুন আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন অভিভাবক এবং করুন আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন সাহায্যকারী।

٧٦- الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ○

৭৬. যারা ঈমান আনে, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, আর যারা কুফরী করে, তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল হলো দুর্বল।

٨٤- فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ○

৮৪. আর যুদ্ধ করুন আল্লাহ্‌র পথে, আপনাকে দায়ী করা হবে শুধু আপনার নিজের জন্য এবং উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের, আশা করা যায় আল্লাহ্ প্রতিহত করবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ্ প্রবলতর শক্তিতে এবং কঠোরতর শাস্তিদানে।

٨٨- فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○

৮৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের পূর্বাবস্থায় তাদের কৃতকর্মের জন্য। তোমরা কি চাও তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে, যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ করেছেন? আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করেন, তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।

٨٩- وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

৮৯. তারা তো কামনা করে যে, তোমরা যেন কুফ্‌রী কর, যেরূপ তারা কুফ্‌রী করেছে, যাতে তোমরা তাদের সমান

www.pathagar.com

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○

হয়ে যাও। অতএব তোমরা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের পাঁকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে গ্রহণ করবে না বন্ধুরূপে, আর না সাহায্যকারীরূপে,

٩٠- إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ○

৯০. কিন্তু তাদের নয়, যারা মিলিত হয় এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যাদের সাথে তোমাদের রয়েছে অংগীকার অথবা যারা আসে তোমাদের কাছে এমন অবস্থায়, যখন তাদের মন সংকুচিত যুদ্ধ করতে তোমাদের সাথে অথবা তাদের কাওমের সাথে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি অবশ্যই তাদের ক্ষমতা দিতেন তোমাদের উপর, ফলে তারা নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ রাখেন নি।

٩١- سَتَجِدُونَ آخَرِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا
قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا
فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ

৯১. অবশ্যই তোমরা পাবে এমন কতক লোক, যারা চাইবে শান্তি তোমাদের সাথে এবং তাদের কাওমের সাথে। যখনই তাদের আহবান করা হয় ফিত্‌নার দিকে, তখনই তারা আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আর যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব না করে ও তাদের হস্তসম্বরণ না করে, তবে তাদের পাঁকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে সেখানেই।

www.pathagar.com

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

আর তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদের দিয়েছি স্পষ্ট অধিকার।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭

٣٨- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৮. আপনি বলুন তাদের, যারা কুফ্‌রী করে ঃ যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীত হয়ে গেছে আল্লাহ্‌ তা মাফ করে দেবেন। কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে, তবে তো পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত রয়েই গেছে।

٣٩- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে, যতক্ষণ না ফিত্‌না শেষ হয়ে যায় এবং হয়ে যায় দীন সবই আল্লাহ্‌র জন্য। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে, আল্লাহ্‌ তো সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

٤٠- وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৪০. কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

٤٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৪৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মুকাবিলা করবে কোন দলের, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে বেশীবেশী, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

٥٧- فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৭. আর যদি আপনি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন, তবে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবেন, যাতে তাদের পেছনে যারা রয়েছে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٥٨- وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○

৫৮. আর যদি আপনি নিশ্চিতভাবে কোন কাওমের চুক্তিভংগের আশংকা করেন, তবে আপনিও বাতিল করে দেবেন তাদের সাথে কৃত চুক্তি অনুরূপভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না চুক্তি ভংগকারীদের।

www.pathagar.com

٦٠- وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ
وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ
عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ
وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

৬০. আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যানুসারে শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, যা দিয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যাদের যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র পথে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٦١- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬১. কিন্তু যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও ঝুঁকে পড়বেন সেদিকে এবং ভরসা করবেন আল্লাহ্‌র উপর। নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

٦٢- وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ
حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ
بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬২. আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহ্‌ই তো আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মু'মিনদের দিয়ে।

٦٥- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى
الْقِتَالِ ۗ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ
صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ
مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫. হে নবী! আপনি উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য, যদি তোমাদের মাঝে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর, আর যদি তোমাদের মাঝে একশ' জন থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে এক হাযার কাফিরের উপর। কেননা, তারা এমন এক কাওম, যারা বুঝে না।

٦٦- اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۗ
فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ
يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ

৬৬. এখন আল্লাহ্ হাল্‌কা করে দিয়েছেন বোঝা। আর তিনি তো জানেন যে তোমাদের মাঝে রয়েছে দুর্বলতা। অতএব তোমাদের মাঝে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে, তারা বিজয়ী হবে দুশ' জনের উপর। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাযার থাকে, তবে তারা

www.pathagar.com

يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

বিজয়ী হবে দু'হাযারের উপর আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى
حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ
الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. নবীর জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি বন্দী রাখবেন দেশে শত্রুকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত, তোমরা তো চাও দুনিয়ার সম্পদ, আর আল্লাহ্ চান আখিরাতের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা তাওবা ৯ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৯, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৭৩, ১২২, ১২৩

٢٠- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদে ও জীবন দিয়ে, তারা অতি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ্‌র কাছে, তারাই সফলকাম।

٢١- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ
فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○

২১. তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের রব স্বীয় রহমতের ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখশান্তি।

٢٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২২. তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরষ্কার।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

২৯. তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্‌র প্রতি, আর না আখিরাতের প্রতি এবং তারা হারাম গণ্য করে না, যা হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা এবং যারা অনুসরণ করে না সত্য দীনের তাদের মধ্য থেকে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয়।

٣٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ

৩৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়

إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ
اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

বেরিয়ে পড় আল্লাহ্‌র পথে, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ঝুঁকে পড় মাটির দিকে? তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পরিবর্তে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প!

৩৯-إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ
وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ
وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন অপর এক জাতিকে, আর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান।

৪১-انْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ۗ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৪১. তোমরা যুদ্ধে বেরিয়ে পড় হাল্‌কা বা ভারী অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!

৭৩- يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ
وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১২২-وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۗ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ۝

১২২. আর মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সবাই একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। মু'মিনদের প্রত্যেক দল থেকে কেন এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।

১২৩-يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۗ

১২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যুদ্ধ কর কাফিরদের মাঝে তাদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী, আর তারা যেন দেখতে পায় তোমাদের মাঝে

www.pathagar.com

কঠোরতা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৯, ৪০, ৪১, ৭৮

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্য করতে সম্যক শক্তিশালী।

٣٩- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ
يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط
وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○

৪০. যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্। আর আল্লাহ্ যদি প্রতিহত না করতেন মানুষের এক দলকে অন্য দল দিয়ে, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, সিনাগগ্ এবং মসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٤٠- اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ
يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

৪১. এদের আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা কায়েম করবে সালাত, দেবে যাকাত ও আদেশ করবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে খারাপ কাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে সকল কাজের পরিণাম।

٤١- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং আরোপ করেন নি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা, আর তিনি পসন্দ করেছেন তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাতকে। তিনি নামকরণ করেছেন তোমাদের 'মুসলিম' এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল

٧٨- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط
هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط
هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ
وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا

www.pathagar.com

عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۖ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্য। অতএব তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌কে। তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু আর কত উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৪, ৩৫, ৩৬

٤-فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۖ فَاِمَّا مَنًّا ۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً
حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۛ
وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ
وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ
قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

৪. আর যখন তোমরা যুদ্ধে মুকাবিলা করবে কাফিরদের, তখন আঘাত করবে তাদের গর্দানে, অবশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদের বাঁধবে শক্ত করে; তারপর অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ যতক্ষণ না নামিয়ে ফেলে তারা যুদ্ধ অস্ত্র, ইহাই বিধান। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তিনি চান, তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা নিহত হয় আল্লাহ্‌র পথে, তিনি কখনো বিনষ্ট করেন না, তাদের আমল।

٣٥-فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ
وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ
وَاللّٰهُ مَعَكُمْ
وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, আর তোমরাই প্রবল, কেননা আল্লাহ্ আছেন তোমাদের সাথে এবং তিনি কখনো হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল।

٣٦-اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۗ
وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ
وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

৩৬. দুনিয়ার যিন্দেগী তো খেল তামাশা মাত্র, আর যদি তোমরা ঈমান আন ও তাক্ওয়া কর, আল্লাহ্ নিজ থেকে তোমাদের দেবেন তোমাদের প্রতিদান, আর তিনি চান না তোমাদের থেকে তোমাদের ধন-সম্পদ।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৬, ১৭

١٦-قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ

১৬. আপনি বলুন ঃ সে সব মরুবাসীদের যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল ঃ শিগ্গীরই

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ
تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ
فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا
وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ
مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

١٧- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ
وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ
وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

٩- يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط
وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

ম

.٢٢-فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط
قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط
وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ২,৩,৬,১০

২. তোমরা ইয়াতীমদের দেবে তাদের সম্পদ এবং বদল করবে না মন্দকে ভালোর সাথে, আর গ্রাস করবে না তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে, নিশ্চয় এ হলো মহাপাপ।

৩. আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার জনকে, আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে মাত্র একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে। এটাই পক্ষ-পাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।

৬. আর তোমরা যাচাই করবে ইয়াতীম-দের, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। যদি তোমরা তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের ফিরিয়ে দেবে তাদের সম্পদ। আর তারা সাবালক হয়ে যাবে এ আশংকায় তাদের সম্পদ অপচয় এবং তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন বিরত থাকে, আর যে অভাবী সে যেন ভোগ করে বিধি মুতাবিক। আর যখন তোমরা তাদের ফিরিয়ে দিবে তাদের সম্পদ, তখন তোমরা তার জন্য সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

www.pathagar.com

১০. যারা গ্রাস করে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে, তারা তো ভক্ষণ করে নিজেদের উদের আগুন, অচিরেই তারা জ্বলবে জ্বলন্ত আগুন।

١٠-اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى
ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৪

৩৪. আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার সম্পদের কাছেও যাবে না উত্তম উপায় ব্যতিরেকে আর তোমরা পূর্ণ করবে অংগীকার। নিশ্চয় অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

٣٤- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا
بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ○

মুবাহালা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১

৬১. যে কেউ আপনার সাথে তর্ক করে এ বিষয়ে আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তাদের আপনি বলে দিন ঃ এসো, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের, তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি, আর আল্লাহ্‌র লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।

٦١- فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ
وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۗ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

কৃপণতা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮০

১৮০. যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, ইহা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তাতো অকল্যাণকর তাদের জন্য। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র

١٨٠- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ
يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ
مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৭

৩৭. আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাদের, যারা কৃপণতা করে এবং আদেশ করে মানুষকে কৃপণতা করতে, আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٣٧- الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

তাওবা

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭,১৮

১৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সব লোকের তাওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, তারপর সত্বর তাওবা করে, আল্লাহ্ এদেরই তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

١٧- اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰۤئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৮. আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ কাজ করে সারা জীবন। অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি, আর তাদের জন্যও তাওবা নয়, যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। এদেরই জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

١٨- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰۤئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৮

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর খালিস তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব মোচন করে দেবেন তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্

٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং নবীর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে চলতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরে এবং মাফ করুন আমাদের। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৯

١٥٩- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ
فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

১৫৯. আর আল্লাহ্র রহমতে আপনি তো কোমল হৃদয় হয়েছেন তাদের প্রতি, কিন্তু যদি আপনি হতেন রূঢ় ও কঠোর চিত্ত, তবে তারা অবশ্যই সরে পড়ত আপনার আশপাশ থেকে। অতএব আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর তাদের সাথে পরামর্শ করুন কাজ-কর্মে। তারপর যখন আপনি কোন সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহ্র উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩৮

٣٨- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ ۖ
وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩৮. আর যারা সাড়া দেয় তাদের রবের আহবানে, সালাত কায়েম করে এবং পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে কাজ সম্পন্ন করে, আর আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।

অপব্যয় না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৬, ২৭, ২৯

٢٦- وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

২৬. আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তার হক এবং মিস্কীন ও পর্যটককেও আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

www.pathagar.com

٢٧- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা হলো শয়তানের ভাই। আর শয়তান হলো তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

٢٩- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○

২৯. আর তুমি তোমার হাত গর্দানে আবদ্ধ করে রাখবে না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করবে না, এরূপ করলে তুমি হয়ে পড়বে তিরস্কৃত ও নিঃস্ব।

করযে হাসানা

সূরা বাকারা ২ ঃ ২৪৫

٢٤٥- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৪৫. সে ব্যক্তি কে, যে করযে হাসানা দেয় আল্লাহ্‌কে ? আল্লাহ্‌ তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তার জন্য। আর আল্লাহ্‌ সংকুচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন, তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১১, ১৮

١١- مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১১. সে ব্যক্তি কে, যে করযে হাসানা দেয় আল্লাহ্‌কে ? আল্লাহ্‌ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

١٨- اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা করযে হাসানা দেয় আল্লাহ্‌কে, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

সূরা তাগাবূন, ৬৪ ঃ ১৭, ১৮

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা দাও, তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ্‌ মহা গুণগ্রাহী, অতিশয় সহনশীল।

١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

www.pathagar.com

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০

২০. আর তোমরা দাও আল্লাহ্কে করযে-হাসানা।

-٢٠ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ

হিজরত

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমাদের নেই তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা তোমাদের সাহায্য চায় দীনের ব্যাপারে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে কাওম ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

-٧٢ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা এরূপ না কর, তবে দেশে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

-٧٣ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ○

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে আল্লাহ্র পথে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই হলো প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

-٧٤ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে থেকে, তারাও তোমাদের

-٧٥ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا

www.pathagar.com

الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়রা একে অপরের চাইতে অধিক হক্‌দার আল্লাহ্‌র বিধানে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৪০

٤٠- اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ
اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ
اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ
لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ
فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ
وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৪০. যদি তোমরা রাসূলাল্লাহকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্‌ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়, যখন তারা উভয়ের ছিলেন গুহার মাঝে। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তো আমাদের সাথে আছেন। এরপর আল্লাহ্‌ নাযিল করেন তার উপর স্বীয় প্রশান্তি এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক বাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখনি। আর তিনি হেয় করেন কাফিরদের কথা। বস্তুত আল্লাহ্‌র কথাই সবার উপরে এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৮, ৫৯

٥٨- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○
٥٩- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে, তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাদের রিয্‌ক দেবেন উত্তম রিয্‌ক। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তিনিই উৎকৃষ্ট রিয্‌কদাতা।

৫৯. অবশ্যই তিনি তাদের দাখিল করবেন এমন স্থানে, যা তারা পসন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তো সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

আল্লাহ্‌র আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ না করা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪১, ১৭৪

٤١- وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

৪১. আর তোমরা ঈমান আন তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, যা সমর্থক

www.pathagar.com

وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ز وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

তোমাদের কাছে যা আছে তার এবং তোমরা হয়ো না তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী। আর তোমরা গ্রহণ কর না আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

١٧٤- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন কিতাবে তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভর্তি করে না। আর আল্লাহ্ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৯৫

٩٥- وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯৫. আর তোমরা বিক্রি করবে না আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে। আল্লাহ্র কাছে যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে!

সত্য গোপন না করা

সূরা বাকারা, ২ : ৪২

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে অসত্যের সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে জেনেশুনে।

নিজে না করে অপরকে করতে বলা

সূরা বাকারা, ২ : ৪৪

٤٤- اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৪৪. তোমরা কি নির্দেশ দাও লোকদের নেককাজের এবং ভুলে যাও নিজেদের কথা! অথচ তোমরা পাঠ কর কিতাব। তবে তোমরা বুঝ না?

www.pathagar.com

সবর ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪৫, ১৫৩

৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে এবং ইহা অতিশয় কঠিন, কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের জন্য নয়।

٤٥- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ۝

১৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ রয়েছেন সবরকারীদের সাথে।

١٥٣- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ۝

হালাল খাওয়া ও হারাম না খাওয়া

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৬৮, ২৭২, ১৭৩

১৬৮. হে মানুষ? তোমরা খাও, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদচিহ্ন। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٦٨- يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

১৭২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাও আমি যে পবিত্র বস্তু তোমাদের দিয়েছি তা থেকে এবং শোকর কর আল্লাহর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

١٧٢- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা। তবে যে নিরুপায় অথচ নাফরমান কিম্বা সীমালংঘনকারী নয়, তার জন্য কোন গুনাহ্‌ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧٣- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮৭, ৮৮

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ করবে অংগীকার। তোমাদের জন্য

١- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা চান।

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, আর পবিত্র মাসের, আর না কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, আর না গলায় মালাপরানো পশুর, আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখী যাত্রী তাদের। যখন তোমরা ইহ্‌রাম মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারবে। তোমাদের যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ এ কারণে যে, তারা তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। আর তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে নেক্‌কাজ ও তাক্‌ওয়ার ব্যাপারে এবং একে অপরকে সাহায্য করবে না পাপ কাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে পশু যবাহ্ করা হয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে, শ্বাসরোধে মরা জন্তু, আঘাতের কারণে মরা জন্তু, পতনের কারণে মরা জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মরা জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া। আর যে পশু বলি দেয়া হয় মূর্তিপূজার বেদীতে তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সবই পাপ কাজ। আজ নিরাশ হয়েছে কাফিররা তোমাদের

٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

www.pathagar.com

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۭ
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ
فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

দীনের ব্যাপারে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করবে না, ভয় কর শুধু আমাকে। আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত ও মনোনীত করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে। তবে কেউ পাপের প্রতি না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٤- يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ
قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ
تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ
فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪. লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায়- কী কী হালাল করা হয়েছে তাদের জন্য তা? বলুনঃ হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম পবিত্র জিনিস, আর শিকারী পশু-পক্ষী যাদের তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা খাবে তারা যা ধরে আনে তা, তবে এতে আল্লাহ্‌র নাম নেবে এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

٥- اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ
وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ
وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত ভাল পবিত্র জিনিস। আহ্‌লে কিতাবের খাদ্য হালাল তোমাদের জন্য এবং তোমাদের খাদ্য ও তাদের জন্য হালাল। মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বের আহ্‌লে কিতাবের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ, যদি তাদের বিবাহের জন্য মাহ্‌র প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রনয়ণী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

www.pathagar.com

৮৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম করো না, যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা, আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না সীমা-লংঘনকারীকে।

٨٧-يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৮৮. আর তোমরা খাও, সে সব হালাল উৎকৃষ্ট জীবিকা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার প্রতি তোমাদের ঈমান রাখ।

٨٨- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

সূরা আন'আম ৬ ঃ ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫

১১৮. আর তোমরা খাও তা থেকে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তার নির্দেশে বিশ্বাসী হও।

١١٨-فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

১১৯. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা খাও না তা থেকে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে? আর তিনি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছেন তোমাদের কাছে যা তিনি হারাম করেছেন তোমাদের জন্য তা, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র। আর অনেকে অবশ্যই অপরকে গুমরাহ করে তাদের খেয়াল খুশীর বশবর্তী হয়ে অজ্ঞতা-বশত। নিশ্চয়ই তোমার রব সবিশেষ অবহিত সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে।

١١٩-وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

১২০. তোমরা বর্জন কর, প্রকাশ্য ও অপ্রচ্ছন্ন পাপ। নিশ্চয় যারা পাপ করে, অবশ্যই তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, তারা যে পাপ করতো সে জন্য।

١٢٠- وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

১২১. তোমরা খাবে না তা থেকে কিছুই যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই তা তো পাপ। আর শয়তানেরা

١٢١- وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

তো প্ররোচনা দেয় তাদের বন্ধুদের তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে। আর যদি তোমরা তাদের কথা মত চল, তবে তো তোমরা হয়ে পড়বে মুশরিক।

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

১৪২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকায় পশু। তোমরা খাও যে রিযিক আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে এবং অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্ক। সে. তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

١٤٢- وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

১৪৩. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী ঃ মেষের দু'টি ও ছাগলের দু'টি। আপনি বলুন ঃ তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন কিম্বা মাদী দু'টি, অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা আমাকে অবহিত কর প্রমাণসহ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١٤٣- ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

১৪৪. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন উটের দু'টি এবং গরুর দু'টি। বলুন ঃ তিনি কি হারাম করেছেন নর দু'টি কিংবা মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের এ সবের নির্দেশ দেন? সুতরাং তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে, যাতে বিভ্রান্ত করে মানুষকে অজ্ঞতাবশত? নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

١٤٤- وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصّٰكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

১৪৫. আপনি বলুন ঃ আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না মরা অথবা বহমান রক্ত বা শূকরের

١٤٥- قُلْ لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلَّآ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ

www.pathagar.com

رِجۡسٌ اَوۡ فِسۡقًا اُهِلَّ لِغَيۡرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ
فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○

মাংস ব্যতীত। কেননা, এসব অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ নিরুপায় হলে অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা আহার করলে, নিশ্চয় আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১

٣١- يٰبَنِيۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ
كُلِّ مَسۡجِدٍ وَّكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ○

৩১. হে বনী আদম ! তোমরা পরিধান করবে সুন্দর পোষাক প্রত্যেক মসজিদে যাওয়ার সময়, আর খাবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়-কারীদের।

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১১৪, ১১৫, ১১৬

١١٤- فَكُلُوۡا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪
وَّاشۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ
اِيَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ ○

১১৪. আর তোমরা খাও তা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন হালাল ও পবিত্র উত্তম বস্তুরূপে এবং শোক্র আদায় কর আল্লাহ্র নিয়ামতের, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

١١٥- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ الۡمَيۡتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحۡمَ الۡخِنۡزِيۡرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيۡرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ
فَمَنِ اضۡطُرَّ
غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○

১১৫. আল্লাহ্ তো হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ্ করা হয়েছে তা, তবে কেউ নিরুপায় হলে আল্লাহ্র অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘনকারী না করে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٦- وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُكُمُ
الۡكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفۡتَرُوۡا عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ
اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ
الۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُوۡنَ ○

১১৬. তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলে, আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, "এটা হালাল এবং এটা হারাম"। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না।

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রহণ না করা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৮৮

১৮৮. তোমরা গ্রহণ করবে না তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে এবং তোমরা মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য জেনেশুনে বিচারকদের কাছে পেশ করবে না।

١٨٨- وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৯, ৩০

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রাস করবে না পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে, তবে ব্যবসা করতে পার পরস্পর রাযী হয়ে, আর তোমরা হত্যা করবে না একে অপরকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে, অচিরেই আমি তাকে জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

٢٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا
اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

٣٠- وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩

১০৩. তোমরা সবাই একত্র হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌র রজ্জুকে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তখন তিনি তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেম-প্রীতি, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর অনুগ্রহে ভাইভাই, আর তোমরা তো ছিলে আগুনের কুণ্ডের কিনারে, তিনি তোমাদের বাঁচালেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

١٠٣- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا
وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

www.pathagar.com

অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৮, ১১৯, ১২০

১১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে। তারা ত্রুটি করবে না তোমাদের অনিষ্ট করতে, আর তারা কামনা করে তা যা তোমাদের কষ্ট দেয়। বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তাদের মুখে, তবে তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। আমি স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, যদি তোমরা বুঝ।

١١٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ
لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ
وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১১৯. হাঁ, তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা তো ঈমান রাখ সমস্ত কিতাবে। আর তারা যখন তোমাদের সাক্ষাত করে তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করি, আসলে যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশের কারণে নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাঁটতে থাকে। বলুন, তোমরা মর তোমাদের আক্রোশেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

١١٩- هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ
وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ
وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ
وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا
عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ
قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১২০. যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয় তবে তা তাদের কষ্ট দেয় আর যদি তোমাদের উপর আপতিত হয় কোন অমঙ্গল তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা সবর কর আর তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না তাদের কোন ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন তারা যা করে তা।

١٢٠- اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ؗ
وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ
وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْــًٔا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না কাফিরদের বন্ধুরূপে মু'মিনদের পরিবর্তে। তোমরা কি চাও, তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌কে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে?

١٤٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫১, ৫৭

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না ইয়াহূদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তো তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

٥١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ؔ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তাদের, যাদের তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে হাসি তামাশারূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদের। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٥٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ
هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

সূরা মুমতাহানা ৬০ ঃ ১, ২, ৮, ৯, ১৩

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের; তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে তোমাদের প্রতি যে সত্য এসেছে তা এবং বহিষ্কার করেছে রাসূলকে ও তোমাদের এজন্য যে, তোমরা ঈমান রাখ তোমাদের রব আল্লাহ্‌র প্রতি। যদি তোমরা বেরিয়ে থাক আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا
عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ
تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ
يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ
اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ
اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ
وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ۖ

www.pathagar.com

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ
وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَ مَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ
وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তবে কেন তোমরা গোপনে বন্ধুত্ব করছ তাদের সাথে? আমি সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে, সে তো গুম্‌রাহ্ হয় সরল সঠিক পথ থেকে।

٢- اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً
وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْتَكْفُرُوْنَ ○

২. যদি তারা তোমাদের কাবু করতে পারে, তবে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং অনিষ্ট করবে তোমাদের তাদের হাত ও জিহবা দিয়ে এবং তারা চাইবে যেন তোমরা কুফরী কর।

٨- لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৮. যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং বহিষ্কার করেনি তোমাদের স্বদেশ থেকে, আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন-করতে ও ন্যায়বিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ন্যায়-পরায়ণদের।

٩- اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ
الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ
وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا
عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৯. আল্লাহ্ তো তোমাদের নিষেধ করেন কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, যারা যুদ্ধ করেছে তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে এবং বহিষ্কার করেছে তোমাদের স্বদেশ থেকে; আর সাহায্য করেছে তোমাদের বহিষ্কারে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।

١٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا
مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ
مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ○

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না ঐ কাওমের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট হয়েছেন, তারা তো নিরাশ হয়েছে আখিরাত সম্পর্কে, যেমন নিরাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু ও অভিভাবক

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৭

٢٥٧-اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ
يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫৭. যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের বন্ধু। তাদের তিনি বের আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের বন্ধু, তারা তাদের বের করে নিয়ে যায়, আলো থেকে আঁধারে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৮

٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ
لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্টতম তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মু'মিনরা। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫৫, ৫৬

٥٥- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারা রুকূ'-কারীও।

٥٦- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৫৬. আর যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্কে, তাঁর রাসূলকে এবং মু'মিনদের, তবে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে।

পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২০৮

٢٠٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا
فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ কর ইসলামে পরিপূর্ণরূপে এবং অনুসরণ করো না শয়তানের পদচিহ্ন; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়া

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০৮

১০৮. তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে তোমরা তাদের গালি দিও না, কেননা তারা আল্লাহ্‌কে গালি দিবে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত। এ ভাবেই আমি শোভন করে দিয়েছি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের কার্য-কলাপ। অবশেষে তাদের প্রত্যাবর্তন তাদের রবের কাছে। তখন তিনি তাদের অবহিত করবেন তারা যা করত সে সম্বন্ধে।

١٠٨- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠
ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩১, ৩২

৩১. আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣١-قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩২. বলুন ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও রাসূলের। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ভালবাসেন না কাফিরদের।

٣٢-قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ
فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯, ৬৪, ৮০, ১১৫

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের। আর যদি তোমরা মতভেদ কর কোন বিষয়ে, তবে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি। ইহাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।

٥٩-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৬৪. আর আমি প্রেরণ করিনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাকে অনুসরণ করা হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী। আর যদি তারা আপনার কাছে আসে নিজেদের প্রতি যুলুম করার পর, পরে

٦٤- وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ

جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○

আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং তাদের জন্য রাসূলও ক্ষমা চাইলে, অবশ্যই তারা পাবে আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٩- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيقًا ○

৬৯. আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও রাসূলের, তারা সংগী হবে তাদের, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্‌কারদের থেকে আর তারা কত উত্তম সঙ্গী!

٨٠- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ
وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ○

৮০. যে কেউ আনুগত্য করে রাসূলের, সে তো আনুগত্য করলো আল্লাহ্‌রই। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের জন্য নিগাহ্‌বান করে।

١١٥- وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهٖ
مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ
وَسَآءَتْ مَصِيرًا ○

১১৫. আর যে বিরুদ্ধাচরণ করবে রাসূলের, তার কাছে হিদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর এবং অনুসরণ করে মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকে এবং তাকে জ্বালাব জাহান্নামে। আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৩, ৩৪

٣٣- اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ
وَرَسُولَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ
اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ
اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ
ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তো এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে বিপরীত দিক থেকে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা এ দুনিয়ায় আর তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে মহা-শাস্তি,

٣٤- اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ

৩৪. তবে তাদের জন্য নয়, যারা তাওবা করবে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার

www.pathagar.com

فَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

পূর্বে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩, ১৫৭

٣-اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. তোমরা অনুসরণ কর তা, যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং অনুসরণ করবে না তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে। তোমরা তো খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

١٥٧-اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ
الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۙ
يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ
وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ
اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৫৭. যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি উম্মী নবী, যার কথা তারা লিপিবদ্ধ পায় তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের কাছে আছে তাতে। তিনি তাদের নির্দেশ দেন ভাল কাজের, নিষেধ করেন মন্দকাজ থেকে। তাদের জন্য হালাল করেন উত্তম পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন ঘৃণ্য অপবিত্র বস্তু। আর তাদের মুক্ত করেন গুরুভার ও শৃংখল থেকে, যা তাদের উপর ছিল। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে শক্তি যোগায় ও সাহায্য করে এবং অনুসরণ করে সেই নূরের যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২০, ২১, ২৪, ২৭, ৪৩

٢٠-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ
تَسْمَعُوْنَ ○

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং মুখ ফিরিয়ে নেবে না তাঁর থেকে, যখন তাঁর কথা শুনবে;

٢١-وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

২১. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা বলে ঃ আমরা শুনলাম, আসলে তারা শোনে না!

٢٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদের ডাকেন এমন

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ
وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهٖ وَأَنَّهٗٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

কিছুর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন। এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٢٧- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ
وَالرَّسُولَ وَ
تَخُونُوٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা জেনে শুনে বিশ্বাস ভংগ করবে না আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে এবং তোমাদের নিজেদের আমানতে খিয়ানত করবে না।

٤٦- وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ○

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের এবং বিবাদ করবে না নিজেদের মাঝে, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৬৩

٦٣- اَلَمْ يَعْلَمُوٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ
وَرَسُولَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

৬৩. তারা কি জানে না, যে কেউ বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। এ হলো চরম লাঞ্ছনা।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫২, ৫৪, ৫৬

٥٢- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ
وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ○

৫২. আর যে কেউ আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের এবং ভয় করে আল্লাহ্‌কে, আর সাবধান থাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে, এরাই সফলকাম।

٥٤- قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ

৫৪. বলুন ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের, তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তাহলে রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط
وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।

٥٦- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৫৬. আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৩

٣٣- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের, আর বিনষ্ট করো না তোমাদের আমল।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১০

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ
اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط
يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج
فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج
وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ
فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১০. নিশ্চয় যারা আপনার সাথে অংগীকার করে, তারা তো অংগীকার করে আল্লাহ্র সাথে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভংগ করে, তা ভংগ করার পরিণাম তারই। আর যে পূর্ণ করে আল্লাহ্র সাথে যে অংগীকার সে করেছে তা, অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১২

١٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২৪

٢٤- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ

২৪. বলুন ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই,

www.pathagar.com

وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার চাইতে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র হুকুম আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না ফাসিক লোকদের।

আল্লাহ্র যিক্র ও তাস্বীহ

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪১

٤١- ..... وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

৪১. আর তুমি যিক্র কর তোমার রবের বেশিবেশি এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৫

٢٠٥- وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ○

২০৫. আর যিক্র কর তোমার রবের মনে মনে বিণয় ও ভয় সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায়। আর তুমি হয়ো না গাফিল।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৮

٢٨- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم
بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আল্লাহর যিকিরে। জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ১০

١٠- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১০. আর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও যিক্র করবে আল্লাহ্র বেশিবেশি, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

www.pathagar.com

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে। আর যারা উদাসীন হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

٩- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ○

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে, সে বিষয়ে কোন মু'মিনের ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার নেই

সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৬

৩৬. আর যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় নির্দেশ দেন, তখন সে বিষয়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। আর কেউ অমান্য করলে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুমরাহ হবে স্পষ্টরূপে।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ○

যথাযথভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করা, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং জান মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৩৩

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত, আর কখনও মরবে না মুসলিম না হয়ে।

১০৩. তোমরা সবাই একত্র হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্‌র রজ্জুকে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামাতকে, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেম-প্রীতি, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর অনুগ্রহে ভাইভাই। আর তোমরা

١٠٢- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ○
١٠٣- وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ۚ

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

তো ছিলে আগুনের কুণ্ডের কিনারে, তিনি তোমাদের বাঁচালেন তা থেকে, এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

١٠٥- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১০৫. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিজেদের মাঝে, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١٣٣- وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩৩. তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১৯

١١٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ১০, ১১, ১২

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

১০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক তিজারতের, যা তোমাদের নাজাত দেবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে?

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১১. তা হলো ঃ তোমরা ঈমান আসবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে!

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১২. আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, আর স্থায়ী জান্নাতের আবাসস্থলে। ইহাই মহাসাফল্য।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে ডাকা

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৫, ৫৬

৫৫. তোমরা ডাক তোমাদের রবকে বিনীতভাবে ও গোপনে, তিনি তো ভালবাসেন না সীমালংঘনকারীদের।

৫৬. আর তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না পৃথিবীতে, সেখানে শান্তি স্থাপনের পর, আর ডাক আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা নিয়ে। আল্লাহ্‌র রহমত তো নেক্‌-কারদের নিকটবর্তী।

٥٥- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○
٥٦- وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ
بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ
اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

শাফা'আত-সুপারিশ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫

২৫৫. আল্লাহ্ তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা-আর না নিদ্রা। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। কে সে, যে শাফা'আত করবে তাঁর কাছে, তাঁর অনুমতি ব্যতিত? তিনি জানেন, যা কিছু আছে তার সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে তা। আর তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না তাঁর জ্ঞানের, তিনি যা চান তা ছাড়া। পরিব্যপ্ত করে রেখেছে তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনকে, আর ক্লান্ত করে না তাঁকে এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ
لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ
مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৫

৮৫. কেউ ভাল সুপারিশ করলে, তার জন্য থাকবে তাতে তার অংশ আর কেউ মন্দ সুপারিশ করলে তাতেও থাকবে তার অংশ। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

٨٥- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ
نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

www.pathagar.com

তাহিয়্যা-অভিবাদন

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৬

٨٦- وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

৮৬. আর যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তার চাইতেও উত্তমরূপে অভিবাদনের উত্তর দেবে, অথবা অনুরূপ উত্তর দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী।

ওয়াসীলা

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৫

٣٥- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর ও তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৫৬, ৫৭

٥٦- قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ○

৫৬. বলুন ঃ তোমরা ডাক তাদের, আল্লাহ্কে ছাড়া যাদের তোমরা ইলাহ্ মনে কর, তখন দেখবে তাদের কোন শক্তি নেই তোমাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য দূর করার, আর না পরিবর্তন করার।

٥٧- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ○

৫৭. যাদের তারা ডাকে, তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত তাঁর নিকটতর হতে পারে এবং তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে, আর তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের আযাব ভয়াবহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নির্দেশ

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৬৭, ৯২, ৯৯

٦٧- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি,

www.pathagar.com

مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ○

আপনার রবের তরফ থেকে তা আর যদি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না আপনার রবের বাণী। আর আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

٩٢- وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا
أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ○

৯২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট প্রচার করা।

٩٩- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন রাখ।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮, ১৮৮, ১৯৯, ২০০

١٥٨- قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۖ
فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৫৮. বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সবার জন্য সেই আল্লাহ্‌র রাসূল, যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, যিনি উম্মী নবী, যিনি ঈমান রাখেন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর বাণীতে আর তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

١٨٨- قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

১৮৮. আপনি বলুন ঃ আমার অধিকার নেই, আমার নিজের কোন ভাল মন্দের, আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া। আর যদি আমি জানতাম গায়েবের খবর, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম্ এবং আমাকে স্পর্শ করতে পারত না কোন অকল্যাণ। আমি তো

www.pathagar.com

মু'মিন লোকদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।

وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১৯৯. আপনি অবলম্বন করুন ক্ষমাপরায়ণতা, নির্দেশ দিন ভাল কাজের এবং এড়িয়ে চলুন অজ্ঞদের।

١٩٩- خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

২০০. আর যদি আপনাকে প্ররোচিত করে শয়তানের তরফ থেকে কোন প্ররোচনা, তবে আশ্রয় নিন আল্লাহ্‌র। তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন।

٢٠٠- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১২৯

১২৯. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, আর তিনি হলেন অধিপতি মহান আরশের।

١٢٨- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ڭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। সমস্ত শক্তি ও সম্মান আল্লাহ্‌রই, তিনিই সব শোনেন, সব জানেন।

٦٥- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১০৪. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! তোমরা যদি সন্দেহে থাক আমার দীনের ব্যাপারে, তবে জেনে রাখ ঃ আমি ইবাদত করি না তাদের, যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, বরং আমি তো ইবাদত করি আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য।

١٠٤- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ښ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০৫. আর এ-ও যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন দীনে এবং কখনো মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

١٠٥- وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬. আর ডাকবেন না আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে, যে না পারে আপনার কোন

١٠٦- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

উপকার করতে, আর না পারে আপনার কোন অপকার করতে আর যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে ক্লেশ দেন, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি চান আপনার মঙ্গল, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٨- قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৮. বলুন ঃ হে মানুষ! এসেছে তো তোমাদের কাছে সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব, যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো সৎপথ অবলম্বন করবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে কেউ গুমরাহ হবে, সে তো গুমরাহ হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি নই তোমাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۖۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন আপনার প্রতি যে ওহী করা হয় তা এবং সবর করুন আল্লাহ্‌র ফয়সালা পর্যন্ত আর আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১২

١١٢- فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১১২. আর আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন, তাতে দৃঢ়পদ থাকুন এবং যারা আপনার সাথে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে তারাও, আর তোমরা সীমালংঘন করবে না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৮

١٠٨- قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ۚ

১০৮. আপনি বলুন ঃ এই আমার পথ। আমি তো ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে সজ্ঞানে

عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۗ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

আমি এবং আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং আমি নই মুশ্‌রিকদের শামিল।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৬, ৪০

٣٦-... قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۗ
اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

৩৬.... বলুন! আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি আহবান করছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

٤٠-وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০. আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিয়েছি তার কিছু অথবা এর পূর্বে আপনার মৃত্যু দেই, তবে জেনে রাখুন আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আর আমার দায়িত্ব হিসাব নিকাসের।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

٩٤-فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৪. আর আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে তা, আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না মুশরিকদের প্রতি।

٩٥-اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○

৯৫. আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট, ঠাট্টা-বিদ্রোপকারীদের বিরুদ্ধে।

٩٦-الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ স্থির করেছে। অতএব অচিরেই তারা জানতে পারবে!

٩٧-وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ
بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○

৯৭. আর আমি তো জানি অবশ্যই আপনার অন্তর সংকুচিত হয় তারা যা বলে তাতে,

٩٨-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের এবং সিজ্‌দাকারীদের শামিল হন।

٩٩-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى
يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

৯৯. আর ইবাদত করতে থাকুন আপনার রবের আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮২, ১২৫, ১২৭

৮২-فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৮২. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আপনার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।

১২৫-اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১২৫. আপনি ডাকুন আনাপার রবের পথে হিক্‌মত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং আপনি লোকদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব সবিশেষ অবহিত তার সম্বন্ধে, যে তার পথ ছেড়ে গুম্‌রাহ হয় এবং তিনি তাদের সম্বন্ধেও সবিশেষ অবহিত, যারা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে।

১২৭-وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৭. আর আপনি সবর করুন এবং আপনার সবর করা তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। আর আপনি তাদের কারণে দুঃখ করবেন না এবং আপনি সংকুচিত চিত্ত হবেন না, তারা যে ষড়যন্ত্র করে সে জন্য।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯, ৮০, ৮১

৭৯-وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৭৯. আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবেন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন 'মাকামে মাহমূদে'।

৮০-وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ○

৮০. আর বলুন ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে, আর আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।

৮১-وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۭ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

৮১. আর বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ১১০

٢٣-وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ
ذٰلِكَ غَدًا ۝

২৩. আর আপনি কখনো কোন বিষয়ে বলবেন না “অবশ্যই আমি তা করব আগামী কাল”—

٢٤-اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ
اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ
لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝

২৪. ‘ইনশা আল্লাহ্’ না বলে। তবে যখন আপনি ভুলে যান, তখন স্মরণ করবেন আপনার রবকে এবং বলবেন, আশা করা যায়, আমার রব আমাকে এর চাইতে সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।

٢٧-وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ
رَبِّكَ ج لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ قف
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

২৭. আপনি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনো পাবেন না তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।

٢٨-وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج
تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ
مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

২৮. আপনি ধৈর্যসহকারে নিজেকে রাখবেন তাদের সঙ্গে যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে পার্থিব জীবনের শোভা কামনায়। আর আপনি আনুগত্য করবেন না তার, যার অন্তরকে আমি গাফিল করে দিয়েছি আমার স্মরণ থেকে এবং যে অনুসরণ করে তার খেয়াল খুশীর আর যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করেছে।

٢٩-وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ لا
اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا لا
اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا
يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط

২৯. আর বলুন ঃ ‘সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে; অতএব যে ইচ্ছা করে সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে কুফরী করুক। আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য আগুন, পরিবেষ্টন করে আছে যার বেষ্টনী তাদের। তারা যদি পানি চায়, তবে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মত

www.pathagar.com

بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَاۗءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

পানীয়, যা জ্বালিয়ে দিবে তাদের চেহারা, কত নিকৃষ্ট এ পানীয় আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এ জাহান্নাম।

١١٠- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

১১০. আপনি বলুন ঃ আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে কেউ আশা করে তার রবের সাক্ষাতের, সে যেন আমল করে এবং কাউকে শরীক না করে তার রবের।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১১৪, ১৩০, ১৩১

١١٤- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

১১৪. আর আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আর আপনি জল্দী করবেন না কুরআন পাঠে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বলুন ঃ হে আমার রব! আমাকে সমৃদ্ধ করুন জ্ঞানে।

١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۗئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

১৩০. আর আপনি সবর করুন, তারা যা বলে সে বিষয়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে, আর রাতের কিছু অংশেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

١٣١- وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ڏ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

১৩১. আর আপনি প্রসারিত করবেন না আপনার চক্ষুদ্বয় তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে উপভোগের জন্য দিয়েছি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যরূপে, তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রবের দেয়া রিয্ক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৮, ১০৯

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

১০৮. বলুন ঃ আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্,

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

অতএব তোমরা তাঁর প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী হয়ে যাও।

١٠٩-فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○

১০৯. কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমি তো তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি যথাযথভাবে। আর আমি জানি না, যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, না দূরবর্তী।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৯, ৫০

٤٩-قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

৪৯. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥٠-فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫০. অতএব যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৮

٩٦-اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ○

৯৬. আপনি মুকাবিলা করুন ভাল দিয়ে মন্দের। আমি সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা তারা বলে।

٩٧-وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ○

৯৭. আর আপনি বলুন ঃ হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে,

٩٨-وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ○

৯৮. আর আমি আপনার আশ্রয় চাই, হে আমার রব! আমার কাছে তাদের উপস্থিত হওয়া থেকে।

١١٨-وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১১৮. আর আপনি বলুন ঃ হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আর আপনি-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

٥٢-فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

৫২. আর আপনি আনুগত্য করবেন না কাফিরদের এবং এ কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর জিহাদ করুন।

www.pathagar.com

৫৬. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে।

٥٦-وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ○

৫৭. আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান, তবে যে ইচ্ছা করে, সে যেন গ্রহণ করে তার রবের দিকে পথ।

٥٧-قُلۡ مَآ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ
اِلَّا مَنۡ شَآءَ اَنۡ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ○

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র উপর, যিনি মরবেন না আর আপনি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তিনি সবিশেষ অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

٥٨-وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡحَىِّ الَّذِىۡ
لَا يَمُوۡتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهٖ ؕ
وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوۡبِ عِبَادِهٖ خَبِيۡرًا ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭

২১৩. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে, এরূপ করলে আপনি হয়ে পড়বেন শাস্তি প্রাপ্তদের শামিল।

٢١٣-فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ
مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَ ○

২১৪. আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে।

٢١٤-وَاَنۡذِرۡ عَشِيۡرَتَكَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ○

২১৫. আর আপনি বিনয়ী হন সে সব মু'মিনদের প্রতি, যারা আপনার অনুসরণ করে।

٢١٥-وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

২১৬. তবে তারা যদি আপনার অবাধ্য হয়, তাহলে বলে দিন ঃ নিশ্চয় আমি দায়মুক্ত তা থেকে, যা তোমরা কর।

٢١٦-فَاِنۡ عَصَوۡكَ
فَقُلۡ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ○

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর।

٢١٧-وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৫৯, ৬৫, ৬৯, ৭৯, ৯১, ৯২, ৯৩

২৯. আপনি বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর। শ্রেষ্ঠ কি

٥٩- قُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ
الَّذِيۡنَ اصۡطَفٰى ؕ

آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

আল্লাহ্, না সে সব যাদের তারা শরীক করে ?

٦٥- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

৬৫. আপনি বলুন ঃ আসমান ও যমীনে কেউ-ই গায়েব জানে না আল্লাহ্ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

٦٩- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

৬৯. বলুন ঃ তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কেমন ছিল পরিণতি অপরাধীদের।

٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

৭৯. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর, আপনি তো আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

٩١- اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ
هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا
وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ز
وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯১. বলুন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এ নগরীর রবের, যিনি সম্মানিত করেছেন একে। আর সব কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি হই মুসলিমদের শামিল।

٩٢- وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ج فَمَنِ اهْتَدٰى
فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ
اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

৯২. আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি তিলাওয়াত করি কুরআন। অতএব যে কেউ সৎপথ অনুসরণ করে, সে তো সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্তপথে চললে, আপনি বলে দিন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

٩٣- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ
اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৩. আর আপনি বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। অচিরেই তিনি তোমাদের দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা জানতে পারবে। আর তোমাদের রব গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬, ৭১, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮

٥٦- اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ

৫৬. আপনি তো দিহায়েত দান করতে পারেন না তাকে, যাকে আপনি

www.pathagar.com

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

ভালবাসেন। তবে আল্লাহ্ই হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর তিনিই ভাল জানেন হিদায়েত প্রাপ্তদের।

٧١- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ
الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۗ
اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৭১. বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, কোন্ ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি তোমাদের জন্য এনে দিবেন আলো? তবুও কি তোমরা শোনবে না!

٧٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ
تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۗ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৭২. বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করে দেন কিয়ামত পর্যন্ত, কোন্ ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি নিয়ে আসবেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?

٨٥- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ
لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۗ
قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى
وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৮৫. নিশ্চয় তিনি বিধান করে দিয়েছেন আপনার জন্য কুরআনকে, অবশ্যই তিনি ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে জন্মভূমিতে। বলুন ঃ আমার রব ভাল জানেন কে নিয়ে এসেছে হিদায়েত এবং কে আছে স্পষ্ট গুম্রাহীতে।

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى
اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৮৬. আর আপনি তো আশা করেন নি যে, আপনার উপর কিতাব নাযিল করা হবে। এটা তো আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। অতএব আপনি হবেন না কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী।

٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ
وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৮৭. আর তারা যেন আপনাকে কিছুতেই বিমুখ না করে আল্লাহ্র আয়াত থেকে তা আপনার উপর নাযিল হওয়ার পরে। আর আপনি আহবান করুন আপনার রবের দিকে এবং কখনো হবেন না মুশরিকদের শামিল।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

৮৮. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্কে। নেই কোন ইলাহ্

www.pathagar.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا
وَجْهَهٗ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল তাঁর সত্তা ছাড়া। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২০, ৪৫

٢٠- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ
يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২০. বলুন ঃ তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি সূচনা করেছিলেন সৃষ্টির ? এরপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤٥- اُتْلُ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় কিতাব থেকে তা, আর কায়েম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহ্র যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা কর।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪২, ৪৩, ৬০

٤٢- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلُ ۗ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

৪২. বলুন ঃ তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম তাদের, যারা আগে গত হয়ে গেছে। তাদের অনেকেই ছিল মুশ্রিক।

٤٣- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ○

৪৩. আর আপনি কায়েম থাকুন সরল সঠিক দীনে, ঐ দিন আসার আগে, যেদিন আল্লাহ্র তরফ থেকে অনিবার্য, সেদিন মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

٦٠- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ○

৬০. আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। আর আপনাকে যেন বিচলিত না করে তারা যারা ইয়াকীন রাখে না।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪৮

١- يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহ্কে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও

www.pathagar.com

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

২. আর অনুসরণ করুন আপনার প্রতি যে ওহী করা হয়, আপনার রবের তরফ থেকে তার। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৩. আর ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَدَعْ أَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে চলবেন না, উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬

١٠- قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا
رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ
إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

১০. আপনি একথা বলে দিন ঃ হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর তোমাদের রবের ব্যাপারে। যারা ভালকাজ করে এ দুনিয়ায়, তাদের জন্য রয়েছে ভাল পরিণাম। আর আল্লাহ্‌র যমীন তো সুপ্রশস্ত। যারা সবর করে, তাদের পুরস্কার দেয়া হবে বিনা-হিসাবে।

١١- قُلْ إِنِّيْٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ
مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

১১. বলুন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তাঁর জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে,

١٢- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ
أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

১২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি হই প্রথম মুসলিম।

١٣- قُلْ إِنِّيْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৩. বলুন ঃ আমি তো ভয় করছি, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের, মহা দিবসের শাস্তির।

www.pathagar.com

১৪. বলুন ঃ আমি তো ইবাদত করি আল্লাহ্‌র, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে,

١٤- قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ○

১৫. তবে তোমরা ইবাদত কর যার ইচ্ছা তার, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। বলুন ঃ নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা ক্ষতি করল নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনের কিয়ামতের দিন। জেনে রাখ, এটাই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

١٥- فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ
قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান, তবে তোমরা যাদের ডাক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, তারা কি বিদূরিত করতে পারবে সেই কষ্ট ? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহম করতে চান, তবে কি তারা তাঁর সে রহমত ঠেকাতে পারবে ? বলুন ঃ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁরই উপর ভরসা করে ভরসাকারীরা।

٣٨- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ
قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ
هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ
قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৩৯. বলুন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করে যাও নিজ নিজ অবস্থানে থেকে, আমি তো কাজ করে যাচ্ছি। আর শিগ্‌গীরই তোমরা জানতে পারবে—

٣٩- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৪০. কার উপর আসবে শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি।

٤٠- مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৪১. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব মানুষের জন্য সত্যসহ। অতএব যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো তা করবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে কেউ গুমরাহ হবে, সে তো গুমরাহ হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আপনি তাদের উপর কর্মবিধায়ক নন।

٤١- اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ
فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

www.pathagar.com

৪৪. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে সমস্ত শাফা'আত। আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٤٤- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۖ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৬. বলুন ঃ হে আল্লাহ্! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আপনি ফয়সালা করে দেবেন, আপনার বান্দাদের মাঝে, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত তার।

٤٦- قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৫৩. আপনি একথা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা নিরাশ হবে না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন সমস্ত গুনাহ। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٣- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۖ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۖ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪. আর তোমরা অভিমুখী হও তোমাদের রবের এবং তাঁর কাছে তোমাদের সমর্পণ কর, তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে, তারপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

٥٤- وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৫৫. আর তোমরা অনুসরণ কর, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে যে উত্তম জিনিস নাযিল করা হয়েছে তার, এর আগে যে, এসে পড়বে তোমাদের উপর আযাব হঠাৎ আর তোমরা তা টেরও পাবে না-

٥٥- وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়! আমি যে শৈথিল্য করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্য পালনে, সে জন্য আফসোস! আর আমি তো ছিলাম উপহাসকারীদের একজন,

٥٦- اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى
عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ
وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ○

৫৭. অথবা কাউকে যেন বলতে না হয় ঃ যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়েত দান করতেন, তবে আমি হতাম একজন মুত্তাকী,

٥٧- اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

www.pathagar.com

৫৮. অথবা কাউকে যেন, আযাব প্রত্যক্ষ করলে, বলতে না হয় ঃ যদি আর একবার আমার পৃথিবীতে প্রত্যবর্তন ঘটত, তবে আমি হতাম একজন নেক্কার।	٥٨- اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○
৬৪. আপনি বলুন ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে বলছ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে ?	٦٤- قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○
৬৫. অথচ ওহী করা হয়েছে তো আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ঃ যদি তুমি শরীক কর আল্লাহ্র, অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমার কর্ম এবং অবশ্যই তুমি হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।	٦٥- وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○
৬৬. বরং আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং হও শোক্রগুযার।	٦٦- بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

সূরা মু'মিনূন ৪০ ঃ ১৮, ৫৫, ৬৬

১৮. আর আপনি তাদের সতর্ক করুন, আসন্ন বিপদের দিন সম্পর্কে, যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ-কষ্টে। যালিমদের জন্য নেই কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর না এমন কোন সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে।	١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ۬ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○
৫৫. আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের সন্ধ্যায় ও সকালে।	٥٥- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○
৬৬. আপনি বলুন ঃ আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্র পরিবর্তে, যখন এসেছে আমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে।	٦٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ز

www.pathagar.com

আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি নিজেকে সমর্পণ করি রাব্বুল আলামীনের কাছে।

وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৬, ৯, ১৩, ৪৪, ৫২

৬. বলুন ঃ আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, ওহী করা হয় আমার প্রতি যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। অতএব দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাও; আর দুর্ভোগ মুশ্‌রিকদের জন্য।

٦- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ
اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا
اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○

৯. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেই, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করছ ? তিনি তো সারা জাহানের রব।

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ
خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৩. তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন ঃ আমি সতর্ক করছি তোমাদের এক ভয়ংকর শাস্তির আদ ও সামূদের শাস্তির মত।

١٣- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ
صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ○

৪৪. আর যদি আমি নাযিল করতাম কুরআনকে অনারবী ভাষায়, তবে তারা অবশ্যই বলত ঃ কেন এর আয়াত-গুলো বোধগম্য ভাষায় বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি? কি আশ্চর্য! এ কুরআন অনারবী ভাষায়, অথচ রাসূল আরবীয়! বলুন ঃ এ কুরআন তো যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হিদায়েত ও শিফা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, তাদের যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا
لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ط
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط
اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ○

৫২. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ

٥٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ
اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ○

থেকে হয়, তারপর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে কে অধিক গুমরাহ, যে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে ?

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ৪৮

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ
فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ○

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা এবং এর চারদিকের লোকদের, আর সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দিন একদল হবে জান্নাতী এবং একদল হবে জাহান্নামী।

١٣- شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ
اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ
مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

১৩. আল্লাহ্ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য দীন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহ্‌কে আর যা আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা কায়েম কর দীন এবং মতভেদ করো না তাতে। অতি দুর্বহ মুশরিকদের কাছে তা, যার প্রতি আপনি তাদের আহ্বান করেন। আল্লাহ্ তাঁর জন্য বেছে নেন যাকে চান এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে দীনের দিকে হিদায়েত দান করেন।

١٤- وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১৪. তারা তো নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত। যদি না থাকত এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত, তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়েই যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা তো রয়েছে সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে।

১৫. অতএব আপনি সেদিকেই দাওয়াত দিন এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন তাতে, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল-খুশির। আর বলুন ঃ আমি ঈমান এনেছি, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি ন্যায়বিচার করতে তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্ই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের। নেই কোন ঝগড়া-বিবাদ আমাদের ও তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্ই একত্র করবেন আমাদের এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

١٥- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ
كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ
لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ
اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

২৩. আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের কাছে দীনের ব্যাপারে কোন প্রতিদান চাই না আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া। যে কেউ কোন উত্তম কাজ করে, আমি বৃদ্ধি করি তার জন্য তাতে কল্যাণ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

٢٣- ...قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৪৮. আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের উপর হিফাযতকারীরূপে। আপনার কাজ তো কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া। আর আমি যখন আস্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত, তখন সে উৎফুল্ল হয় তাতে এবং যখন আপতিত হয় তাদের উপর কোন বিপদ তাদের কৃতকর্মের দরুন, তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ।

٤٨- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ
وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ
فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

সূরা যুখ্রুফ, ৪৩ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধরুন যে ওহী আপনার কাছে করা হয় তা, আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ
اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

www.pathagar.com

৪৪. নিশ্চয় কুরআন তো আপনার ও আপনার কাওমের জন্য নসীহত আর অচিরেই তোমাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

٤٤- وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ○

৪৫. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের। আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ যাদের ইবাদত করা যায়?

٤٥- وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৮১. আপনি বলুন ঃ যদি থাকত দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান তাহলে আমি হতাম তাঁর ইবাদতকারীদের মধ্যে প্রথম।

٨١- قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

৮২. তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র মহান আসমান ও যমীনের অধিপতি ও আরশের অধিপতি।

٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

৮৩. অতএব, আপনি ছেড়ে দিন তাদের বাকবিতণ্ডা ও খেল তামাশা করতে, সেদিনের সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত যেদিনের ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছে।

٨٣- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৪, ১৮, ২৬

১৪. বলুন মু'মিনদের ঃ তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদের, যারা আশা রাখে না আল্লাহ্‌র দিনগুলোর। কেননা, তিনি প্রতিদান দিবেন প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের।

١٤- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

১৮. আর আমি তো প্রতিষ্ঠিত করেছি আপনাকে দীনের সুপ্রশস্ত রাস্তায়, সুতরাং আপনি অনুসরণ করুন তাঁর। আর অনুসরণ করবেন না, যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশীর।

١٨- ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৬. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন তোমাদের তারপর মৃত্যু ঘটান তোমাদের, আর তিনিই তোমাদের

٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ

الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে নেই কোন সন্দেহ। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ৪, ৯, ১০, ৩৫

٤- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ط
اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ তাদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? দেখাও আমাকে, তারা কি সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে, অথবা আছে কি তাদের কোন অংশীদারিত্ব আসমানে ? উপস্থিত কর আমার কাছে এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٩- قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ
وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ط
اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى
اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৯. আপনি বলুন ঃ আমি তো নই কোন নতুন রাসূল এবং আমি জানি না কী করা হবে আমার ব্যাপারে ও তোমাদের ব্যাপারে। আমি তো অনুসরণ করি কেবল আমার প্রতি যে ওহী করা হয় তার। আর আমি নই একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই।

١٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ
فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি হয় এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, আর সাক্ষ্য দিয়েছে একজন সাক্ষী বনু ইসরাঈল থেকে এর অনুরূপ, এরপর ঈমান এনেছে এ কুরআনের উপরও অথচ তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো! নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ط
كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۲

৩৫. আর আপনি সবর করুন, যেমন সবর করেছিল দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ এবং আপনি জল্‌দি করবেন না কাফিরদের ব্যাপারে। তারা যেদিন প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল

www.pathagar.com

لَمْ يَلْبَثُوٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ
بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ
اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

তা, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেনি দিনের এক দণ্ডের বেশি। এ হল এক ঘোষণা। ফাসিক লোকদেরকে ধ্বংস করা হবে।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১৯

١٩- فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ○

১৯. আর জেনে রাখুন, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মু'মিন নর-নারীর জন্য। আর আল্লাহ্ জানেন তোমাদের গতিবিধি এবং তোমাদের অবস্থান।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

١٤- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۚ
قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۚ
وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. বলেছিল মরুবাসীরা ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং বল ঃ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি আর এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে আল্লাহ্ হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল বিন্দু পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا
وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে, তারাই সত্যবাদী।

١٦- قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৬. বলুন ঃ তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহ্‌কে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয় সম্যক জ্ঞাত।

١٧- يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۚ

১৭. তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে মনে

قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ
لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

করে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের প্রতি তোমাদের হিদায়েত দান করে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৩৯, ৪০, ৪৫

٣٩- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৩৯. আর আপনি সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে,

٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৪০. এবং তাঁর তাস্বীহ্ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশে এবং সালামের পরেও।

٤٥ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ
وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ قف
فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪৫. আমি তো জানি, তারা যা বলে তা এবং আপনি তো নন তাদের উপর জবরদস্তিকারী। সুতরাং আপনি উপদেশ দান করুন কুরআন দিয়ে যে ভয় করে আমার সতর্কবাণীকে।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৫

٥٥- وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা, উপদেশ উপকারে আসে মু'মিনদের।

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ○

২৯. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো আপনার রবের অনুগ্রহে গণকও নন এবং পাগলও নন।

٣٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ
نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ○

৩০. তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা প্রতীক্ষা করছি তার মৃত্যুর ?

٣١- قُلْ تَرَبَّصُوْا
فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ○

৩১. আপনি বলে দিন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

www.pathagar.com

٤٥-فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ
فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝

৪৫. আর আপনি তাদের ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা বজ্রাঘাতে অচেতন হয়ে পড়বে।

٤٦-يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا
وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৬. যেদিন কোন কাজে আসবে না তাদের কোন চক্রান্ত, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٤٧-وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ
ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৭. নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে এ ছাড়া আরো শাস্তি, কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না।

٤٨-وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

৪৮. আর আপনি সবর করুন, আপনার রবের তরফ থেকে নির্দেশের জন্য এবং আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। আর আপনি সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের, ঘুম থেকে উঠে,

٤٩-وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

৪৯. এবং রাতেও আর তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন, তারকারাজি ডুবে যাওয়ার পরও।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ২৯, ৩০

٢٩-فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا
وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

২৯. আর আপনি এড়িয়ে চলুন তাকে, যে বিমুখ আমার স্মরণ থেকে, সে তো চায় কেবল দুনিয়ার যিন্দেগী।

٣٠-ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝

৩০. এটাই তাদের জ্ঞানের সীমানা। নিশ্চয় আপনার রব ভাল জানেন, কে গুম্রাহ হয়েছে তার পথ থেকে এবং তিনি ভাল জানেন কে হেদায়েত লাভ করেছে।

সূরা ওয়াকিয়াহ্, ৫৬ ঃ ৪৯, ৫০, ৭৪

٤٩-قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝

৪৯. আপনি বলুন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের-

٥٠-لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ
يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

৫০. অবশ্যই এদের সকলকে একত্র করা হবে, এক নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দিনে।

٧٤-فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৭৪. অতএব আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার মহান রবের নামের।

www.pathagar.com

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ১২

১২. হে নবী! যখন আসে আপনার কাছে মু'মিন নারীরা এ মর্মে বায়'আত করার জন্য যে, তারা শরীক করবে না কোন কিছু আল্লাহ্‌র সাথে, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনেশোনে কোন অপবাদ রটাবে না এবং আপনাকে অমান্য করবে না নেককাজে তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং ক্ষমা চাইবেন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ
اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ
يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৮, ১১

৮. আপনি বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাও, অবশ্যই সে মৃত্যু তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন, যা তোমরা করতে।

٨- قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ
فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১১, বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা শ্রেয়, খেল-তামাশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

١١- قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ
وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭, ৮

৭. কাফিররা মনে করে যে, মৃত্যুর পরে তাদের কখনো জীবিত করে উঠান হবে না। বলুন ঃ হাঁ, কসম আমার রবের! অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠান হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদের অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে সে সম্বন্ধে। আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

٧- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ
يُّبْعَثُوْا ۗ
قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

www.pathagar.com

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কুরআন আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ্ যা তোমরা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٨- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْۤ
اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ○

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৪৮

৮. আর আপনি অনুসরণ করবেন না সত্য অস্বীকারকারীদের।

٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِیْنَ ○

৯. তারা চায় যে, যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।

٩- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُوْنَ ○

১০. আর আপনি অনুসরণ করবে না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

١٠- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِیْنٍ ○

১১. যে পেছনে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়,

١١- هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِیْمٍ ○

১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

١٢- مَّنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتَدٍ اَثِیْمٍ ○

১৩. যে রূঢ় স্বভাবের, তদুপরি জারজ,

١٣- عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِیْمٍ ○

১৪. তার তো আছে অনেক সম্পদ ও সন্তানসন্ততি।

١٤- اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِیْنَ ○

৪৮. আর আপনি সবর করুন আপনার রবের হুকুমের জন্য এবং আপনি হবেন না মাছের সাথীর মত, যখন সে কাতর প্রর্থনা করেছিল বিষাদ বিষণ্ন অবস্থায়।

٤٨- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ
اِذْ نَادٰی وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ○

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৫২

৫২. অতএব আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার মহান রবের নামের।

٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ ○

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৫

৫. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন পরম ধৈর্য।

٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیْلًا ○

www.pathagar.com

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩

২০. আপনি বলুন ঃ আমি তো ডাকি কেবল আমার রবকে আর আমি শরীক করি না তাঁর সাথে কাউকে।

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ
وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ○

২১. বলুন ঃ আমি ক্ষমতা রাখি না তোমাদের কোন অমংগলের আর না কোন মংগলের।

٢١- قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○

২২. বলুন ঃ কেউ-ই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আর কখনো আমি কোন আশ্রয় পাব না আল্লাহ্ ছাড়া,

٢٢- قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۵
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

২৩. আমার কাজ তো কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌছান এবং তাঁর বাণী প্রচার করা। আর যে কেউ অমান্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۭ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ○

সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ২০

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী!

١- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○

২. আপনি রাতে ইবাদত করুন, রাতের কিছু অংশ ছাড়া,

٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৩. অর্ধ রাত বা তার চাইতে কিছু কম-

٣- نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○

৪. অথবা তার চাইতে কিছু বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে,

٤- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

৫. অবশ্যই আমি শিগ্‌গীরই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুতর বাণী।

٥- اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

৬. নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দমনে প্রবলতর এবং কথার দিক দিয়ে অধিক কার্যকর।

٦- اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً
وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ○

৭. নিশ্চয় আপনার তো রয়েছে দিনে অনেক কাজ।

٧- اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ○

٨-وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

৮. অতএব আপনি যিকির করুন আপনার রবের নাম এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে মগ্ন থাকুন।

٩-رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ
إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

৯. তিনি রব পূর্ব ও পশ্চিমের। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।

١٠-وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

১০. আর সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং পরিহার করে চলুন তাদের সৌজন্য সহকারে।

١١-وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ
وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে সব সত্য অস্বীকারকারীদের যারা বিত্ত-বৈভবের অধিকারী, আর তাদের কিছুকাল অবকাশ দিন।

٢٠-إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنٰى
مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ
وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ
أَنْ لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ
وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ
وَاٰخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ
وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি তো ইবাদত করেন কখন রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখন অর্ধাংশ এবং কখন এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সাথে যারা আছে, তাদের একদলও। আর আল্লাহ্-ই পরিমাণ নির্ধারণ করেন রাত ও দিনের। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, তাই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন। অতএব তোমরা তিলাওয়াত কর কুরআন থেকে, যতটুকু তোমাদের পক্ষে সহজ। আল্লাহ্ জানেন যে, অবশ্যই তোমাদের মাঝে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কতক পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে, আর কেউ কেউ যুদ্ধ করবে আল্লাহ্র পথে। অতএব তোমরা তিলাওয়াত কর কুরআন থেকে, যতটুকু তোমাদের পক্ষে সহজ। আর কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দাও আল্লাহ্কে 'করযে হাসানা'। আর তোমরা যা কিছু ভাল অগ্রিম পাঠাবে

www.pathagar.com

هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ط
وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

তোমাদের কল্যাণের জন্য, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে, তা-ই শ্রেয় এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

١- يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○
٢- قُمْ فَاَنْذِرْ ○
٣- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○
٤- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○
٥- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○
٦- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○
٧- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী!
২. উঠুন এবং সতর্ক করুন,
৩. এবং আপনার রবেরই মহিমা ঘোষণা করুন,
৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন,
৫. এবং শির্‌ক পরিহার করুন,
৬. আর দান করবেন না বেশী পাওয়ার আশায়,
৭. এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সবর করুন।

সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ○
١٧- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○
١٨- فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○
١٩- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ○

১৬. আপনি ওহীর ব্যাপারে আপনার জিহ্বা সঞ্চালিত করবেন না, তা ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব তা একত্র করণ ও পাঠ করান।
১৮. অতএব, যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি অনুসরণ করবেন সে পাঠের,
১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব তার বিশদ বর্ণনার।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

٢٣- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ○
٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

২৩. আমিই নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন ক্রমেক্রমে।
২৪. অতএব আপনি সবর করুন আপনার রবের হুকুমের জন্য, আর আপনি

www.pathagar.com

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ○

আনুগত্য করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার।

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

২৫. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার রবের সকালে ও সন্ধ্যায়,

٢٦- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ○

২৬. এবং রাতের কিছু অংশে সিজ্‌দাবনত হন তাঁর প্রতি আর তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন রাতের দীর্ঘ সময়।

সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ○

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে ঃ কখন তা সংঘটিত হবে ?

٤٣- فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ○

৪৩. কি সম্পর্কে আপনার এর আলোচনার সাথে ?

٤٤- اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ○

৪৪. আপনার রবেরই কাছে এর চূড়ান্ত জ্ঞান।

٤٥- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ○

৪৫. আপনি তো সতর্ককারী কেবল তার যে এর ভয় রাখে।

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

١- عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ○

১. তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন,

٢- اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ○

২. কেননা, তাঁর কাছে এসেছিল অন্ধ লোকটি।

٣- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ○

৩. আর আপনি কেমন করে জানবেন হয়-তো বা সে আত্মশুদ্ধি লাভ করত,

٤- اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ○

৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তার উপকারে আসত উপদেশ।

٥- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ○

৫. পক্ষান্তরে যে বেপরওয়া,

٦- فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ○

৬. আপনি তাঁরই প্রতি মনযোগ দিয়েছেন।

٧- وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ○

৭. আর আপনার কোন দায়িত্ব নেই যদি সে নিজে পরিশুদ্ধ না হয়।

٨- وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ○

৮. অপর পক্ষে যে ছুটে এলো আপনার কাছে,

www.pathagar.com

٩- وَهُوَ يَخْشَىٰ ○

৯. এবং সে ভয়ও করে,

١٠- فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ○

১০. আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন!

١١- كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○

১১. না, এরূপ করবেন না, এ ঘটনা তো উপদেশ।

١٢- فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ○

১২. অতএব যে চায়, সে এ কুরআন স্মরণে রাখুক।

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○

১. আপনি তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন আপনার সুমহান রবের নামের,

٢- الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ○

২. যিনি সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন,

٣- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ○

৩. আর যিনি সব কিছু পরিমিত করেন এবং পথ নির্দেশ দেন,

٤- وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ○

৪. আর উৎপন্ন করেন তৃণ-লতাদি,

٥- فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ○

৫. পরে তা পরিণত করেন ধূসর আবর্জনায়,

٦- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ○

৬. অবশ্যই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না,

٧- إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ○

৭. তবে আল্লাহ্ যা চান, তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়।

٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ○

৮. আর আমি সুগম করে দেব আপনার জন্য সহজ পথ।

٩- فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ○

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ উপকারে আসে।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪

٢١- فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ○

২১. আর আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা,

٢٢- لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ○

২২. আপনি তো নন তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক।

٢٣- إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ○

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফরী করলে,

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৫৩, ৫৫

৫২. আর যখন তোমরা নবী পত্নীদের কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার আঁড়াল থেকে চাইবে। ইহা অধিকতর পবিত্র তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য। তোমাদের কারো আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। আর তোমাদের জন্য কখন বৈধ নয় যে, তোমরা বিবাহ করবে, তাঁর স্ত্রীদের তাঁর পরে। নিশ্চয় এ হলো ঘোরতর অপরাধ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে।

৫৩-......وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا ○

৫৫. কোন অপরাধ নেই নবী পত্নীদের তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের আপন নারীদের ও অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ব্যাপারে পর্দা না করায়। হে নবী পত্নীগণ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

৫৫-لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৫

৫. (নবী পত্নীগণ!) যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তবে অচিরেই তাঁর রব আল্লাহ্ তাঁকে দিবেন তোমাদের স্থানে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যারা হবে নিবেদিত, ঈমানদার অনুগতা তাওবাকারী ইবাদতকারী রোযাদার অকুমারী ও কুমারী।

৫-عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ অধিকার

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৫০, ৫১, ৫২

৫০. হে নবী! আমি বৈধ করেছি আপনার জন্য আপনার সে সব স্ত্রীদের যাদের আপনি মাহ্‌র দিয়েছেন এবং যারা আপনার মালিকানাধীন রয়েছে, আল্লাহ্ আপনাকে যে 'ফায়' দিয়েছেন তা

৫০-يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

www.pathagar.com

وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ
وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ
خٰلٰتِكَ الّٰتِیْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ
وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّسْتَنْكِحَهَا ۗ
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ
فِیْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ
لِكَیْلَا یَكُوْنَ عَلَیْكَ حَرَجٌ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ○

থেকে, আর আপনার বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যাদের, আপনার ফুফুর কন্যাদের, আপনার মামার কন্যাদের, আপনার খালার কন্যাদের, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে এবং কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে বিনা-মাহ্রে বিবাহের জন্য নিবেদন করে আর নবীও যদি তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে ইহা বিশেষ করে আপনার জন্য বৈধ। অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয়, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। আমি জানি যা আমি 'ফরয' করেছি মু'মিনদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে তা আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥١- تُرْجِیْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ
وَ تُـْٔوِیْۤ اِلَیْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ ؕ
ذٰلِكَ اَدْنٰۤی اَنْ تَقَرَّ اَعْیُنُهُنَّ
وَلَا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ
بِمَاۤ اٰتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ
وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَلِیْمًا ○

৫১. আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে রাখতে পারেন। তবে যাকে আপনি দূরে রেখেছেন তাকে কাছে রাখতে চাইলে আপনার কোন অপরাধ নেই। ইহা এই জন্য যে, এতে তাদের সন্তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না। আর আপনি তাদের যা দিবেন তাতে তারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ জানেন যা আছে তোমাদের অন্তরে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

٥٢- لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ
وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
اِلَّا مَا مَلَكَتْ یَمِیْنُكَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ رَّقِیْبًا ○

৫২. এরপর, আপনার জন্য অন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও আপনাকে মুগ্ধ করে তাদের সৌন্দর্য। তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীদের কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

www.pathagar.com

সিরাতে মুস্তাকীম-সরল-সঠিক পথ

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫, ৬, ৭

৫. আপনি আমাদের দেখান সরল সঠিক পথ,

٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

৬. তাদের পথ, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন,

٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭. তাদের পথ নয় যারা গযবে নিঃপতিত এবং তাদের পথও নয় যারা গুম্‌রাহ্‌।

٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৪২, ২১৩

১৪২. অচিরেই বলবে নির্বোধ লোকেরা যে, কিসে ফিরাল তাদের সে কিব্‌লা থেকে, যা এ যাবৎ তারা অনুসরণ করে আসছিল ? বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম তো আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে চান পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

١٤٢- سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ
مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا
عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط
يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাত। তারপর আল্লাহ্‌ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তিনি নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ। যে বিষয়ে মানুষ মতভেদ করত, সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসার জন্য। যাদের সে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত তাতে মতভেদ করেছিল। তবে যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ্‌ তাদের নিজ অনুগ্রহে হেদায়েত দান করেন যে বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করত তাতে। আল্লাহ্‌ যাকে চান, তাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

٢١٣- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ
اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج
فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط
وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৫১, ১০১

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা

٥١- اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط

www.pathagar.com

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

١٠١- وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ
وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ
رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১০১. আর কিরূপে তোমরা কুফরী করবে, যখন তিলাওয়াত করা হয় তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, আর রয়েছেন তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল ? আর কেউ দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে আল্লাহ্‌কে, সে তো পরিচালিত হবে সরল সঠিক পথে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৫

١٧٥- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ
وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

১৭৫. আর যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাঁকে, তিনি অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে এবং তাদের পরিচালিত করবেন তাঁর দিকে সরল সঠিক পথে।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৯, ১২৫, ১২৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬১, ১৬২, ১৬৩

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى
الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ
يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩৯. আর যারা অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহ তারা তো বধির ও বোবা, তারা রয়েছে অন্ধকারে। আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথে স্থাপন করেন।

١٢٥- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ
يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ
يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ
اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২৫. আর আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করতে চান, তিনি প্রশস্ত করে দেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য এবং তিনি যাকে গুমরাহ্ করতে চান তিনি অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন তার বক্ষ, যেন সে অতিকষ্টে আসমানে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেন তাদের যারা ঈমান রাখে না।

١٢٦- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২৬. আর এটাই হলো আপনার রবের নির্দেশিত সরল সঠিক পথ। আমি তো বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য।

www.pathagar.com

১৫১. আপনি বলুন ঃ এসো আমি পাঠ করে শোনাই যা তোমাদের রব হারাম করেছেন তোমাদের জন্য তা, তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে, আমিই রিয্ক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেই যাবে না, তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, আল্লাহ্ যা হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ
اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫২. আর তোমরা কাছেও যাবে না ইয়াতীমের মালের উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় আর পুরাপুরি দেবে পরিমাপে ও ওযনে ন্যায্যভাবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্যভাবে বলবে, তা আপনজনদের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ
وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

১৫৩. আর এই-ই আমার সরল সঠিক পথ, অতএব তোমরা তা অনুসরণ কর, আর অনুসরণ করবে না নানা পথ, করলে তা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে তাঁর পথ থেকে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও।

١٥٣- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৬১. আপনি বলুন ঃ আমার রব তো আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল-সঠিক পথে। সুপ্রতিষ্ঠিত দীনে, একনিষ্ঠ

١٦١- قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ

www.pathagar.com

حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

ইব্‌রাহীমের মিল্লাতে, আর সে মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٦٢- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

১৬২. নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

١٦٣- لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম মুসলিম।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৫

٢٥- وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ السَّلٰمِ ۖ
وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

২৫. আর আল্লাহ্ আহবান করেন শান্তির আবাসের দিকে এবং তিনি পরিচালিত করেন যাকে চান সরল সঠিক পথে।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ১

١- الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ أَنزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব আমি নাযিল করেছি তা আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশক্রমে সে পথের দিকে যা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৬

٣٦- وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৪

٥٤-.....وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوٓا
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৫৪. ... নিশ্চয় আল্লাহ্ পরিচালিত করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে সরল সঠিক পথে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৩, ৭৪

٧٣- وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৭৩. আর আপনি তো আহবান করেন তাদের সরল সঠিক পথের দিকে।

www.pathagar.com

৭৪. কিন্তু যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, তারা তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

٧٤-وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪৬

৪৬. আমি তো নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর আল্লাহ্ পরিচালিত করেন, যাকে চান সরল সঠিক পথে।

٤٦-لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِیْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৬

৬. আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, আপনার রবের তরফ থেকে তা অবশ্যই সত্য এবং তা পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্র দিকে পথ দেখায়।

٦- وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِیْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৬০, ৬১

১. ইয়া-সী-ন,

২. কসম হিকমতপূর্ণ কুরআনের,

৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের একজন,

৪. আপনি আছেন সরল সঠিক পথে।

৬০. হে বনূ আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা দাসত্ব কর না শয়তানের, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

৬১. আর ইবাদত কর আমারই, এটাই সরল সঠিক পথ।

١- يٰسٓ ○

٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○

٣- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

٤- عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

٦٠- اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِیْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

٦١- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِیْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

সূরা শূরা ৪২ ঃ ৫২, ৫৩

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি আলকুরআন আমার নির্দেশে। আপনি তো জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, পথনির্দেশ করি এ দিয়ে আমি যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে। আর

٥٢- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِیْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

আপনি তো কেবল সরল সঠিক পথ দেখান-

٥٣- صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ○

৫৩. সেই আল্লাহ্‌র পথ, যিনি মালিক যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তাঁর। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে সব বিষয়।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৪৩, ৬১, ৬৪

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন, আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।

٦١- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬১. আর নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা সন্দেহ করো না এতে এবং মেনে চল আমার কথা। এটাই সরল সঠিক পথ।

٦٤- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ-ই আমার রব এবং তোমাদের রব। অতএব তোমরা ইবাদত কর তাঁরই। এটাই সরল সঠিক পথ।

সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ১, ২, ৩

١- اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ○

১. নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি আপনাকে–

٢- لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

২. যেন মাফ করেন আপনাকে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত আপনার প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে,

٣- وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ○

৩. এবং সাহায্য দান করেন আপনাকে আল্লাহ্ বলিষ্ঠ সাহায্য।

আল্লাহ্‌র কতিপয় নির্দেশ

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১, ১৫২

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ

১৫১. বলুন ঃ এসো আমি পাঠ করে শোনাই যা তোমাদের রব হারাম করেছেন

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য তা — তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে, আমিই রিয্‌ক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেই যাবে না, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে, আল্লাহ্ যা হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবেনা। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫২. আর তোমরা কাছেও যাবে না ইয়াতীমের মালের উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, আর পুরাপুরি দেবে পরিমাপে ও ওযনে ন্যায্যভাবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্যভাবে বলবে, তা আপন জনদের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহ্‌কে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩

৩৩. বলুন ঃ নিশ্চয় হারাম করেছেন আমার রব অশ্লীলতা প্রকাশ্য ও গোপন আর পাপ ও অসঙ্গত বিরুদ্ধচারিতা। আরো হারাম করেছেন যে, তোমরা শরীক করবে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু, যার প্রমাণ তিনি পাঠাননি এবং তোমরা বলবে না আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু, যা তোমরা জান না।

٣٣- قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়-বিচারের, সদাচরণের এবং আত্মীয়

٩٠- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

www.pathagar.com

وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

স্বজনকে দানের, আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও সীমা-লংঘনকে, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

٩١-وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

৯১. আর তোমরা পূর্ণ করবে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার যখন পরস্পর অঙ্গীকারের আবদ্ধ হবে এবং তোমরা ভঙ্গ করবে না শপথ তা দৃঢ় করার পরে, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে যামিন করে তা করেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা কর।

٩٤-وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৯৪. আর তোমরা ব্যবহার করবে না তোমাদের শপথ একে অপরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, এরূপ করলে পা পিছলিয়ে যাবে তা স্থির হওয়ার পর এবং ভোগ করবে কষ্ট, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যে বাধা দিতে সে কারণে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

٩٥-وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯৫. আর তোমরা বিক্রি করবে না আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৪, ২০৫

٢٠٤-وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোনিবেশ সহকারে তা শোনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

٢٠٥-وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

২০৫. আর স্মরণ করবে তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও ভয় সহকারে, আর অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি হবে না গাফিলদের শামিল।

www.pathagar.com

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২

২. মু'মিন তো তারা, যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে যখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ্‌কে এবং যখন তাদের পাঠ করে শোনানো হয় তাঁর আয়াতসমূহ, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে।

٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৯৮

৯৮. আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

٩٨- فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

কাফির মুশরিকদের সাথে চুক্তি বাতিল সম্পর্কে

সূরা, তাওবা, ৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১. এ হলো সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে, সে সব মুশরিকদের ব্যাপারে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ।

١- بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

২. তারপর তোমরা চলাফেরা করবে দেশে চারমাস কাল এবং জেনে রাখ যে, তোমরা হীনবল করতে পারবে না আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করন কাফিরদের।

٢- فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

৩. এ এক ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য মহান হজ্জের দিনে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত মুশরিকদের ব্যাপারে। তবে যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো হীনবল করতে পারবে না আল্লাহ্‌কে। আর কাফিরদের সংবাদ দিন মর্মন্তুদ শাস্তির।

٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىۤءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

www.pathagar.com

৪. কিন্তু মুশ্‌রিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তিপূর্ণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

٤- إِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৫. তারপর যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ, তখন হত্যা করবে মুশ্‌রিকদের যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বন্দী করবে। অবরোধ করবে আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওঁৎপেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ
وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬. যদি মুশ্‌রিকদের থেকে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পারে। তারপর তাকে পৌঁছে দিবেন তার নিরাপদ ঠিকানায়। ইহা এজন্য যে, তারা এমন লোক যারা জানে না।

٦- وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ
فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ
ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

৭. কি করে বলবৎ থাকবে মুশ্‌রিকদের চুক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে মসজিদে হারামের কাছে ? যে পর্যন্ত তারা স্থির থাকবে তোমাদের সাথে চুক্তিতে এবং তোমরাও স্থির থাকবে তাদের সাথে চুক্তিতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন মুত্তাকীদের।

٧- كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

আর কেমন করে বলবৎ থাকবে ? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়,

٨- كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ
يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى
قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

তবে তারা কোন মর্যাদা দেবে না তোমাদের আত্মীয়তার, আর না অংগীকারের। তারা তো কেবল মুখেই তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তা অস্বীকার করে তাদের অন্তর। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

٩- اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا
فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ اِنَّهُمْ
سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯. তারা বিক্রি করে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অতি তুচ্ছমূল্যে এবং বাধা দেয় লোকদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে। নিশ্চয় তা অতিশয় নিকৃষ্ট, যা তারা করে।

١٠- لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ
اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

১০. তারা মর্যাদা রক্ষা করে না কোন মু'মিনের আত্মীয়তার সম্পর্কের আর না অংগীকারের, তারাই তো সীমা-লংঘনকারী।

١١- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۚ
وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১১. তবে তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তো তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি আয়াতসমূহকে লোকদের জন্য যারা জানে।

١٢- وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ
فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ
اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

১২. কিন্তু যদি তারা তাদের অংগীকার ভংগ করে চুক্তি করার পরে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফির নেতাদের সাথে, কেননা তাদের অংগীকারের কোন মূল্য নেই। আশা করা যায়, তারা নিবৃত্ত হবে।

١٣- اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا
اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا
بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ
اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৩. তোমরা কি যুদ্ধ করবে না সেই কাওমের বিরুদ্ধে, যারা ভংগ করেছে অঙ্গীকার এবং তারা সংকল্প করেছে রাসূলকে বহিষ্কার করার ? তারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মু'মিন হও।

www.pathagar.com

١٤- قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ
وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তোমাদের বিজয়ী করবেন তাদের উপরে, আর প্রশান্ত করবেন মু'মিন লোকদের হৃদয়,

١٥- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط
وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৫. আর তিনি বিদূরিত করবেন তাদের হৃদয়ের ক্ষোভ। আল্লাহ্ মাফ করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০

١٧- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا
مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج
وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আবাদ করবে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ, যখন তারা স্বীকার করে নিজেদের কুফ্‌রীর কথা। তারা তো এমন যাদের সব কর্ম ব্যর্থ হয়েছে, আর তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

١٨- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى
اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ তো কেবল আবাদ করবে তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতে এবং কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত, আর ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে। সুতরাং আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল।

١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط

১৯. হাজীদের পানি পান করান ও মসজিদে হারামকে আবাদ রাখার সওয়াবকে কি তোমরা তাদের সাওয়াবের সমতুল্য মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌তে ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে ? না, তা সমতুল্য নয়

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

আল্লাহ্‌র কাছে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

১০৭- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন ও কুফরীর উদ্দেশ্যে, মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে ঃ আমরা তো এরূপ করেছি কেবল সদুদ্দেশ্যেই আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন তারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮- لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৮. আপনি সালাতের জন্য কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না। অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার ভিত্তিতে স্থাপিত, তা-ই আপনার সালাতের জন্য অধিকযোগ্য। সেখানে রয়েছে এমন অনেক লোক, যারা ভালবাসে পবিত্রতা অর্জন করাকে এবং আল্লাহ্ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জন-কারীদের।

১০৯- اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক গর্তের পতোন্মুখ কিনারায়, ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয় ? আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

১১০- لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১১০. যে ঘর তারা নির্মাণ করেছে, তা তাদের অন্তরে সন্দেহ উদ্রেকের কারণ হয়ে থাকে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

www.pathagar.com

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কুফ্‌রী করলে তাদের সাথে আচরণ

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২৩

২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা গ্রহণ করবে না তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভাইদের অন্তরঙ্গরূপে, যদি তারা ভালবাসে কুফরীকে ঈমানের মুকাবিলায়, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, তারা তো যালিম।

٢٣- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১৫

১৫. আর যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করবে এবং অবলম্বন করবে তার পথ, যে আমার অভিমুখী, তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যোবর্তন, তখন আমি তোমাদের অবহিত করব সে বিষয়ে যা তোমরা করতে।

١٥- وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৩, ২৪

২৩. আর তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ইবাদত করবে না তিনি ছাড়া অন্য কারো এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের বলবে না ‘উহ্’ এবং তাদের ধমকও দিবে না এবং তাদের সাথে বলবে সম্মানসূচক কথা।

٢٣- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

২৪. আর অবনমিত করবে তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিনয়ের সাথে এবং

٢٤- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

www.pathagar.com

الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

বলবে ঃ হে আমার রব! দয়া করুন তাদের প্রতি যেভাবে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন শৈশবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৮

٨- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ
وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ
اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে, তবে যদি তারা তোমার উপর চাপ দেয় আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমিই তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে তা।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১৪, ১৫

١٤- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

১৪. আর আমি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে এবং দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং তুমি কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি এবং তোমার মাতাপিতার প্রতি। আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

١٥- وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ
فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫
وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ
ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৫. আর যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করবে এবং অবলম্বন করবে তার পথ যে আমার অভিমুখী। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের অবহিত করব সে বিষয়ে যা তোমরা করতে।

www.pathagar.com

সূরা আহ্‌যাব, ৪৬ ঃ ১৫

১৫. আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভেধারণ করে কষ্টের সাথে এবং সে তাকে প্রসব করে কষ্টের সাথে। তার গর্ভেধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস। তারপর যখন সে পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে ঃ হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি আপনার নিয়ামতের, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে দিয়েছেন, আর যেন আমি নেকআমল করতে পারি, যা আপনি পসন্দ করেন এবং আমার কণ্যাণের জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের নেক্কার বানান। আমি তো আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি তো মুসলিমদের একজন।

١٥- وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ،
وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ،
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ
وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ
اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিস্‌কীনের হক

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ২৬

২৬. আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তার হক্ এবং মিস্‌কীন ও পর্যটককেও আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

٢٦- وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৮

৩৮. আর দাও আত্মীয়কে তার হক্ এবং মিস্‌কীন ও পর্যটককেও। ইহা শ্রেয় তাদের জন্য, যারা আকজ্ক্ষা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তারাই কামিয়াব।

٣٨- فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ ، ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ
وَجْهَ اللّٰهِ ، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

হীনবল ও দুঃখিত না হওয়া

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৯

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।

١٣٩- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا
وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪৯, ১৫০

১৪৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আনুগত্য কর কাফিরদের, তবে তারা তোমাদের ফিরিয়ে দেবে তোমাদের পেছনের দিকে, ফলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৫০. বস্তুত আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

١٤٩-يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تُطِيۡعُوا
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَرُدُّوۡكُمۡ عَلٰۤى اَعۡقَابِكُمۡ
فَتَنۡقَلِبُوۡا خٰسِرِيۡنَ ○

١٥٠-بَلِ اللّٰهُ مَوۡلٰٮكُمۡ ۚ
وَ هُوَ خَيۡرُ النّٰصِرِيۡنَ ○

নর ও নারী

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩২, ৩৪, ৩৫, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০

৩২. তোমরা কামনা করো না তা, যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষের জন্য রয়েছে তা, যা সে অর্জন করে এবং নারীর জন্য রয়েছে তা, যা সে অর্জন করে, আর তোমরা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

৩৪. পুরুষ নারীর উপর ক্ষমতাবান, কেননা আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাদের এককে অপরের উপর এবং এ জন্য যে,পুরুষ ব্যয় করে তাদের সম্পদ। সুতরাং নেক্কার স্ত্রীরা অনুগত, তারা হিফাযত করে স্বামীর অনুপস্থিতে আল্লাহ্র হিফাযতে। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে তোমরা আশংকা কর অবাধ্যতার, তাদের তোমরা সদুপদেশ দাও, আর বর্জন কর তাদের শয্যা এবং মৃদু প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের কথা মেনে চলে, তবে তোমরা তালাশ করবে না তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

٣٢- وَلَا تَتَمَنَّوۡا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ
عَلٰى بَعۡضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ
وَسۡـَٔلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا ○

٣٤- اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ
بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ
وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ
قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ
وَالّٰتِىۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ
وَاهۡجُرُوۡهُنَّ فِى الۡمَضَاجِعِ
وَاضۡرِبُوۡهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا
عَلَيۡهِنَّ سَبِيۡلًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيۡرًا ○

www.pathagar.com

৩৫. আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধের আশংকা কর, তবে তোমরা স্বামীর পরিবারের একজন ও স্ত্রীর পরিবারের একজনকে সালিস নিযুক্ত করবে, তারা যদি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মাঝে মীমাংসার তাওফীক দিবেন।

٣٥-وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

১২৪. আর কেউ নেকআমল করলে পুরুষ অথবা নারীদের থেকে এবং সে মু'মিনও তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না বিন্দু পরিমাণও।

١٢٤-وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

১২৭. আর লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায় নারীদের সম্পর্কে। বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে, আর তাও, যা তোমাদের পাঠ করে শোনানো হয় কিতাবে ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদের তোমরা দেও না যা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তা, অথচ তোমরা চাও তাদের বিয়ে করতে এবং অসহায় দুর্বল শিশুদের সম্পর্কে এবং ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্পর্কে। আর যে কোন কল্যাণকর কাজ তোমরা কর, আল্লাহ্ তো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٢٧-وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ
قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ
لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ
وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৮. আর যদি কোন নারী ভয় করে তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহারের অথবা উপেক্ষার, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা নিজেদের মাঝে আপোষনিষ্পত্তি করে নেয়। আর আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ তো লোভের কারণে স্বভাবত কৃপণ। আর যদি তোমরা নেকআমল কর ও তাক্ওয়া কর, তবে আল্লাহ্ তো তোমরা যা কর তার পূর্ণ খবর রাখেন।

١٢٨-وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا
نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ
اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ
وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

www.pathagar.com

١٢٩- وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১২৯. আর তোমরা কিছুতেই সক্ষম হবে না সমান ব্যবহার করতে তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি, যতই তোমরা ইচ্ছা কর না কেন। তবে তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে না এবং অপর জনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করে নেও এবং সতর্কতা অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣٠- وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا
يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ○

১৩০. কিন্তু যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন তাঁর প্রাচুর্য দিয়ে। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, হিক্‌মতওয়ালা।

সদ্ব্যবহার করা

সূরা নিসা, ৪ ৩৬

٣٦- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا
وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ○

৩৬. তোমরা ইবাদত করবে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, আর সদ্ব্যবহার করবে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীন, মিস্‌কীন, নিকট প্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, মুসাফির ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।

মৃত্যু

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫

١٨٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ○

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের দিন। যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই হবে সফলকাম। আর দুনিয়ার যিন্দেগী ক্ষণিকের ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়!

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮, ১০০

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা থাক সুদৃঢ় উঁচু দুর্গে। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে ঃ এতো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে তারা বলে ঃ এটা তো তোমার কারণে। আপনি বলুন ঃ সব কিছুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। এ কাওমের কী হলো যে, এরা কিছুই বুঝতে চায় না!

٧٨- أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ
مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ
فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

১০০. যে কেউ বের হবে নিজ ঘর থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হিসাবে, তারপর তার মৃত্যু ঘটলে, অবশ্যই তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٠- وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি ভাল ও মন্দ দিয়ে বিশেষভাবে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৭

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এরপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

٥٧- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ
ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১১

১১. আপনি বলুন ঃ তোমাদের জান কবয করবে, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা, তারপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

١١- قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ ○

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ১৬

১৬. বলুন ঃ তোমাদের কোনই লাভ হবে না পলায়ন করাতে, যদি তোমরা পালাও মৃত্যু কিংবা হত্যার ভয়ে আর এরূপ ক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

١٦- قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ
اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ
وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫৬

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা জান্নাত আর কোন মৃত্যু আস্বাদন করবে না।

٥٦- لَا يَذُوْقُوْنَ
فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج

সূরা কাফ্‌, ৫০ ঃ ১৯

১৯. আর মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তোমরা নিষ্কৃতি চেয়ে আসছ।

١٩- وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط
ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬০

৬০. আমিই নির্ধারিত করে দিয়েছি তোমাদের মাঝে মৃত্যু আর আমি অক্ষম নই।

٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৮

৮. বলুন ঃ যে মৃত্যু ভয়ে তোমরা পালাও, সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারপর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে এবং তোমাদের অবহিত করা হবে, তোমরা যা করতে তা।

٨- قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ
فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

অহংকার না করা ও বিনয় প্রকাশ করা

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১৮, ১৯

১৮. আর হে আমার পুত্র! তুমি অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে না মানুষ থেকে এবং বিচরণ করবে না পৃথিবীতে অহংকার ভরে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন না কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে।

١٨- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

১৯. আর তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে তোমার চলনে এবং নিচু করবে তোমার

١٩- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ

الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○

কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই নিকৃষ্ট।

আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং শয়তানের ধোঁকায় না পড়া

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৩

٣٣- يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

১. হে মানুষ! তোমরা পালন কর তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের রবের প্রতি এবং ভয় কর সেদিনকে যেদিন কোন উপকারে আসবে না কোন পিতা তার পুত্রের আর না পুত্র কোন উপকারে আসবে তার পিতার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব তোমাদের যেন কখনো প্রতারিত না করে দুনিয়ার যিন্দেগী, আর শয়তান যেন কখনো তোমাদের প্রতারিত না করে আল্লাহ্ সম্পর্কে।

সূরা আহ্‌যাব ৩৩ ঃ ৭০, ৭১

٧٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

৭০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন কর আল্লাহ্‌র প্রতি এবং বল সঠিক কথা,

٧١- يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭১. আল্লাহ্ শুধরে দিবেন তোমাদের কর্মকে এবং মাফ করে দিবেন তোমাদের গুনাহ। আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, সে অবশ্যই অর্জন করবে মহাসাফল্য।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ঈমান আন তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং দিবেন তোমাদের এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১৮, ১৯

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে আগামী কালের জন্য। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।

١٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৯. আর তোমরা হয়ো না তাদের মত, যারা ভুলে গিয়েছে আল্লাহ্‌কে, ফলে আল্লাহ্‌ও আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন তাদের। তারাই তো ফাসিক।

١٩- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ
اَنْفُسَهُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার নির্দেশ

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর, যেখানে নিয়োজিত রয়েছে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফিরিশ্‌তারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ্‌ তাদের যে হুকুম করেন তা এবং তারা তা-ই করে, যা তাদের হুকুম করা হয়।

٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

কারো ঘরে প্রবেশের আদব-শিষ্টাচার

সূরা নূর, ২৪ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৬১

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, ঐ ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের প্রতি সালাম না করে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

٢٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا
غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ
حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৮. আর যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়, আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ
اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ
وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى
لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৯. তোমাদের কোন গুনাহ নেই সে ঘরে প্রবেশ করতে, যেখানে কেউ বাস করে না এবং সেখানে আছে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।

٢٩- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا
غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ
وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৬১.···· তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা সালাম করবে আপন-জনদের অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কল্যাণকর ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বিবৃত

٦١- ...... فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا
عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ

www.pathagar.com

لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

করেন তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ও সেখানে আহার করা প্রসঙ্গে

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

٥٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ
الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ
مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۛ
ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ
طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে যেন তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা, তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে তিন সময়—ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর—এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। কোন গুনাহ্ নেই তোমাদের জন্য, আর না তাদের জন্য, এ তিন সময় ছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে। তোমাদের এককে তো অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٥٩- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৯. আর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তোমাদের শিশুরা, তখন তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন অনুমতি গ্রহণ করে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তার নির্দেশসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٦٠- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ
يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৬০. আর বৃদ্ধানারী, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বর্হিবাস খুলে রাখায়, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

٦١- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, লেংড়ার জন্য দোষ নেই, রুগীর জন্য দোষ নেই এবং

www.pathagar.com

তোমাদের নিজেদের জন্য দোষ নেই আহার করায় তোমাদের ঘরে, অথবা তোমাদের পিতার ঘরে, তোমাদের মায়ের ঘরে, ভাইয়ের ঘরে, বোনের ঘরে, চাচার ঘরে, ফুফুর ঘরে, মামার ঘরে, খালার ঘরে, অথবা সে সব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা, অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমাদের কোন অপরাধ নেই একত্রে আহার করায়, অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার করায়। তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা সালাম করবে আপনজনদের অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কল্যাণকর ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য নিদর্শন-সমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ
اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۗ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا
اَوْ اَشْتَاتًا ۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا
عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

আহলে কিতাবের সাথে আচরণ

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৬

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করবে না আহ্‌লে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী তাদের ছাড়া। আর তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান এনেছি তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, আর আমাদের ইলাহ্ এবং তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ
اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

হারাম শরীফ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৬

১২৬. আর স্মরণ কর, যখন বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি

١٢٦- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ

www.pathagar.com

هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

করুন এ নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিয্ক দিন এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তাদের ফলমূল থেকে। তিনি বললেন ঃ যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে বাধ্য করব জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যা-বর্তনস্থল।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩৫

٣٥- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ○

৩৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি করুন এ নগরীকে নিরাপদ শহর এবং দূরে রাখুন আমাকে এবং আমার পুত্রদের মূর্তিপূজা থেকে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৭

٥٧- وَقَالُوْۤا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰۤى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৭. আর যারা বলে ঃ আমরা যদি অনুসরণ করি সৎপথ আপনার সাথে, তবে আমাদের উৎখাত করা হবে আমাদের দেশ থেকে। আমি কি তাদের প্রতিষ্ঠিত করিনি এক নিরাপদ হারমে, যেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিয্ক হিসাবে ? কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭

٦٨- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

৬৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তো করেছি হারমকে নিরাপদ স্থান, অথচ এর আশপাশের লোকদের ছিনতাই করা হয়। তবুও কি তারা বাতিলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করবে ?

www.pathagar.com

মুশরিকদের মসজিদে

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২৮

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসে এ বছরের পর আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে অচিরেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

মাকামে

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৫

১২৫. আর আমি যখন কা'বা গ্রহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা গ্রহণ কর 'মাকামে-ইব্রাহীম'কে সালাতের স্থানরূপে, আর আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে পবিত্র রাখতে আমার ঘরকে তাওয়াফ-কারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্দা-কারীদের জন্য।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬, ৯৭

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা বানানো হয়েছিল মানুষের জন্য, তা মক্কায় অবস্থিত, উহা বরকতময় এবং সারা জাহানের জন্য হিদায়েত।

৯৭. উহাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন 'মাকামে-ইব্রাহীম' এবং যে কেউ তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সামর্থ আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য কর্তব্য। আর যে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক,

www.pathagar.com

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

ল হারাম

١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ط
فَإِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ج
وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

ারাম, বায়তুল-আতীক, আল-কা'বা

١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط
وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

١٥٨- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ

www.pathagar.com

করে তার কোন গুনাহ্ নেই, যদি সে এ দু'টির মাঝে সাঈ করে। আর কেউ স্বেচ্ছায় কোন নেক্কাজ করলে৷ আল্লাহ্ তো গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬, ৯৭

৯৬. নিশ্চয় প্রথম ঘর। যা বানানো হয়েছিল মানুষের জন্য, তা মক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং সারা জাহানের জন্য হিদায়েত।

৯৭. উহাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন 'মাকামে ইব্রাহীম' এবং যে কেউ তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সামর্থ আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য কর্তব্য। আর যে কুফ্রী করে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্ব জগত থেকে অমুখাপেক্ষী।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২, ৯৭

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, কুরবানীর জন্য গলায় চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারামের অভিমুখী যাত্রীদের। আর যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পারবে। আর তোমাদের যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ, এ কারণে যে, তারা তোমাদের বাধা দিয়েছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে। আর তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে নেককাজে ও তাক্ওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু একে অপরকে সাহায্য করবে না গুনাহের

www.pathagar.com

কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে। তোমরা ভয় করবে আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৯৭. আল্লাহ্‌ করে দিয়েছেন কা'বা— বায়তুল হারামকে স্থিতির কারণ স্বরূপ মানুষের জন্য,আর পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু এবং কুরবানীর জন্য গলায় মালা পরিহিত পশুকেও, ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٩٧- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۭ
ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩৭

৩৭. হে আমাদের রব! আমি তো বসবাস করালাম আমার বংশধরদের কতককে অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে। হে আমাদের রব! ইহা এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি করে দিন কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন ফলফলাদি দিয়ে, যাতে তারা শোক্‌র করে।

٣٧- رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬, ২৯, ৩৩

২৬. আর যখন আমি নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীমের জন্য বায়তুল্লাহ্‌র স্থান, তখন বলেছিলাম ঃ শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছু এবং পবিত্র রেখ আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য আর সালাতে যারা দাঁড়ায়, রুকু' করে এবং সিজ্‌দা করে, তাদের জন্য।

٢٦- وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا
وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৯. তারপর তারা যেন বিদূরিত করে তাদের অপরিচ্ছন্নতা এবং পূর্ণ করে তাদের

٢٩- ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

মানত, আর তাওয়াফ করে বায়তুল আতীকের।

٣٣- لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

৩৩. তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে নানা প্রকার উপকার এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তারপর এদের কুরবানীর স্থান বায়তুল আতীকের কাছে।

সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩, ৪

٣- فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ○

৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এ ঘরের মালিকের,

٤- الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۙ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ○

৪. যিনি তাদের আহার দেন ক্ষুধায় এবং নিরাপত্তা দেন ভয়-ভীতি থেকে।

মাস্‌জিদ, আল-মাসজিদুল হারাম, আল মাসজিদুল আক্‌সা, মাসজিদে দিরার

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৪, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৮৭, ১৯১, ১৯৬, ২১৭

١١٤- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১১৪. আর কে অধিক যালিম তার চাইতে, যে বাঁধা প্রদান করে আল্লাহ্‌র মাসজিদ সমূহে তার নাম স্মরণ করতে এবং চেষ্টা করে মসজিদসমূহ বিনাশ করতে? অথচ তারা তো এমন যে তাদের জন্য সঙ্গত ছিল না সেখানে প্রবেশ করা ভীত শঙ্কিত না হয়ে। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে আছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

١٤٤- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করেছি আপনার বারবার আসমনের দিকে তাকানোকে, অতএব আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কিব্‌লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পসন্দ করেন। তাই আপনি আপনার মুখ ফিলান মসজিদে হারামের দিকে। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তোমরা মুখ ফিরাবে সেদিকেই। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তো অবশ্যই জানে যে, ইহাই সত্য তাদের

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

١٤٩-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ
رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন, আপনি মুখ ফিরাবেন 'মসজিদে হারামের' দিকে। ইহাই সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

١٥٠-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ
وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫০. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন, আপনি মুখ ফিরাবেন 'মাসজিদে হারামের' দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মুখ ফিরাবে সেইদিকেই, যাতে লোকদের জন্য, তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে। তবে তাদের ছাড়া, যারা তাদের মধ্যে যালিম। অতএব তোমরা ভয় করো না তাদের এবং ভয় কর কেবল আমাকেই, যাতে আমি পূর্ণরূপে দিতে পারি আমার নিয়ামত তোমাদের এবং যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।

١٨٧-اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

১৮৭. বৈধ করা হয়েছে তোমাদের জন্য সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী-সহবাস। তারা তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক স্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন, তা চাও। আর তোমরা খাও এবং পান কর, ভোরের সাদারেখা রাতের কালরেখা থেকে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। তারপর পূর্ণ কর সিয়াম রাত পর্যন্ত। আর তোমরা

www.pathagar.com

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ
فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

মিলিত হবে না তোমদের স্ত্রীদের সাথে মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায়, এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব তোমরা এ সবের কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ্‌ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।

١٩١-وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ
وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ
فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ
كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯১. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদের হত্যা করবে যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বহিষ্কৃত সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করে দিয়েছিল। আর ফিত্‌না হত্যার চাইতে গুরুতর। তবে তোমরা যুদ্ধ করবে না তাদের সাথে 'মসজিদে হারামের' কাছে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে। এটাই হলো পরিণাম কাফিরদের।

١٩٦-وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ
فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ
اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ

১৯৬. আর তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে, তোমাদের মাথা মুড়াবে না, যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে। তবে তোমাদের মাঝে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে, তাহলে সে ফিদ্‌য়া দিবে সিয়াম, অথবা সাদাকা বা কুরবানী দিয়ে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উপকৃত হতে চায়, হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দিয়ে, সে যেন সহজলভ্য কুরবানী করে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাতদিন পূর্ণ দশদিন

সিয়াম পালন করে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ 'মসজিদে-হারামের' বাসিন্দা নয়। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২১৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া, তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা, আল্লাহ্‌র কাছে অধিক অন্যায়। আর ফিত্‌না গুরুতর অন্যায় হত্যার চাইতে। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা ফিরিয়ে দেয় তোমাদের তোমাদের দীন থেকে যদি তারা পারে। আর যে কেউ তোমাদের মাঝে তার দীন থেকে ফিরে যায় এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে। আর এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

٢١٧-يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবনাননা করবে না আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, কুরবানীর জন্য গলায় চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বায়তুল হারামের অভিমুখী যাত্রীদের। আর যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করতে পারবে। আর তোমাদের যেন সীমালংঘনে

٢-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ

www.pathagar.com

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا م
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

٣٤- وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ
يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا
كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ط اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ
اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ○

٧- كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

١٧- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا
مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج

www.pathagar.com

গেছে এবং তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

وَفِي النَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে তারা, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, আর কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে, অতএব আশা করা যায়, তারাই হবে হিদায়তপ্রাপ্তদের শামিল।

١٨- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ
وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰٓ
أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের পুণ্যের সমান মনে কর, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে ? তারা সমান নয় আল্লাহ্‌র কাছে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

١٩- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَٰهَدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ اللَّهِ ۗ

২৮. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! মুশ্‌রিকরা তো অপবিত্র। অতএব তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ অনুগ্রহে, যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٢٨- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধন, কুফ্‌রী এবং মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, যে ইতোপূর্বে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে। তারা তো কসম করে বলবে ঃ আমরা তো এরূপ করেছি কেবল সদুদ্দেশ্যেই, কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী।

١٠٧- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن
قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ○

www.pathagar.com

১০৮. আপনি সালাতের জন্য কখনো দাঁড়াবেন না সেখানে। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্‌ওয়ার উপর, তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়াবার অধিক যোগ্য স্থান। সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা ভালবাসে উত্তম-রূপে পবিত্রতা অর্জন করতে, আর আল্লাহ্‌ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জন-কারীদের।

١٠٨- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ○

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ১

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁর বান্দাকে মাসজিদে-হারাম থেকে মাসজিদে-আক্‌সা পর্যন্ত, বরকতময় করেছি আমি তার পরিমণ্ডলকে, তাকে দেখাবার জন্য আমার নিদর্শনসমূহ। নিশ্চয় তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।

١- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫, ৪০

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরি করে এবং বাঁধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে মাসজিদে হারাম থেকে, যা আমি করেছি মানুষের জন্য সমান স্থানীয় ও বহিরাগত সবার জন্য, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে, সেখানে পাপ কাজ করতে, আমি তাকে আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢٥- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ
فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ
بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৪০....আর যদি আল্লাহ্‌ প্রতিহত না করতেন মানুষের কতকে কতকের দ্বারা, তাহলে অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গীর্জা, ইয়াহুদীদের সিনাগগ এবং মুসলিমদের মাসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয় বেশী বেশী। আর আল্লাহ্‌ তো তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٤٠-...... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

www.pathagar.com

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫, ২৭

২৫. তারা তো কুফ্রী করেছিল এবং তোমাদের বাঁধা দিয়েছিল মাসজিদে-হারাম থেকে, আর বাঁধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও মু'মিন নারী, যাদের তোমরা জান না, তোমরা তাদের পদদলিত করতে না জেনে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে তাদের কারণে তা হলে তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। এ জন্য যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি মু'মিনরা পৃথক হয়ে যেত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে যারা কুফ্রী করেছিল, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

٢٥-هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ
لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ
فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا
لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ○

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাঁর রাসূলকে যথাযথভাবে, অবশ্যই তোমরা প্রবেশ করবে মসজিদে হারামে ইন্শা আল্লাহ্ নিরাপদে, মাথা মুড়াবে তোমাদের কতক এবং কতক চুল ছোট করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা জান না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন এ ছাড়াও এক সদ্য বিজয়।

٢٧-لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ
لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا
فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

সূরা নূহ্, ৭২ ঃ ১৮

১৮. আর মাসজিদসমূহ তো আল্লাহ্রই জন্য। অতএব তোমরা ডেকো না আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে।

١٨-وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ
فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ○

চান্দ্রমাসের হিসাব

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. নিশ্চয় মাসের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে বার মাস আল্লাহ্র কিতাবে, সেদিন থেকে যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন

٣٦-اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ڏ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۗفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۗفَّةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

আসমান ও যমীন, এর মাঝে চারটি মাস নিষিদ্ধ। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা যুলুম করবে না নিজেদের প্রতি এ সব মাসে এবং তোমরা যুদ্ধ করবে মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে, যেমন তারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সংগে আছেন।

৩৭- اِنَّمَا النَّسِيْۗءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۭ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْۗءُ اَعْمَالِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৭. মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো কোন কুফ্রী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে হালাল মনে করে কোন বছর এবং একে হারাম মনে করে কোন বছর, যাতে তারা পূর্ণ করতে পারে সংখ্যা সম্মানিত মাসের, তখন তারা হালাল মনে করে, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন। শোভন করা হয়েছে তাদের জন্য তাদের মন্দকাজগুলো। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১২২

١٢٢- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۗفَّةً ۭ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۗىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

১২২. আর মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সবাই এক সংগে অভিযানে বের হবে। মু'মিনদের প্রত্যেক দল থেকে কেন এক অংশ বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সতর্ক করতে পারে তাদের লোকদের, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে ? আশা করা যায়, তারা সাবধান হবে।

দারিদ্র ভয়ে সন্তান হত্যা না করা

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ৩১

٣١- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ

৩১. আর তোমরা হত্যা করবে না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র ভয়ে। আমি রিয্ক

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ○

দেই তাদের এবং তোমাদেরও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।

ওযন ও মাপ সম্পর্কে

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫২

١٥٢-.....وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ .....

১৫২...আর তোমরা পুরোপুরি দেবে মাপে ও ওযনে ন্যায্যভাবে...।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৮৫

٨٥- وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৮৫. হে আমার কাওম! তোমরা পুরোপুরি দেবে মাপে ও ওযনে ন্যায়সংগতভাবে এবং কম দেবে না লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না পৃথিবীতে।

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ৩৫

٣٥- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৩৫. যখন মেপে দেবে, তখন পূর্ণ মেপে দেবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। ইহাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।

সূরা আর রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৯

٩- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○

৯. আর তোমরা কায়েম কর ওযন ইনসাফের সাথে এবং কম দেবে না ওযনে।

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ○

১. দুর্ভাগ্য তাদের, যারা মাপে কম দেয়,

٢- الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○

২. যারা লোকদের থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়,

٣- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ○

৩. এবং যখন তারেদকে মেপে অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়,

٤- أَلَا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ○

৪. তারা কি ভেবে দেখে না যে, তাদের তো মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানো হবে-

٥- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ○

৫. মহাদিবসে?

www.pathagar.com

٦- يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬. সেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে রাব্বুল আলামীনের সামনে।

অজানা বিষয়ের অনুসরণ না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৬

٣٦- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

৩৬. আর তুমি অনুসরণ করবে না এমন বিষয়ের যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়-এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

কোন সংবাদ যাচাই না করে গ্রহণ না করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬

٦- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوْٓا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে তোমাদের কাছে কোন ফাসিক কোন সংবাদ নিয়ে, তখন তোমরা তা ভাল করে যাচাই করে দেখবে, পাছে তোমরা বিপদে ফেল কোন কাওমকে অজ্ঞতাবশত ফলে, তোমরা হয়ে পড়বে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত।

দম্ভভরে বিচরণ না করা

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৭

٣٧- وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○

৩৭. আর তুমি বিচরণ করবে না পৃথিবীতে দম্ভভরে, কেননা তুমি ত কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না যমীনকে আর না তুমি হতে পারবে পর্বত সমতুল্য উচ্চতায়।

ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিকার করা

সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৩৪,৩৬

٣٤- وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۭ
اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○

৩৪. সমান হতে পারবে না ভাল ও মন্দ। অতএব প্রতিহত করুন মন্দকে ভাল দিয়ে, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

www.pathagar.com

৩৫. আর কেবল তাদেরই এ গুণের অধিকারী করা হয়, যারা সবর করে এবং কেবল তাঁদেরই এ গুণের অধিকারী হয়, যারা মহাভাগ্যবান।

٣٥- وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ
وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৩৬. আর যদি তোমাকে প্ররোচিত করে শয়তানের প্ররোচনা, তবে আশ্রয় নেবে আল্লাহ্‌র। তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন।

٣٦- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

বিবাদমান মু'মিনদের মাঝে মীমাংসা করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৯, ১০

৯. আর যদি মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি করে তাদের একদল অন্য দলের উপর, তাহলে তোমরা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত। আর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে ন্যায়ের সাথে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন সুবিচারকারীদের।

٩- وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ
فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ
حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

১০. মু'মিনরা তো ভাই ভাই, অতএব তোমরা মীমাংসা করে দিও ভাইদের মাঝে এবং সতর্কতা অবলম্বন কর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

١٠- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

উপহাস ও দোষারূপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১১

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কোন পুরুষ যেন উপহাস না করে অন্য কোন পুরুষকে। কেননা, হতে পারে

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا

যাদের উপহাস করা হয় তারা উত্তম, উপহাসকারীদের চাইতে, আর নারীরাও যেন উপহাস না করে নারীদের। কেননা, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয় তারা উত্তম, উপহাসকারীদের চাইতে। আর তোমরা দোষারূপ করবে না একে অপরকে এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না। কত নিকৃষ্ট মন্দনামে ডাকা ঈমানের পর! আর যারা তাওবা করল না, তারা তো যালিম।

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ○

অধিক অনুমান অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও গীবত না করা

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা দূরে থেকো বেশিবেশি অনুমান করা থেকে, কেননা, কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না, আর একে অপরের গীবত করবে না। কেউ কি তোমাদের মাঝে ভালবাসে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে ? বস্তুত তা তোমরা অপসন্দ কর। আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٢- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ○

মানুষের পরিচয়

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩

১৩. হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং করেছি তোমাদের নানা জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কাছে

١٣- يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

সেই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন।

মাগ্‌ফিরাত ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১

٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ
وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২১. তোমরা ধাবিত হও, তোমাদের রবের তরফ থেকে মাগ্‌ফিরাতও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

গোপন পরামর্শ

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩

٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى
ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫
وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ
وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ
فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৮. আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি, যাদের নিষেধ করা হয়েছে গোপন পরামর্শ করতে, তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা এবং গোপন পরামর্শ করে পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে ? আর তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে যদ্দারা আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে ঃ কেন আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না, আমরা যা বলি সে জন্য? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, সেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর, তখন তোমরা তা করবে না পাপাচারণ, সীমালংঘন ও

الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে, বরং তোমরা তা করবে কল্যাণকর কাজ ও তাক্ওয়া সম্পর্কে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

١٠- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১০. গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, মু'মিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য, তবে শয়তান তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর আল্লাহ্‌রই উপর যেন মু'মিনরা ভরসা করে।

١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপনে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সাথে, তখন তোমাদের গোপন কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করবে। ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। আর যদি তোমরা সাদাকা দিতে অক্ষম হও, তবে আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর, তোমাদের গোপনে কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করাকে! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

মজলিসের আদব

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১১

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, জায়গা করে দাও মজলিসে, তখন তোমরা জায়গা করে দিও, আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য জায়গা

www.pathagar.com

وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

করে দিবেন। আর যখন বলা হয় ঃ উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাও, আল্লাহ্ মর্যাদায় উন্নত করবেন তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

কথা ও কাজে অসংগতি

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ২, ৩

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝
٣- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! কেন তোমরা তা বল, যা তোমরা কর না?

৩. আল্লাহ্র কাছে ইহা অতিশয় অপসন্দনীয় যে, তোমরা যা বল তা কর না।

আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ১৪

١٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا
اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ
طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্র সাহায্যকারী, যেমন বলেছিল ঈসা ইব্ন মারইয়াম হাওয়ারীদের ঃ কে আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্র পথে? বলেছিল হাওয়ারীরা ঃ আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী। তারপর ঈমান এনেছিল বনূ ইস্রাঈলের একদল এবং কুফরী করেছিল আর এক দল। তখন আমি তাদের শক্তি যুগালাম, যারা ঈমান এনেছিল তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।

তাওয়াক্কুল

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২২, ১৫৯, ১৬০

١٢٢-...وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১২২...আর আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

١٥٩-.....فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ

১৫৯:...আর যখন আপনি কোন সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহ্র

www.pathagar.com

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।

١٦٠- إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ
وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ
فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৬০. যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ নেই তোমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার। আর তিনি যদি তোমাদের ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে ? অতএব আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

সূরা, মায়িদা, ৫ ঃ ১১

١١-...... وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১১......আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্রই উপর ভরসা করে মু'মিনরা।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৫১

٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ
اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫১. আপনি বলুন ঃ আমাদের কিছুই হবে না, আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২৩

١٢٣- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১২৩. আসমান ও যমীনের গায়েবের মালিক আল্লাহ্ এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সব কিছু। অতএব আপনি ইবাদত করুন তাঁরই এবং ভরসা করুন তাঁরই উপর। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদের রব গাফেল নন।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৭

٦٧-...... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৬৭....বিধান তো আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর যেন ভরসা করে, যারা ভরসা করতে চায়।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ১১, ১২

١١- قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى

১১. তাদের রাসূলগণ তাদের বলত ঃ আমরা তো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, তবে আল্লাহ্ অনুগ্রহ

مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

করেন, যাকে চান তার বান্দাদের থেকে। আর আমাদের কাজ নয় যে, আমরা উপস্থিত করব তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। আর আল্লাহ্‌রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

١٢- وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۭ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

১২. আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আর অবশ্যই আমরা সবর করব, তোমরা যে কষ্ট আমাদের দেও, তাতে, এবং আল্লাহ্‌রই উপর যেন ভরসা করে ভরসাকারীরা।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৮

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۭ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ্‌ পাঠ করুন। আর তিনি যথেষ্ট অবহিত, তার বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৭

٢١٧- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

২১৭. আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌রই উপর।

সূরা নাম্‌ল ২৭ ঃ ৭৯

٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

৭৯. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আপনি তো আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৩, ৪৮

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক হিসাবে।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুযায়ী চলবেন না এবং উপেক্ষা

www.pathagar.com

وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

করুন তাদের নির্যাতন, আর ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক হিসাবে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৩

١٣- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৩. আল্লাহ্‌, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া। অতএব আল্লাহ্‌রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩

٣- ..... وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ

৩. .... আর যে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রী সম্পর্কে

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৮

٢٨- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২৮. আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহ্‌, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

সূরা তাগাবুন ৬৪ ঃ ১৪, ১৫

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু-স্বরূপ। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেক। তবে যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, তাহলে জেনে রাখ! আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ
وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৫. তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহ্‌, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

www.pathagar.com

ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪, ১১০

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে যেন এমন একদল থাকে যারা ডাকবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দকাজ থেকে। তারাই সফলকাম।

١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى
الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, তোমাদের আর্বিভাব মানব জাতীর জন্য, তোমরা নির্দেশ দাও ভাল কাজের, বারণ কর মন্দকাজ থেকে এবং ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র প্রতি। কিতাবীরা যদি ঈমান আনত তবে তা কল্যাণকর হত তাদের জন্য। তাদের কতক ঈমানদার কিন্তু অধিকাংশই ফাসিক।

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ
وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১৭

১৭. হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং নিষেধ কর মন্দকাজ থেকে আর সবর কর সে বিপদে যা তোমার উপর আপতিত হয়। নিশ্চয় এ তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

١٧- يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ
وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

যিহার ও পোষ্যপুত্র

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৪, ৫, ৩৭

৪. .... তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের 'মা' করেননি, আর তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রদেরও তোমাদের পুত্র করেননি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ তো সত্য বলেন এবং তিনি-ই সঠিক পথের সন্ধান দেন।

٤- ...... وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ
الّٰٓـئِْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ
وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۗ
ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

৫. তোমরা তাদের ডাক তাদের পিতৃপরিচয়ে, ইহাই অধিক ন্যায়সংগত

٥- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ
هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

www.pathagar.com

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ لا
وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ط
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে। তবে যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তাহলে তারা তো তোমাদের দীনি-ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর নেই তোমাদের কোন অপরাধ, যদি তোমরা এ ব্যাপারে কোন ভুল কর, তবে অপরাধ হবে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৭- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ
وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ
وَتَخْشَى النَّاسَ ج
وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ط
فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ
فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ
اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি বলছিলেন তাকে, যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করেছেন যার প্রতি ঃ তুমি তোমার স্ত্রীকে বিবাহধীন রেখ এবং সাবধান হও আল্লাহ্‌র ব্যাপারে, আর আপনি অন্তরে যা গোপন করেছিলেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি তো লোক ভয় করছেন, অথচ আল্লাহ্-ই অধিক হক্‌দার যে, আপনি তাঁকেই ভয় করুন। তারপর যখন যায়েদ বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল যয়নবের সাথে। তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেদিলাম, যাতে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয় তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করতে, যখন তারা তাদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ তো কার্যকরী হয়েই থাকে।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ২, ৩, ৪

২- اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ
مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ
وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

২. তোমাদের মধ্যে যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীরা তো তাদের মা নয়, তাদের মা তো তারা যারা তাদের জন্ম দেয়। তারা তো বলে কেবল অসংগত ও মিথ্যা কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

www.pathagar.com

৩. যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এবং পরে প্রত্যাহার করে নেয়, তারা যা বলেছে তা, তবে সে একটি দাসমুক্ত করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। ইহা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

٣- وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ
ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ
ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৪. কিন্তু যে একটি দাসমুক্ত করার সামর্থ রাখবে না। সে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। আর যে এতেও অসমর্থ হবে, সে খাওয়াবে ষাটজন মিস্‌কীনকে। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন ঈমান রাখ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٤- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ
ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

রিবা-সুদ

সূরা বাকারা ২ ঃ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০

২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা দাঁড়াবে সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। ইহা এজন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মত অথচ আল্লাহ্ হালাল করেছেন বেচাকেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। যার কাছে এসেছে তার রবের তরফ থেকে উপদেশ, তারপর সে বিরত হয়েছে, তার জন্য যা অতীত হয়েছে তা, আর তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে। তবে

٢٧٥- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ
اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۚ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ

وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

যে পুনরায় সুদে লিপ্ত হবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٧٦- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○

২৭৬. আল্লাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেন সুদকে এবং বর্ধিত করেন দানকে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ গুনাহ্গারকে।

٢٧٨- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا
اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

২৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ছেড়ে দাও যা কিছু বকেয়া আছে সুদের তা, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٢٧٩- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوٰلِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

২৭৯. আর যদি তোমরা না ছাড়, তবে শুনে রাখ যুদ্ধের ঘোষণা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।

٢٨٠- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى
مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৮০. আর যদি দেনাদার অভাবগ্রস্ত হয়, তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩০

١٣٠- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا أَضْعٰفًا مُّضٰعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১৩০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সূদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৯

٣٩- وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىٓ أَمْوٰلِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ

৩৯. আর যা তোমরা দাও সুদ হিসাবে, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে সে জন্যে, আসলে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে। কিন্তু যা তোমরা দাও যাকাত হিসাবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের

www.pathagar.com

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

উদ্দেশ্যে, এরাই তারা যারা বহুগুণ পাবে।

দায়েন, ঋণ-দেনা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৮২, ২৮৩

২৮২- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

২৮২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন এক অন্যের সাথে ঋণের কারবার কর এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তখন তা লিখে রেখ। আর তা যেন লিখে দেয়, তোমাদের মাঝে কোন লেখক ন্যায়ভাবে, লেখক যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে, যেভাবে আল্লাহ্ তাকে শিখিয়েছেন। অতএব সে যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে, আর ঋণগ্রহীতা যেন বলে দেয় লেখার বিষয়বস্তু এবং ভয় করে তার রব আল্লাহ্কে, আর তার কোন কিছুই যেন সে না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন বলে দেয় তা তার অভিভাবক ন্যায়ভাবে। আর সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। তবে যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখবে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর সাক্ষীরা যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে, যখন তাদের ডাকা হবে। আর তোমরা কোনরূপ বিরক্তবোধ করবে না তা মিয়াদসহ লিখে রাখতে, তা ছোট হোক বা বড় হোক। ইহা আল্লাহ্র কাছে ন্যায্যতর এবং প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর, আর তোমাদের মাঝে সন্দেহ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

উদ্রেক না হওয়ার ব্যাপারে নিকটতর, কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর, তা যদি না লিখে রাখ তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, আর তোমরা সাক্ষী রেখ, যখন তোমরা পরস্পরে বেচাকেনা কর এবং ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয় লেখক আর না সাক্ষী, কিন্তু যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, তিনি তো তোমাদের শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٢٨٣- وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে হস্তান্তরকৃত দ্রব্য বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং ভয় করে তার রব আল্লাহ্‌কে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না, আর যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর তো পাপী। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

মীরাস

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ৩৩, ১৭৬

٧- لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

৭. মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে যায়, তাতে অংশ রয়েছে পুরুষের এবং মেয়েদেরও অংশ রয়েছে তাতে, যা রেখে যায় মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজন, তা কম হোক বা বেশী হোক এক নির্দিষ্ট অংশ।

٨- وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ

৮. আর যখন উপস্থিত থাকবে সম্পত্তি বন্টনকালে উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন, তখন

www.pathagar.com

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ○

তাদের দেবে তা থেকে কিছু এবং তাদের সাথে বলবে ভালকথা।

٩-وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

৯. আর তারা যেন ভয় করে, যদি তারা অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে যেত, তবে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব তারা যেন ভয় করে আল্লাহ্‌কে এবং বলে সঠিক কথা।

١١-يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

১১. আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে ঃ এক পুত্রের অংশ-দুই কন্যার সমান, তবে দু'য়ের অধিক শুধু কন্যা থাকলে তাদের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার মাতাপিতা প্রত্যেকের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ, যদি তার মাতাপিতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু যদি তার ভাইবোন থাকে, তবে মায়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যে ওসীয়্যত করবে, তা দেয়ার পরে এবং ঋণ পরিশোধের পরে। তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের নিকটতর উপকারে। এ সব আল্লাহ্‌র বিধান নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

١٢-وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

১২. তোমাদের জন্য অর্ধাংশ তোমাদের স্ত্রীরা যে সম্পদ রেখে যায় তার, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ, তারা যে সম্পদ রেখে যায় তার, তাদের ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ তোমরা যে সম্পদ রেখে যাবে তার, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে,

www.pathagar.com

تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ
اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ
فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ
فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى
بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ
وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

তার এক-অষ্টমাংশ তাদের, তোমাদের ওসীয়্যত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি মাতাপিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে, ওসীয়্যত ও ঋণ পরিশোধের পর, কারো কোন ক্ষতি না করে। এ হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-সহনশীল।

١٣- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা। যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ইহাই মহা-সাফল্য।

١٤- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ
حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪
وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৪. আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে এবং লংঘন করবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

١٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ
كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ
مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا

১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য হালাল নয় নারীদের উত্তরাধিকার গণ্য করা জবরদস্তিমূলকভাবে, আর তাদের অবরুদ্ধ করে রেখো না, তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। আর যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপসন্দ

www.pathagar.com

করছ, যাতে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

৩৩. আর মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য উত্তরাধিকারী করছি। আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের দিবে তাদের অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যকদ্রষ্টা।

٣٣- وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন মাতাপিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং সে সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে বোন পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হয় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই হবে উত্তরাধিকারী। আর যদি দুই বোন থাকে, তবে তাদের উভয়ের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা গুমরাহ না হও এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

١٧٦- يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ
قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ
اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ
اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَآ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ
فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً
رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬

৬. ... আর আত্মীয়রা পরস্পর নিকটতর আল্লাহ্র বিধানে মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে। তবে তোমরা বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করলে তা স্বতন্ত্র। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

٦- ...وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ
فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ
اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ
كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

কসম বা শপথ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২৪, ২২৫

২২৪. তোমরা আল্লাহ্র নামকে তোমাদের কসমের জন্য অজুহাত হিসেবে দাঁড়

٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً

www.pathagar.com

করাবে না এ মর্মে যে, তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাঁকড়াও করবেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাঁকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৮৯

৮৯. আল্লাহ্ তোমাদের পাঁকড়াও করবেন না, তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাঁকড়াও করবেন সে সব কসমের জন্য, যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর। এ কসমের কাফ্ফারা দশজন মিস্কীন মাঝারী ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে দিয়ে থাক, অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্রদান, অথবা একজন দাসমুক্ত করা, তবে যার সামর্থ নেই, সে এর জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করবে। এ হলো তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম করবে। তোমরা হিফাযত করবে তোমাদের কসম। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ, যাতে তোমরা শোকর কর।

ওয়াদা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৭, ৪০, ১৭৭

২৭. যারা ভংগ করে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত দৃঢ় অঙ্গীকার এবং ছিন্ন করে সে সম্পর্ক যা আল্লাহ্ অক্ষুন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন,

www.pathagar.com

أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় পৃথিবীতে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٤٠- يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ
اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ
بِعَهْدِكُمْ ۚ
وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

৪০. হে বনী ইস্‌রাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে সব নিয়ামত, যা আমি দিয়েছিলাম তোমাদের এবং পূর্ণ কর আমার সাথে কৃত অংগীকার, আমিও পূর্ণ করব তোমাদের সাথে আমার অংগীকার। আর তোমরা কেবল ভয় কর আমাকেই।

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, তবে পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্ আখিরাত, ফিরিশ্‌তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং পুণ্য আছে অর্থ দান করলে আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, অভাবগ্রস্ত মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য এবং পুণ্য আছে সালাত কায়েম করলে, যাকাত দিলে, ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ করলে এবং সবর করলে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১

١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ করবে অঙ্গীকার।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৪

٣٤-.....وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ
اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ○

৩৪. ... আর তোমরা পূর্ণ করবে অঙ্গীকার। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ওসীয়্যত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৮০, ১৮১, ১৮২

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

১৮০. তোমাদের জন্য বিধান দেয়া হলো, ন্যায়-সংগতভাবে ওসীয়্যত করার মাতা-

www.pathagar.com

পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়। এটা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৮১. তবে কেউ তা পরিবর্তন করলে তা শোনার পরে, তাহলে যারা পরিবর্তন করবে, অপরাধ তাদেরই হবে। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

١٨١-فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ
فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৮২. তবে যদি কেউ আশংকা করে ওসীয়্যতকারীর তরফ থেকে পক্ষ-পাতিত্ব বা অন্যায়ের, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলে, তবে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٨٢-فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا
اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ
اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং তারা রেখে যায় স্ত্রীদের, তারা যেন ওসীয়্যত করে তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের নিজেদের আবাস থেকে বহিষ্কার না করে। কিন্তু তারা যদি নিজেরা বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের জন্য কোন গুনাহ্ নেই, তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধিমত যা করবে তাতে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।*

٢٤٠-وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا
اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ
فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১০৬, ১০৭, ১০৮

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়্যত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, অথবা তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী মনোনীত করবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর

١٠٦-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ

---

* এ আয়াতটির হুকুম মানসূখ।

www.pathagar.com

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ
اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

١٠٧- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا
فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ز
اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

١٠٨- ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ
عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ
بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

র পথে ব্যয়

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ

www.pathagar.com

আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং পুণ্য আছে অর্থ দান করলে আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, অভাবগ্রস্ত মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য।...

২১৫. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে ? বলুন ঃ তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিস্‌কীন ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর, আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

২১৯. ..... লোকের আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে ? সে সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ উদ্বৃত্ত। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

২৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর, আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয়, না কোন বন্ধুত্ব আর না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম।

২৬১. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ যেন একটা শস্যবীজ, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে একশ' শস্যদানা। আল্লাহ্ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন যাকে চান। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬২. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তারপর যা তারা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশ দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর

www.pathagar.com

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখ ও পাবে না।

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

২৬৩. ভাল কথা এবং ক্ষমা শ্রেয় সে দানের চাইতে, যার পরে ক্লেশ দেওয়া হয়। আর আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত সহনশীল।

٢٦٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নষ্ট করো না তোমাদের দানকে খোঁটা দিয়ে ঐ ব্যক্তির মত, যে ব্যয় করে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য, আর ঈমান রাখে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে। তার উদাহরণ যেন একটা মসৃন পাথর, যার উপর আছে কিছু মাটি, তারপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়, তারা যা অর্জন করে, তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না কাফির লোকদের।

٢٦٥- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৫. আর যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আত্মার দৃঢ়তা সাধনের নিমিত্তে, তাদের উদাহরণ যেন কোন উঁচুভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেখানে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। কিন্তু যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

٢٦٦- اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ صلے فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার থাকুক একটা বাগান খেজুর ও আংগুরের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নদ-নদী এবং থাকবে সেখানে তার জন্য সব ধরনের ফল-ফলাদি। তারপর যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার থাকে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, তখন তার

www.pathagar.com

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

উপর আপতিত হয় অগ্নিঝরা ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা জ্বলে যায় ? এভাবে আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তাঁর নির্দশনসমূহ তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

٢٦٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর তোমাদের হালাল ও উত্তম উপার্জন থেকে এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপাদন করেছি তা থেকে। আর তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, কেননা, তোমরা তো তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা সে ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

٢٧٠- وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ
اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

২৭০. আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর। অবশ্যই আল্লাহ্ তা জানেন, আর যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

٢٧١- اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ
وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ
سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তা তো ভাল, তবে যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। আর আল্লাহ্ বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর তা সম্যক অবহিত।

٢٧٢- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ
وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ
يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭২. তাদের হিদায়েতের দায়িত্ব আপনার নয়, বরং আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর যা কিছু তোমাদের ধন-সম্পদ থেকে তোমরা ব্যয় কর, তা তো নিজেদের কল্যাণের জন্য কর। আর তোমরা ব্যয় করবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি দেয়া হবে

www.pathagar.com

এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

২৭৩. ইহা সে সব অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যস্ত যে, তারা জীবিকার জন্য পৃথিবীতে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। অজ্ঞ লোকেরা তাদের যাচ্‌না না করার জন্য ধনী মনে করে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচ্‌না করে না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্ তো তা সবিশেষ জানেন।

٢٧٣- لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ
اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج
لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। নেই তাদের কোন ভয় এবং তারা দুঃখ ও পাবে না।

٢٧٤- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২, ১৩৪

৯২. তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তা তো আল্লাহ্ সবিশেষ জানেন।

٩٢- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا
مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

১৩৪. মুত্তাকী তারা যারা ব্যয় করে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোকদের মাফ করে। আল্লাহ্ ভালবাসেন নেক্‌কারদের।

١٣٤- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

সূরা নিসা, ৪:৩৮, ৩৯

৩৮. আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাদের, যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র প্রতি আর না আখিরাতের প্রতি। আর শয়তান যার সাথী হয়, সে কতই না মন্দ সাথী!

٣٨- وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ
لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○

৩৯. আর তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং ব্যয় করত তা থেকে যা আল্লাহ্ তাদের দিয়েছেন ? আর আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٣٩- وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ○

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ঃ ৩১

৩১. আপনি বলুন, আমার বান্দাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, আর না কোন বন্ধুত্ব।

٣١- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৮

৩৮. অবশ্যই তোমরাই তো তারা, যাদের আহবান করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে, কিন্তু তোমাদের মাঝে এমন লোকও আছে, যে বখিলী করে। আর যে বখিলী করে, সে তো বখিলী করে নিজেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবযুক্ত। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা হবে না তোমাদের মত।

٣٨- هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ
فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا
يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ
الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৭, ১০

৭. তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে যার উত্তরাধিকারী তিনি তোমাদের করেছেন। আর যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনে ও ব্যায় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরষ্কার।

٧- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

১০. আর যেন তোমরা ব্যয় করবে না আল্লাহ্‌র পথে, অথচ আসমান ও

١٠- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ
مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ
اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا
مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

যমীনের মালিকানা আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যয় করেছে মক্কা বিজয়ের আগে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চাইতে, যারা ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে পরবর্তীকালে। তবে এদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন উত্তম পুরস্কারের। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১০

١٠- وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ
اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ
فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০. আর তোমরা ব্যয় কর, আমি তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার রব! যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিতেন, তা হলে আমি সাদাকা দিতাম এবং নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

শিকারের জন্তু ও শিকার

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৯৪, ৯৫, ৯৬

٩٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ
بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন, তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা যা শিকার করে সে বিষয়ে, যাতে আল্লাহ্ জেনে নেন কে তাকে না দেখে ভয় করে। আর যে সীমালংঘন করবে এরপর, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٩٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায়, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হল অনুরূপ

www.pathagar.com

গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝে দু'জন ন্যায়বান লোক, কা'বাতে প্রেরিত কুরবানীরূপে, অথবা তার কাফ্ফারা হবে মিস্কীনকে আহার্য দান। অথবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন যা গত হয়েছে তা। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া, তোমাদের ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য, আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলের শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٩٦- اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বসৃষ্টি

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৯, ১১৭

২৯. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু, তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সাত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٢٩-هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১৭. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন সেটিকে বলেন ঃ হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১, ৭৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১৪১, ১৪২

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। এতদ-সত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ স্থির করে।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ۬
ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

৭৩. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। আর তাঁরই কর্তৃত্ব সেদিনের, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তিনি পরিজ্ঞাতা অদৃশ্য ও দৃশ্যের। আর তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

٧٣-وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ؕ۬ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

www.pathagar.com

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ অঙ্কুরিত করেন শস্যবীজ ও আঁটি, তিনি বের করে আনেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। তিনিই আল্লাহ্, অতএব তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?

٩٥- إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৯৬. তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

٩٦- فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজী, যাতে তোমরা পথের সন্ধান পাও তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের আঁধারে। অবশ্যই আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি প্রমাণসমূহ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

٩٧- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ
لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৮. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ঠিকানা। আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি প্রমাণসমূহ সে লোকদের জন্য যারা বুঝে।

٩٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

৯৯. আর তিনিই বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, তারপর আমি উৎপন্ন করি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ, পরে উদ্গত করি তা থেকে সবুজ পাতা, তারপর উৎপন্ন করি তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা এবং নির্গত করি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আর আংগুরের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতার প্রতিও। অবশ্যই এতে

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا إِلٰى ثَمَرِهٖٓ
إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ

www.pathagar.com

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

١٠٠-وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ
وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

১০০. আর যারা জিন্‌কে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র-কন্যা আবিষ্কার করেছে কোন প্রমাণ ছাড়া। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

١٠١-بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১০১. তিনি আদি স্রষ্টা আসমান ও যমীনের, কিরূপে তাঁর সন্তান হতে পারে? অথচ তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই। তিনিই তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আর সব বস্তু সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ।

١٠٢-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

১০২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর আর তিনিই সব কিছুর কার্যনির্বাহক।

١٤١-وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ
وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ
وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

১৪১. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী এবং কতক মাচান অবলম্বী নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত্রে, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, আর যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশও। এগুলো থেকে তোমরা ফল খাও, যখন তা ফলবান হয়। আর ফসল কাটার দিন তার হক প্রদান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীদের।

١٤٢-وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۗ
كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ

১৪২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদি পশুর মধ্যে কিছু বোঝা বহনের জন্য এবং কতক ক্ষুদ্রকায়। তোমরা খাও তা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদের রিয্ক হিসেবে দিয়েছেন এবং অনুসরণ করো

www.pathagar.com

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

না শয়তানের পদাঙ্ক, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সূরা আরাফ, ৭ ঃ ৫৪

٥٤- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ○

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে, যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই হুকুমে নিয়ন্ত্রিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ প্রদান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ্ বরকতময়, সারা জাহানের রব।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬

٣- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি পরিচালনা করেন সব বিষয়। সুপারিশ করার কেউ নেই তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٤- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যেন ন্যায়বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী করতো, তার জন্য।

www.pathagar.com

٥- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً
وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَؕ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّۚ
يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫. তিনি এমন সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে প্রচণ্ড দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব। আল্লাহ্ এ সব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বিশদ-ভাবে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ সে সব লোকের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে।

٦- اِنَّ فِىْ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী লোকদের জন্য।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭

٧- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاۤءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاؕ وَلَئِنْ
قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا
اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭. আর তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, তখন তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? আর যদি আপনি বলেন ঃ নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফির তারা অবশ্যই বলবে ঃ এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২, ৩, ৪

٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَؕ
كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّىؕ
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

২. আল্লাহ্‌রই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমান স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। এরপর তিনি সমাসীন হন আরশে এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সূর্য ও চন্দ্র, সব কিছু আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি পরিচালনা করেন সব কিছু, বিশদভাবে বিবৃত করেন নিদর্শন-সমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

٣- وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًاؕ

৩. আর তিনিই বিস্তৃত করেছেন যমীনকে এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন মজবুত

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

পাহাড় ও নদ-নদী, আর তিনি সেখানে সৃষ্টি করেছেন সব ধরনের ফল-ফলাদি জোড়ায় জোড়ায়, তিনি আচ্ছাদিত করেন রাতকে দিয়ে দিনকে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٤- وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৪. আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন। আর রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র, খেজুরের গাছ, যার কতক একাধিক মাথা বিশিষ্ট এবং কতক এক-মাথা বিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়। আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮০, ৮১

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط
تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। ওরা যে শরীক স্থির করে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৪. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুক্র থেকে, অথচ সে হয়েছে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

٥- وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج
لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ
وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৫. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য তাপের উপকরণ এবং বহুবিধ উপকার আর তার কতক তোমরা খাও।

٦- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ
حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ
وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

৬. আর তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে শোভাও, যখন তোমরা সন্ধ্যাবেলা এদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে এসো এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

৭-وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا
بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ
اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৭. আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন শহরে, যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারতে না নিজেদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করা ব্যতিরেকে। নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

৮-وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ
لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

৮. তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তাতে তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না।

৯-وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا
جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৯. আর সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে কোন পথ বক্রও আছে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।

১০-هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ
مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○

১০. তিনি বর্ষণ করেন পানি আসমান থেকে, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ কর।

১১-يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ
وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১১. তিনি উৎপন্ন করেন তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য, যায়তুন, খেজুরের গাছ, আংগুর এবং নানা ধরনের ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

১২-وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১২. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং নক্ষত্ররাজি নিয়ন্ত্রিত তাঁরই নির্দেশে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

১৩-وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ
مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১৩. আরো তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন বিভিন্ন ধরনের বস্তু, যা তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

১৪. আর তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা খেতে পার তা থেকে তাজা মাছ এবং আহরণ করতে পার তা থেকে মণিমুক্তা, যা তোমরা অলংকাররূপে ব্যবহার কর। আর তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, ইহা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার আর তোমরা যেন শোকর আদায় কর।

١٤- وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ
لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন নদনদী ও নানা ধরনের পথ, যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

١٥- وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ
اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا
وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৬. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথনির্ণায়ক বহু চিহ্ন। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।

١٦- وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ
هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

১৭. অতএব তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না, তবুও তি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

١٧- اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۗ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٨- وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৬. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে গবাদি পশুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়। আমি তোমাদের পান করাই ওদের পেটে যে গোবর ও রক্ত রয়েছে তার মধ্যে থেকে খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

٦٦- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ
نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا
سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৭. আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আংগুর থেকে মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

٦٧- وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬৮. আর আপনার রব ইংগিতে বলেন মৌমাছিকে যে, বানাও পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যা নির্মাণ করে তাতে।

٦٨- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ
اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

৬৯. তারপর প্রত্যেক ফল থেকে খাও কিছু কিছু, আর অনুসরণ কর তোমার রবের পথসমূহ সহজভাবে, বের হয় তার পেট থেকে পানীয় নানা বর্ণের, যাতে রয়েছে শিফা মানুষের জন্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٦٩- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ
يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ
مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৮০. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরসমূহকে করেছেন আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমরা সহজ ব্যবহারযোগ্য মনে কর তোমাদের ভ্রমণকালে এবং তোমাদের অবস্থানকালে আর এ সবের পশম, লোম ও কেশ থেকে তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন আসবাবপত্র ও ব্যবহার উপকরণের কিছু কালের জন্য।

٨٠- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ
بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا
وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا
وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৮১. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ছায়ার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এবং তিনি তোমাদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করেন পাহাড়ে, আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের রক্ষা করে তাপ থেকে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন বর্মের, যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবে তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা অনুগত হও।

٨١- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ
الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

৩০. যারা কুফরী করে, তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আসমান ও যমীন ওতঃপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর

٣٠- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ○

আমি উভয়কে পৃথক করে দেই। আর আমি সৃষ্টি করেছি পানি থেকে সব প্রাণবান বস্তু। তবুও তি তারা ঈমান আনবে না?

٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

৩১. আর আমি সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে ঢলে না পড়ে আর আমি সেখানে স্থাপন করেছি নানা ধরনের প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যে পৌছতে পারে।

٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ○

৩২. আর আমি করেছি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٣٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

৩৩. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র, সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ○

১৭. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাত আসমান এবং আমি নই সৃষ্টি সম্বন্ধে গাফিল।

١٨- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ○

১৮. আর আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি আসমান থেকে পরিমাণ মত, পরে তা আমি সংরক্ষণ করি যমীনে আর অবশ্যই তা অপসারিত করতেও আমি সক্ষম।

١٩- فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

১৯. তারপর আমি সৃষ্টি করি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল-ফলাদি এবং তোমরা তা থেকে খেয়ে থাক।

٢٠- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ○

২০. আর সে পানির সাহায্যে আমি সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং এতে উৎপন্ন হয় তেল ও ব্যঞ্জন ভক্ষণকারীদের জন্য।

www.pathagar.com

২১. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়। আমি তোমাদের পান করাই, তাদের উদরে যা রয়েছে তা থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাদের মাঝে অনেক উপকারিতা, আর তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।

٢١- وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ
نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا
وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ
وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

২২. আর তোমরা তাদের পিঠে ও নৌযানে আরোহণ করে চলাফেরা কর।

٢٢- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪৫

৪৫. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত জীব পানি থেকে, তাদের কতক চলে নিজের পেটে ভর দিয়ে, কতক চলে দুই পায়ে, আর কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যা চান তাই সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ
فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

সূরা ফুর্কান, ২৫ ঃ ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬২

৫৩. আর তিনিই দু'দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, এর একটি মিষ্টি, সুপেয়, আর অপরটি লোনা, তিক্ত আর এ দু'য়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

٥٣- وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

৫৯. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনিই রহ্মান, অতএব জিজ্ঞাসা কর তাঁর সম্পর্কে, যে জানে তাকে।

٥٩- الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

৬১. কত মহান তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী এবং স্থাপন করেছেন সেখানে প্রদীপ্ত সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

٦١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا
وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬২. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন একটি অপরটির অনুগামীরূপে তার

٦٢- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

www.pathagar.com

لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৪

٤٤- خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৪. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিনদের জন্য।

সূরা রূম, ৩০ : ১১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

١١- اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

১১. আল্লাহ্ই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য।

٢٣- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অন্বেষণ করা তাঁর অনুগ্রহ। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা মনোযোগ সহকারে শোনে।

٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের দেখিয়ে থাকেন বিদ্যুৎতের চমক, যাতে ভয়ও থাকে এবং আশাও থাকে। আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন, অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীন

www.pathagar.com

স্থির থাকে। আবার যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন যমীন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে।	وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○
২৬. আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত।	٢٦- وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○
২৭. আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। আর তাঁরই মর্যাদা সর্বত্র আসমান ও যমীনে, তিনিই পরাক্রমশালী, মহা-হিক্মতওয়ালা।	٢٧- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা লুক্মান, ৩১ ঃ ১০, ১১

১০. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান স্তম্ভ ব্যতিরেকে, যা তোমরা দেখছ এবং তিনি স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা, পাছে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তিনি এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু। আর আমি বর্ষণ করি আসমান থেকে পানি, তারপর উৎপন্ন করি তাতে সবধরনের উত্তম উদ্ভিদ।	١٠- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○
১১. এ হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি। তোমরা আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া অন্যেরা কি কি সৃষ্টি করেছে ? বরং যালিমরা তো রয়েছে স্পষ্ট গুম্রাহীতে।	١١- هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৭

৪. আল্লাহ্ই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে সব কিছু ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়া তোমাদের নেই কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?	٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন। অবশেষে তা তাঁর কাছে এমন একদিনে পৌছবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমান।

٥- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ○

৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

٦- ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ○

৭. তিনি অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।

٧- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○

৮. এরপর তিনি তাঁর বংশধর সৃষ্টি করেছেন নগণ্য পানির নির্যাস হতে।

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ○

৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে 'রূহ্' ফুঁকে দেন আর তোমাদের দান করেন কান, চোখ ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোক্র কর।

٩- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ
قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ○

২৭. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি পানি প্রবাহিত করি শুষ্ক ও পতিত যমীনে, তারপর এর সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, যা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও। তবুও কি তারা দেখে না ?

٢٧- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ
إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ ۚ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৯, ২৭, ৪১

৯. আর আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। এরপর আমি তা পরিচালিত করি মৃত ভূখণ্ডের দিকে, পরে আমি তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করে দেই। এরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

٩- وَاللّٰهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ
فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
كَذٰلِكَ النُّشُورُ ○

২৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ? তারপর

٢٧- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ

www.pathagar.com

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

আমি তা দিয়ে নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পর্বতমালায়ও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল।

٤١- اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ
اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি এরা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কে এদের ধরে রাখবে? তিনি তো অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩,

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚۖ
اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, আমি তাকে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, আর তা থেকে তারা খায়।

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ
وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

৩৪. আর আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রস্রবণ,

٣٥- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ
وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৫. যেন তারা এর ফলমূল থেকে খেতে পারে। অথচ তাদের হাত এসব সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা শোকর করবে না?

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৬. পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদের জানে না তাদের সবাইকে।

٣٧- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○

৩৭. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিনকে অপসারিত করি, ফলে তখনই তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৩৮. আর সূর্য চলতে থাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এ হলো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র তরফ থেকে নিয়ন্ত্রণ।

www.pathagar.com

٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ
حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○

৩৯. আর চাঁদ, আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি তার জন্য বিভিন্ন মন্‌যিল, এমনকি তা ভ্রমণ শেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মত হয়ে যায়।

٤٠- لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ
وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর না রাত অতিক্রম করতে পারে দিনকে। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে সন্তরণ করে।

٨٠- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا
فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

৮০. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন, তারপর তোমরা তা থেকে আরো আগুন জ্বালাও।

٨١- اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ
بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

৮১. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন এদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ? হাঁ, অবশ্যই তিনি সক্ষম। আর তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

٨٢- اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ
شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৮২. বস্তুত তাঁর সৃষ্টি কার্য তো এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ
بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা। আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ৯৬

٩٦- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৬. আর আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫

٥- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

৫. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে এবং আচ্ছাদিত করেন দিন দিয়ে রাতকে। আর তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই চলতে থাকবে

www.pathagar.com

اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

٥٧- لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৭. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চাইতে কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

٦١- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৬১. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার তাতে আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

٦٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ م
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ ?

٦٣- كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৬৩. এভাবেই বিভ্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৪. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। আর তিনি তোমদের উত্তম পবিত্র রিয্ক দিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। আর কত মহান আল্লাহ্! যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ
خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি প্রত্যাখ্যান করছো তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী দু'দিনে এবং তোমরা কি স্থির করছ তাঁর জন্য সমকক্ষ ? অথচ তিনি হলেন রব সারাজাহানের।

١٠- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا

১০. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনের এ উপরিভাগে সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং

রেখেছেন সেখানে বরকত আর তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেখানে খাদ্যের তার অধিবাসীদের জন্য চারদিনে। যা পরিপূর্ণ প্রশ্নকারীদের জন্য।

وَبٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا
فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ ○

১১. তারপর তিনি মনোনিবেশ করলেন আসমানের দিকে, যা ছিল তখন ধূম্রপুঞ্জ। তখন তিনি তাকেও পৃথিবীকে বললেন ঃ আসো তোমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

١١- ثُمَّ اسْتَوٰىٓ إِلَى السَّمَآءِ
وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ
قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ○

১২. তারপর তিনি আকাশমণ্ডলকে পরিণত করলেন সাত আসমানে দুইদিনে এবং জারী করলেন প্রত্যেক আসমানে এর বিধান। আর আমি সুশোভিত করলাম নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ হলো পরাক্রমাশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

١٢- فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِى كُلِّ
سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصٰبِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ
ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১১, ২৯

১১. আল্লাহ্‌ই স্রষ্টা আসমান ও যমীনের। তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া এবং আন'আমের মধ্য থেকেও তাদের জোড়া। এভাবেই তিনি জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই নেই তাঁর সদৃশ আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١١- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَّمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ
يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ۖ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

২৯. আর তাঁর কুদ্‌রতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে যে সব জীবজন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সে সব। আর তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

٢٩- وَمِنْ اٰيٰتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২

৯. আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ?

٩- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ○

তারা অবশ্যই বলবে ঃ এ সব তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্,

١٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১০. যিনি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং করেছেন তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন চলার পথ, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

١١- وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا
كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ○

১১. আর যিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি। তারপর আমি সঞ্জীবিত করি তা দিয়ে মৃত জনপদকে। এভাবেই তোমাদের বের করা হবে।

١٢- وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ○

১২. আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সব ধরনের জোড়া এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর।

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩৮, ৩৯

٣٨- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ○

৩৮. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে কোন কিছু ক্রীড়াচ্ছলে।

٣٩- مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৩৯. আর আমি সৃষ্টি করিনি এটি যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২২

٢٢- وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

২২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদান দেয়া যায়, সে যা করেছে সে অনুযায়ী আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ৩, ৪

٣- مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ○

৩. আমি সৃষ্টি করেছি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

٤- قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ
ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ۖ
ٱئْتُونِى بِكِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَآ أَوْ أَثَـٰرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ○

৪. আপনি বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি তাদের সম্পর্কে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্কে ছেড়ে ? আমাকে দেখাও তারা কী সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে, অথবা আছে কী তাদের কোন অংশীদারিত্ব আসমানে ? নিয়ে এসো আমার কাছে এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব, অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ৩৮

٦- أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا
وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ○

৬. তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের উপরে স্থাপিত আসমানের দিকে, কিভাবে আমি তা তৈরী করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি আর নেই তাতে কোন ছিদ্র !

٧- وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا
فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ○

৭. আর যমীন, তা তো আমি বিস্তৃত করেছি এবং স্থাপন করেছি তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা আর উৎপন্ন করেছি সেখানে নানা ধরনের নয়ন প্রীতিকর উদ্ভিদ,

٨- تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ
لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ○

৮. জ্ঞান আহরণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ স্বরূপ আল্লাহ্ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য।

٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَـٰرَكًا
فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّـٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ○

৯. আর আমি বর্ষণ করি আসমান থেকে বরকতময় পানি আর উৎপন্ন করি তা দিয়ে বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।

١٠- وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَـٰتٍ لَّهَا
طَلْعٌ نَّضِيدٌ ○

১০. আর লম্বালম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘনসন্নিবেশিত গুচ্ছ,

١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ
وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ
كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ○

১১. আমার বান্দাদের রিযিকের জন্য। আর আমি জীবিত করি তা দিয়ে মৃত জনপদকে। এভাবেই মৃতদের জীবিত করে উঠানো হবে।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

৩৮. আর আমি অবশ্যই সৃষ্টি করেছি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের

www.pathagar.com

وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

মধ্যবর্তী সব কিছু ছয়দিনে আর আমাকে স্পর্শ করেনি কোন ক্লান্তি।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯

٤٧- وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

৪৭. আর আসমান, আর আমি সৃষ্টি করেছি তা নিজ ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী।

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

৪৮. আর যমীন, আমি তা বিছিয়ে দিয়েছি, আর কত সুন্দরভাবে আমি বিছিয়েছি।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৪৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৯

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

৪৯. নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।

সূরা আর রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ১০, ১১, ১২

١٠- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○

১০. আর যমীন, আল্লাহ্ তা স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য,,

١١- فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○

১১. সেখানে রয়েছে নানা ধরনের ফলমূল এবং খোসাযুক্ত খেজুরের গাছ।

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

১২. আর খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪, ৫, ৬

٤- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি জানেন যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয়ে আসে সেখান থেকে, আর যা কিছু নেমে আসে আসমান থেকে এবং যা কিছু উত্থিত হয় সেখানে আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, সেখানেই তোমরা থাক না কেন। আর আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা যা তোমরা কর।

৫. তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের আর আল্লাহ্‌রই কাছে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥-لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৬. তিনি প্রবেশ করান রাতকে দিনে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাতে আর তিনি অন্তর্যামী।

٦-يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৩

৩. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন আর তিনি সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২

১২. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীন ও এর অনুরূপ। নেমে আসে এদের মাঝে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন স্বীয় জ্ঞানে।

١٢-اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١-تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ○

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, কে তোমাদের মাঝে কর্মে উত্তম ? আর তিনি পরাক্রমাশালী, পরম ক্ষমাশীল।

٢- الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি দেখতে পাবে না পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন

٣-الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

খুঁত। তারপর তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, দেখতে পাও কি তুমি কোন ত্রুটি ?

٤- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

৪. তারপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ফিরে আসবে তোমার দিকে ব্যর্থ ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে।

٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

৫. আর অবশ্যই আমি সুশোভিত করেছি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ○

১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র মহত্বের আশা করছ না!

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ○

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

١٥- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে ?

١٦- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○

১৬. আর তিনি সেথায় স্থাপন করেছেন চাঁদকে আলোরূপে এবং তিনি স্থাপন করেছেন সূর্যকে প্রদীপরূপে।

١٧- وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ○

১৭. আর আল্লাহ্ই তোমাদের উদ্গত করেন মাটি থেকে উত্তমরূপে,

١٨- ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ○

১৮. তারপর তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন সেখানে, এরপর তিনি তোমাদের বের করে আনবেন সেখান থেকে।

١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ○

১৯. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য করেছেন যমীনকে বিস্তৃত।

٢٠- لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

২০. যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পার বিভিন্ন প্রশস্ত পথে।

www.pathagar.com

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২৫, ২৬, ২৭

২৫. আমি কি সৃষ্টি করিনি যমীনকে ধারণকারীরূপে,

٢٥- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ○

২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য ?

٢٦- اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ○

২৭. আর আমি স্থাপন করেছি সেখানে সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা এবং তোমাদের পান করার জন্য দিয়েছি সুপেয় পানি।

٢٧- وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ○

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানাসদৃশ,

٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○

৭. এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ?

٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○

৮. আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়া-জোড়া,

٨- وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○

৯. এবং আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আরামদায়ক,

٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○

১০. আর রাতকে করেছি আবরণ,

١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○

১১. এবং আমি করে দিয়েছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়,

١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○

১২. আর আমিই নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান,

١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○

১৩. এবং আমিই সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।

١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○

১৪. আর আমি বর্ষণ করি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টির পানি,

١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ○

১৫. যেন আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ,

١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ○

১৬. এবং ঘনগাছপালায় পরিপূর্ণ বাগান-সমূহ।

١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ○

www.pathagar.com

٢٧- ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا
اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا ○

٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ○

٢٩- وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا
وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ○

٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ○

٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ○

٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ○

٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○

٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ○

٢٥- اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ○

٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ○

٢٧- فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ○

٢٨- وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ○

٢٩- وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ○

٣٠- وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا ○

٣١- وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ○

٣٢- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ○

www.pathagar.com

দ্বিতীয়

মানুষ ও

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২১, ২২, ৩০

২১. হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার!

২২. তিনিই করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তিনি উৎপন্ন করেন তা দিয়ে ফলমূল তোমাদের রিযিকের জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না জেনেশোনে।

৩০. আর স্মরণ কর, বলেছিলেন তোমার রব ফিরিশতাদের ঃ আমি তো সৃষ্টি করতে যাচ্ছি পৃথিবীতে প্রতিনিধি। তারা বলেছিল ঃ আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে সেথায় এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই আপনার সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করছি ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি জানি, যা তোমরা জান না।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৯

৪৫. স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বললেন ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ সুসংবাদ দিচ্ছেন তোমাকে তাঁর তরফ থেকে

www.pathagar.com

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

একটি কালেমার, তার নাম মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম। সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম।

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

৪৬. সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং প্রাপ্তবয়সেও আর সে হবে নেক্‌কারদের শামিল।

٤٧- قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ
قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

৪৭. মারইয়াম বলল ঃ হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ স্পর্শ করেনি আমাকে কোন মানুষ! আল্লাহ্ বললেন ঃ এভাবেই, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

٥٩- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ
كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি সৃষ্টি করেছেন আদমকে মাটি থেকে তারপর তিনি তার জন্য বললেন ঃ হও, ফলে সে হয়ে গেল।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১

١- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের উভয় থেকে অনেক নর-নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সূরা আন্‘আম, ৬ ঃ ২

٢- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ
ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ

২. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি থেকে, তারপর তিনি নির্দিষ্ট করেছেন একটি নির্ধারিত সময়, এ

www.pathagar.com

وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

ছাড়াও তাঁর কাছে আছে একটি নির্ধারিত সময়। এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ্ কর।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১, ১২, ১৮৯

١١- وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ،
لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

১১. আর আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, তারপর আমি তোমাদের আকৃতি দান করি, পরে আমি ফিরিশ্‌তাদের বলি ঃ সিজ্‌দা কর আদমকে। তখন সিজ্‌দা করল সকলেই, ইব্‌লীস ছাড়া। সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٢- قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۖ
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ
خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

১২. আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কী তোমাকে মানা করল যে, তুমি সিজ্‌দা করলে না? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

١٨٩- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا
فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا
صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৮৯. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়, এরপর সে যখন তার সাথে সঙ্গম করে, তখন স্ত্রী লঘুভাবে গর্ভধারণ করে। তারপর সে তা নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করে। পরে গর্ভ যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করল ঃ যদি তুমি আমাদের নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুযার হব।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

٢٦-وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

২৬. আর অবশ্যই আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে পঁচা-কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে,

٢٧-وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○

২৭. আর জিন্ সৃষ্টি করেছি এর আগে অত্যুষ্ণ আগুন থেকে।

٢٨-وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ
إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

২৮. স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের বললেন ঃ অবশ্যই আমি সৃষ্টি করতে চাই পঁচা-কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে।

٢٩-فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُۥ سَٰجِدِينَ ○

২৯. তারপর আমি যখন তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ্ ফুঁকে দেব, তখন তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হবে।

٣٠-فَسَجَدَ الْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

৩০. তখন ফিরিশ্‌তারা সবাই একত্রে সিজ্‌দা করল,

٣١-إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ
السَّٰجِدِينَ ○

৩১. কিন্তু করল না ইব্‌লীস, সে সিজ্‌দাকারী-দের মধ্যে শামিল হতে অস্বীকার করল।

٣٢-قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ
السَّٰجِدِينَ ○

৩২. আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ইব্‌লীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

٣٣-قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ
مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

৩৩. ইব্‌লীস বলল ঃ আমি এমন নই যে, আমি সিজ্‌দা করব এমন এক মানুষকে, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন পঁচা-কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে।

٣٤-قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

৩৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত,

٣٥-وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ
الدِّينِ ○

৩৫. আর অবশ্যই তোমার প্রতি রইল লা'নত কিয়ামত পর্যন্ত।

٣٦-قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

৩৬. ইব্‌লীস বলল ঃ হে আমার রব! তবে আমাকে অবকাশ দিন হাশ্‌রের দিন পর্যন্ত।

٣٧-قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ○

৩৭. আল্লাহ্ বললেন ঃ অবশ্যই তোমাকে অবকাশ দেয়া হল,

٣٨-إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○

৩৮. নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।

٣٩-قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ

৩৯. ইব্‌লীস বলল ঃ হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন, তাই আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপকার্যসমূহকে শোভন করে দেখার

www.pathagar.com

فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

এবং তাদের সবাইকে গুম্‌রাহ করে দিব,

٤٠- اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার বাছাই করা বান্দাহ তাদের ছাড়া।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭০, ৭৮

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۫
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৭০. আর আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হবে অকর্মণ্য বয়সে, ফলে সে যা জানত সে সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٧٨- وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের বের করেছেন তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়, যাতে তোমরা শোকর কর।

সূরা মারয়াইম, ১৯ ঃ ৬৭

٦٧- اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ
اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ○

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তো তাকে সৃষ্টি করেছি পূর্বে, যখন সে কিছুই ছিল না?

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫, ৬

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ
مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ
وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ

৫. হে মানুষ! যদি তোমরা মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠান সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে জেনে রাখ! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে; তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি, যাতে আমি প্রকাশ করি তোমাদের কাছে আমার কুদ্‌রত। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, যা আমি চাই, তারপর আমি তোমাদের বের করি শিশুরূপে, পরে তোমরা পরিণত বয়সে

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ
اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ
وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً
فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ
زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

উপনীত হও। আর তোমাদের মাঝে কতক এমন আছে, যাদের মৃত্যু ঘটান হয় এবং কতক এমন আছে যাদের পৌছান হয় অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যে বিষয় তাদের জানা ছিল, তা তারা মনে রাখতে পারে না। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, তারপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং উৎপন্ন করে নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ
وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى
وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. এসব এ কারণে যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ৭৮, ৭৯, ৮০

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○

১২. আর আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে,

١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

১৩. তারপর তাকে আমি স্থাপন করি শুক্ররূপে এক সুরংক্ষিত স্থানে।

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا
اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

১৪. তারপর আমি শুক্রকে পরিণত করি আলাকে যা লেগে থাকে, তারপর আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, তারপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে সে অস্থিকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান বরকতময় আল্লাহ্, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

٧٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৭৮. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয়, খুব অল্পই তোমরা শোকর করে থাক।

٧٩- وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ
وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৭৯. আর তিনিই তোমাদের বিস্তৃত করেছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

৮০. আর তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁরই ইখ্‌তিয়ারে রাত ও দিনের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

٨٠- وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

সূরা ফুর্‌কান, ২৫ ঃ ৫৪

৫৪. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ পানি থেকে। তারপর তিনি স্থাপন করেছেন তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ। আর আপনার রব তো সর্বশক্তিমান।

٥٤- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۖ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০, ২১, ৪০, ৫৪

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছ।

٢٠- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।

٢١- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪০. আল্লাহ্‌ই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্য থেকে কোন একটিও করতে পারে ? আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ۖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৫৪. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর তিনি দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, এরপর

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً

www.pathagar.com

ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ط
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

তিনি শক্তির পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৭, ৮, ৯

٧- الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ
وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○
٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ
مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○
٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৭. আল্লাহ্ অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।

৮. এরপর তিনি তাঁর বংশধর সৃষ্টি করেছেন নগন্য পানির নির্যাস থেকে।

৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে 'রূহ্' ফুঁকে দেন আর তোমাদের দান করেন কান, চোখ ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোক্‌র কর।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১

١١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ
اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ط
اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১১. আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, এরপর তোমাদের করেছেন জোড়াজোড়া। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান ও প্রসব করে না তাঁর অবগতি ব্যতিরেকে। আর কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাসও করা হয় না, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহ্ফূযে। নিশ্চয় এ কাজ আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭

٧٧- اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৭. মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র থেকে ? তারপর সে হয়ে পড়ল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط

৬. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট প্রকার এবং তিনি তোমাদের

www.pathagar.com

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ○

সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভে পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। অতএব কোথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ ?

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৭, ৬৮

٦٧- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, পরে যেন তোমরা উপনীত হও পরিণত বয়সে। তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু হয় এর আগেই। আর যেন তোমরা পৌছতে পার নির্দিষ্ট সময়ে এবং যেন তোমরা বুঝতে পার।

٦٨- هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ
فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর যখনই তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৯, ৫০

٤٩- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ○

৪৯. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান তা-ই। তিনি দান করেন যাকে চান, কন্যা সন্তান এবং তিনি দান করেন যাকে চান পুত্র সন্তান।

٥٠- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

৫০. অথবা তিনি তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই আর তিনি করে দেন যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা যারি য়াত, ৫১ ঃ ৫৬

٥٦- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ ও ইনসান শুধু এ জন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।

www.pathagar.com

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৪৫, ৪৬

٤٥- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ○

٤٦- مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ○

৪৫. আর আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেন জোড়া নর ও নারী—

৪৬. শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৪, ১৫

١٤- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

١٥- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ○

১৪. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন মানুষ পোড়া মাটির পাত্রের মত শুষ্ক মাটি থেকে,

১৫. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন জিন্ ধোঁয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৩, ২৪

٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ○

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৩. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ। খুব অল্পই তোমরা শোকর কর।

২৪. বলুন ঃ তিনিই তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীময় এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

٣٧- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ○

٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ○

٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ○

٤٠- أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

৩৭. মানুষ কি ছিল না এক বিন্দু শুক্র, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

৩৮. তারপর সে পরিণত হয় আলাকে, এরপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।

৩৯. তারপর তিনি সৃষ্টি করেন তা থেকে জোড়া নর ও নারী।

৪০. তবে কি তিনি সক্ষম নন যে, তিনি জীবিত করবেন মৃতকে ?

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২

٢- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

২. নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে যে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

www.pathagar.com

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩

২০. আমি কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি তুচ্ছ পানি থেকে ?

٢٠- أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ○

২১. তারপর আমি তা রেখেছি সুরক্ষিত স্থানে,

٢١- فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ○

২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

٢٢- إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ○

২৩. তারপর আমি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি, কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী আমি!

٢٣- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ○

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১৭, ১৮, ১৯

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

١٧- قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ○

১৮. আল্লাহ্ তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ?

١٨- مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ○

১৯. শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে পরিমিত করেছেন।

١٩- مِن نُّطْفَةٍ
خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ○

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৫, ৬, ৭

৫. মানুষ লক্ষ্য করুক, কী বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!

٥- فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ○

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিঃসৃত পানি থেকে,

٦- خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ○

৭. যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে।

٧- يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ○

সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪, ৫

৪. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতিশয় সুন্দর গঠনে,

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ○

৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দেই হীন থেকে হীনতম অবস্থায়।

٥- ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ○

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১, ২

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

١- ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ○

২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।

٢- خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ○

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইতিহাস

১ম পরিচ্ছেদ

জাতি ও জনগোষ্ঠি

বনী ইস্‌রাঈল

সূরা বাকারা, ঃ ২ ঃ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১২০, ১২১, ১২২, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫, ২১১, ২৪৬

৪০. হে বনী ইস্‌রাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সেই নিয়ামত, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং পূর্ণ কর আমার সাথে কৃত অংগীকার, আমিও পূর্ণ করব তোমাদের সাথে আমার অংগীকার আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

٤٠- يٰبَنِيٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِيَ الَّتِيٓ
اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِيٓ اُوۡفِ
بِعَهۡدِكُمۡ ۚ
وَاِيَّايَ فَارۡهَبُوۡنِ ○

৪১. আর তোমরা ঈমান আন আমি যা নাযিল করেছি তাতে, যা প্রত্যয়ণকারী তোমাদের কাছে যা আছে তার, আর তোমরাই হয়ো না তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী। আর তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করো না এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

٤١- وَاٰمِنُوۡا بِمَآ اَنۡزَلۡتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمۡ
وَلَا تَكُوۡنُوۡٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشۡتَرُوۡا
بِاٰيٰتِيۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۟
وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوۡنِ ○

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং সত্য গোপন করো না জেনেশোনে।

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৪৩. আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং রুকু' কর রুকু'কারীদের সাথে।

٤٣- وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ○

৪৪. তোমরা কি লোকদের নির্দেশ দাও নেক্‌কাজের, আর ভুলে যাও নিজেদের? অথচ তোমরা পাঠ করছ কিতাব। তবে কি তোমরা বুঝ না?

٤٤- أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ط
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৪৫. আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে, অবশ্য তা অত্যন্ত কঠিন, তবে সে সব লোকদের ছাড়া,

٤٥- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ○

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁরই দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।

٤٦- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ○

৪৭. হে বনী ইস্‌রাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে নিয়ামত, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমিই তোমাদের উঁচু মর্যাদা দিয়েছিলাম সারাজাহানের উপর,

٤٧- يٰبَنِي إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِينَ ○

৪৮. আর তোমরা ভয় কর সেদিনের, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না আর কারো কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٤٨- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○

৪৯. আর স্মরণ কর! আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ফির'আওনের লোকদের হাত থেকে, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। অবশ্য তাতে ছিল তোমাদের রবের তরফ থেকে এক মহা-পরীক্ষা।

٤٩- وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سُوٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ط
وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ○

www.pathagar.com

٥٠- وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫০. স্মরণ কর! আমি তোমাদের জন্য দ্বি-খণ্ডিত করেছিলাম সাগরকে এবং উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের, আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফির'আওনের লোকদের আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

٥١- وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৫১. আর স্মরণ কর! যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, তারপর তোমরা তাঁর অনুপস্থিতে বাছুর বানিয়ে নিয়েছিলে, আর তোমরা তো ছিলে যালিম!

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকর কর।

٥٣- وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৩. আর স্মরণ কর! আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ কর।

٥٤- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪. স্মরণ কর! মূসা তাঁর কাওমের লোকদের বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা বাছুর বানিয়ে নিজেদের উপর ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং হত্যা কর নিজেদের। এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরাবশ হলেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٥- وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনব না, আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত, তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হল। আর তোমরা তা দেখতেছিলে।

٥٦- ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৬. তারপর আমি তোমাদের জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর কর।

٥٧- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط
كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ○

৫৭. আর আমি তোমাদের ছায়া দিয়েছিলাম মেঘ দিয়ে এবং পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও সাল্ওয়া। বলেছিলাম ঃ তোমরা খাও, আমি তোমাদের উত্তম ও পবিত্র যা কিছু দান করেছি তা থেকে। আর তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি রবং তারা তো যুলুম করেছিল নিজেদের প্রতি।

٥٨- وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৮. আর স্মরণ কর! আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে, আর খাও সেখানে, যেভাবে ইচ্ছা কর আনন্দের সাথে এবং প্রবেশ কর সদর দরজা দিয়ে নত শিরে আর বল ঃ মাফ কর, মাফ কর, আমি মাফ করে দিব তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং অবশ্যই আমি অতিরিক্ত দান করব নেক্কারদের।

٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ
قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ ○

৫৯. কিন্তু যারা যুলুম করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল এর পরিবর্তে অন্য কথা বলল। অতএব আমি যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম আসমান থেকে, কেননা তারা হুকুম অমান্য করেছিল।

٦٠- وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৬০. আর স্মরণ কর! মূসা তার কাওমের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল। তখন আমি বলেছিলাম ঃ তুমি আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে। ফলে প্রবাহিত হল সে পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পানির ঘাট। আমি বললাম ঃ তোমরা খাও এবং পান কর আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক থেকে, আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।

٦١- وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা কখন ধৈর্যধারণ করব

www.pathagar.com

না এক রকম খাদ্যে। অতএব তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার রবের কাছে, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীতে উৎপন্ন করেন তরকারী, কাঁকুড়, মসুর ও পেঁয়াজ। মূসা বলল ঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে তোমরা কোন নগরীতে অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে। আর তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল। এরূপ হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে হত্যা করত অন্যায়ভাবে। তারা নাফরমানী ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল।

طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ
الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ۗ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ
وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান ও সাবিঈন তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে, আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٦٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৩. আর স্মরণ কর, আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূর'কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলাম ঃ আমি তোমাদের যা দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

٦٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ۗ
خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৪. এরপরও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না

٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ

www.pathagar.com

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

থাকলে, অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

٦٥- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

৬৫. আর তোমরা তাদের ভালভাবে জানতে, যারা তোমাদের মধ্যে থেকে শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছে, আমি তাদের বলেছিলাম ঃ তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।

٦٦- فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৬৬. তারপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করে দিয়েছি।

٦٧- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৬৭. স্মরণ কর, যখন মূসা তার কাওমকে বলেছিল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু যবাই করতে আদেশ দিয়েছেন। তখন তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো ? মূসা বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○

৬৮. তারা বলল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন সেটি কি, তা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, 'সেটি হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়, এ দু'য়ের মধ্য বয়সী।' যা তোমাদের আদেশ করা হয়েছে, তা কর।

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

৬৯. তারা বলল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেটির রং কিরূপ? মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের গাভী, এবং রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেবে।

٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ۙ

৭০. তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন

www.pathagar.com

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সেটি কিরূপ? কেননা, সেটি আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হচ্ছে। আর আল্লাহ্ চাইলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাব।

٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا
شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

৭১. মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, 'এটি এমন গাভী, যা চাষে বা যমীনে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্থ নিখুঁত। তারা বলল ঃ এবার তুমি সঠিক তথ্য এনেছ। তারপর তারা সেটি যবাই করল, যদিও তারা তা করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۚ
وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ○

৭২. স্মরণ কর, তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং পরে সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারূপ করেছিলে। আর আল্লাহ্ প্রকাশ করছেন যা তোমরা গোপন করছিলে।

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ
كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۙ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৭৩. তারপর আমি বললাম ঃ তোমরা মৃতকে আঘাত কর, যবাইকৃত গাভীটির কোন অংশ দিয়ে। এভাবেই আল্লাহ্ জীবিত করেন মৃতকে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৭৪. এরপরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তা পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন। কতক পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে নদীনালা প্রবাহিত হয়, আর কতক এমন আছে যে, তা বিদীর্ণ হয় এবং পরে তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এরূপ আছে, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়ে। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফিল নন।

٧٥- أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ

৭৫. তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে তো একদল ছিল,

www.pathagar.com

يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ○

যারা আল্লাহ্‌র বাণী শোনত, তারপর তা হৃদয়ঙ্গম করে বিকৃত করত সজ্ঞানে।

٧٦- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا
أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৭৬. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা নিভৃতে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন, তোমরা কি তা তাদের কাছে বলে দিচ্ছ ? তা হলে তারা এ নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের রবের সামনে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা কি বুঝ না ?

٧٧- أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭৭. তারা কি এতটুকু জনে না যে, তারা যা গোপন করে কিংবা যা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তা নিশ্চতাভাবে জানেন।

٧٨- وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

৭৮. তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাবের কিছুই জানে না। তারা শুধু ধারণাই পোষণ করে।

٧٩- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ○

৭৯. সুতরাং আফসোস তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ, যাতে তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পেতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ।

٨٠- وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ
قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ
اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

৮০. আর তারা বলে ঃ আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না, কয়েক দিন ছাড়া। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছে, অতএব আল্লাহ্ তার অঙ্গীকার কখনো খিলাফ করবেন না ? অথবা

www.pathagar.com

تَعْلَمُوْنَ ○

তোমরা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না ?

٨١- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ
خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে, এরূপ লোকেরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٨٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ○

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ
وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিস্‌কীনদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। তখন তোমরা অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

٨٤- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৮৪. আর স্মরণ কর. যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের আপন জনদের নিজ দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

٨٥- ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ۗ

৮৫. কিন্তু তারপর তোমরাই নিজদের হত্যা করেছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছ এবং পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করছ। আর তারা বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার

www.pathagar.com

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ
بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ
مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ
اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের কোন পথ নেই, আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে গাফিল নন।

٨٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْاٰخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৮৬. এরাই আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا
مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى
اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৮৭. আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের পাঠিয়েছি, আর স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছি ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে এবং তাকে শক্তিশালী করেছি জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে। তারপর যখন কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনি তোমরা অহংকার করেছ, আর তাদের কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ।

٨٨- وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۗ
بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ
فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৮৮. আর তারা বলেছিল ঃ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত। না, বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের দরুন আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেছেন। ফলে তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

٨٩- وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ
عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব এলো, যা তাদের কাছে যা ছিল তার সমর্থক, যদিও তারা পূর্বে এর সাহায্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও

www.pathagar.com

مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز
فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

যখন তাদের কাছে তা পৌঁছল, যা তারা জ্ঞাত ছিল, তখন তারা অস্বীকার করে বসল। অতএব কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

٩٠- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ
اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ ج
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯০. কতই না মন্দ তা, যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা হল আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অস্বীকার করত জিদের বশবর্তী হয়ে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছিল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

٩١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন তাতে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন. তখন তারা বলে ঃ আমরা ঈমান রাখি তাতে, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অথচ তাছাড়া সব কিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের কাছে তার সমর্থক। আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হবে, তবে ইতিপূর্বে কেন নবীদের হত্যা করলে ?

٩٢- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৯২. আর মূসা তো তোমাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট মু'জিযা সহ, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতে বাছুর বানিয়ে নিলে, তোমরা তো সীমালংঘনকারী।

٩٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط
خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط
قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূরকে' তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিল ঃ আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম। কুফরীর

www.pathagar.com

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যে আদেশ দেয়, তা কতই না মন্দ!

٩٤- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৯৪. আপনি বলুন ঃ যদি অন্য লোকদের ছাড়া শুধু তোমাদের জন্যই বিশেষভাবে আখিরাতের বাসস্থান আল্লাহ্‌র কাছে বরাদ্দ হয়ে থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

٩٥- وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

৯৫. কিন্তু তারা কখন মৃত্যু কামনা করবে না সে কারণে যা তাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٩٦- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৯৬. আর আপনি অবশ্যই সবার চেয়ে, এমনকি মুশ্‌রিকদের চেয়েও জীবনের প্রতি তাদের অধিক লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর বাঁচতে পারে। কিন্তু এ ধরনের দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা যা করে, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

١٠٥- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

১০৫. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে নিজ অনুগ্রহের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

١٠٩- وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ

১০৯. আহলে কিতাবের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদের অনেকেই ঈর্ষাবশত তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদের কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, অতঃপর যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ আসে

www.pathagar.com

ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১১. আর তারা বলেন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, এটা তাদের অলীক কল্পনা। আপনি বলুন ঃ তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١١١- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১১৩. ইয়াহূদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানেন না তারা অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

١١٣- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১২০. আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ না আপনি অনুসরণ করবেন তাদের ধর্ম আদর্শের। বলুন ঃ আল্লাহ্ হিদায়েতই তো প্রকৃত হিদায়েত। আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন, আপনার কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন বন্ধু থাকবে না এবং না কোন সাহায্যকারী।

١٢٠- وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, যারা যথাযথভাবে ইহা পাঠ করে, তারা এতে ঈমান আনে, যারা ইহা অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٢١- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২২. হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সেই অনুগ্রহের কথা, যা আমি দিয়েছিলাম তোমাদের এবং আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি সমগ্র বিশ্বের উপর।

١٢٢- يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

www.pathagar.com

١٣٥- وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ
قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ...

১৩৫. তারা বলে ঃ ইয়াহুদী হও বা খ্রিস্টান হও হিদায়েত পাবে। আপনি বলুন ঃ না, বরং আমরা একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করি.....।

١٤٠- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ
مِنَ اللّٰهِ ؕ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান ছিল ? আপনি বলুন ঃ তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ ? তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে গোপন করে তার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে প্রমাণ আছে তা ? আর আল্লাহ্ গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৪৫. আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে আপনি সমস্ত প্রমাণ পেশ করলেও তারা আপনার কিব্‌লার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিব্‌লার অনুসরণ করার নন, আর তারাও পরস্পরের কিব্‌লার অনুসারী নয়। আর আপনি যদি, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।

٢١١- سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ
فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১১. জিজ্ঞাসা কর বনী ইসরাঈলকে, আমি তাদের কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম! আর কেউ আল্লাহ্‌র নিয়ামত আসার পর তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

٢٤٦- اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ
مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ
اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ

২৪৬. তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে

পারি। তখন নবী বলল, এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তো তোমরা যুদ্ধ করবে না। তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি আমাদের আবাস ভূমি ও সন্তান-সন্ততি থেকে। তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৯৩, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৯৯

৬৪. আপনি বলে দিন ঃ হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন । তা হলো আমরা যেন এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রবরূপে গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমরা বল ঃ তোমরা সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।

٦٤- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬৫. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা ইব্‌রাহীম সম্পর্কে তর্কবিতর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার অনেক পরে নাযিল করা হয়েছিল। তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

٦٥- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ
إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৬৬. হাঁ, তোমরা তো সে সব লোক, যারা ইতিপূর্বে তর্ক করেছ এমন বিষয়ে,

٦٦- هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا

www.pathagar.com

لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

যাতে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

٦٧-مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا
وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৬৭. ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিল না এবং নাসারাও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ সরল পন্থী মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ
لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৮. নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠ তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং নবী ও যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।

٦٩-وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط
وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৯. আর আহলে কিতাবের এক দল মনে প্রাণে চায় যে, তারা যেন তোমাদের বিপথগামী করতে পারে। কিন্তু তারা কাউকে বিপথগামী করতে পারে না, নিজেদের ছাড়া। অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

٧٠-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৭০. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করছ, অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ ?

٧١- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৭১. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করছ এবং সত্য গোপন করছ। অথচ তোমরা জান।

٧٢-وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ
وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৭২. আহলে কিতাবের এক দল বলল ঃ মু'মিনদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা দিনের প্রথমভাগে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত এতে তারা ইসলাম থেকে ফিরে আসবে।

٧٣-وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط

৭৩. আর তোমরা বিশ্বাস করবে না স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে। আপনি

www.pathagar.com

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ
اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ
اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ
قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

বলে দিন ঃ নিশ্চয়ই প্রকৃত হিদায়েত হলো আল্লাহ্‌র হিদায়েত। আর এ সব এ জন্য যে, তোমরা যা পেয়ে ছিলে, অন্য কেউ কেন পাবে, কিংবা তারা কেন তোমাদের পরাভূত করবে যুক্তিতে তোমাদের রবের সামনে ? বলুন ঃ নিশ্চয়ই সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٧٤- يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

٧٥- وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ
اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫. আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, যদি তুমি তার কাছে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ আমানত রাখ, তা সে তোমাকে ফেরৎ দেবে। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যদি তুমি তার কাছে একটি মাত্র দিনারও আমানত রাখ এবং তার পেছনে লেগে না থাক, তাহলে সে তা তোমাকে তা ফেরৎ দেবে না। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ঃ আমাদের উপর নিরক্ষরদের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। আর তারা জেনেশোনে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

٧٦- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৬. হাঁ, অবশ্যই সে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পালন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবে তো এরূপ মুত্তাকীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন।

٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ

৭৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের কসমের পরিবর্তে সামান্যও বিনিময় গ্রহণ করে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না

www.pathagar.com

الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٧٨- وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ
بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৮. আর তাদের মধ্যে তো এক দল লোক এমন আছে, যারা নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে তা কিতাবেরই অংশ, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে ঃ এসব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, আসলে তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নয়, তারা জেনেশোনে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে।

٩٣- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى
نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَأْتُوْا
بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৯৩. সব খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। তা ছাড়া যা ইয়াকূব নিজের জন্য হারাম করেছিল তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে। বলুন ঃ তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٩٨- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮. আপনি বলুন ঃ হে আহ্‌লে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান কর ? আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তার সাক্ষী।

٩٩- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا
وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৯. বলুন ঃ হে আহ্‌লে কিতাব! কেন তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র পথে বাধা দাও যারা ঈমান এনেছে, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে ? অথচ তোমরা এর সত্যতার সাক্ষ্য বহনকারী। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফিল নন।

١٠٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا
فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আহ্‌লে কিতাবের কোন দলের কথা মেনে চল, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর, আবার কাফিরে পরিণত করে দিবে।

www.pathagar.com

১১০. তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালকাজে আদেশ কর, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদের জন্য মংগলকর হত। তাদের মধ্যে কতক মু'মিন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হল ফাসিক-পাপাচারী।

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط
وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ○

১১১. তারা কখনো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে। তারপর তাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

١١١- لَنْ يَّضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى ط
وَإِنْ يُّقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ قف
ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ○

১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে হীনতার ও দীনতার। এসব এজন্য যে, তারা প্রত্যাখ্যান করত আল্লাহ্‌র আয়াত এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করত নবীদের, এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল।

١١٢- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا
إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

১১৩. তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে এক দল আছে অবিচলিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজ্‌দা করে।

١١٣- لَيْسُوْا سَوَآءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ
أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ
اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, তারা আদেশ করে ভালকাজের, নিষেধ করে মন্দকাজে

١١٤- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ

www.pathagar.com

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ط
وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

এবং প্রতিযোগিতা করে নেককাজে। তারাই নেক্‌কারদের মধ্যে শামিল।

١١٥- وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

১১৫. তারা যে সব নেককাজ করে, তার বিনিময় থেকে তাদের কখন বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ্ এ মুত্তাকীদের ব্যাপারে খুব ভাল জানেন।

١٩٩- وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا
لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯৯. আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বিনয়াবনত হয়ে ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি আর যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি তাতে, তারা বিক্রয় করে না আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছমূল্যে। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৭১

٤٤- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا
مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ
وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ○

৪৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদের দেয়া হয়েছে কিতাবের এক অংশ? যারা গুমরাহীকে ক্রয় করে এবং তারা চায় যে, তোমরাও গুমরাহ হও।

٤٥- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ط
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ق وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৫. আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের খুব ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ্ই যথেষ্ট বন্ধু হিসাবে এবং আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসাবে।

٤٦- مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ
الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ
وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা কথার প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে এবং বলে ঃ আমরা শুনলাম, কিন্তু অমান্য করলাম এবং শোনে না শোনার মত। আর তারা মুখ বাঁকিয়ে ও দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে ঃ 'রাইনা'। কিন্তু তারা যদি বলত ঃ আমরা শোনলাম এবং মান্য করলাম। আর

www.pathagar.com

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ
وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

যদি তারা বলত ঃ শোনুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম ও সঙ্গত হত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কুফরীর জন্য তাদের লা'নত করেছেন। তাই তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে।

٤٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا
فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَا
اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ
السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৪৭. ওহে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমরা ঈমান আন তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে। এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দিব চেহারাসমূহ, তারপর তা ঘুরিয়ে দিব পেছনের দিকে, অথবা তাদের লা'নত করব, যেরূপ লা'নত করেছিলাম 'আস্হাবুস সাব্ত'কে। আর আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

٥١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا
مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ
اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○

৫১. তুমি কি তাদের দেখনা, যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের এব অংশ তারা ঈমান রাখে 'জিব্ত' ও 'তাগূতে'। আর তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে ঃ এরাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।

٥٢- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ
وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

৫২. এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, আর আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

١٥٣- يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۤءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ

১৫৩. আহ্লে কিতাব আপনার কাছে আবেদন করে, তাদের উপর আসমান থেকে কিতাব নাযিল করিয়ে দিতে, কিন্তু তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল ঃ প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে আমাদের দেখিয়ে দাও। ফলে তাদের পাকড়াও করল বজ্রপাত, তাদের ধৃষ্টতার জন্য। তারপর তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল,

www.pathagar.com

الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ
وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। কিন্তু আমি তাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, আর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম স্পষ্ট দলীল।

١٥٤- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ
بِمِيْثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ
وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৪. আর আমি তাদের উপরে ‘তূর’ পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য এবং তাদের বলেছিলাম ঃ প্রবেশ কর নগর-দ্বারে অবনত মস্তকে এবং তাদের আরো বলেছিলাম ঃ ‘শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করো না’। আর আমি এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

١٥٥- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ
وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ
بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৫৫. আর তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে তাদের কুফরী করার জন্য। অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার জন্য এবং আমাদের অন্তর সুরংক্ষিত, তাদের এরূপ উক্তির জন্য বরং আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের কুফরীর কারণে। ফলে, তারা খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

١٥٦- وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○

১৫৬. আর তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য,

١٥٧- وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ
وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ

১৫৭. আর তাদের এই উক্তির জন্য, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধ ও করেনি। কিন্তু তাদের এইরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তা সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে সংশয়যুক্ত ছিল, তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না অনুমানের অনুসরণ

www.pathagar.com

إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ○

করা ছাড়া এবং নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি।

١٥٨- بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٥٩- وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ
إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ
وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ○

১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের প্রতি ঈমান আনবেই এবং কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

١٦٠- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ○

১৬০. আমি ইয়াহূদীদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল, আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য,

١٦١- وَّأَخْذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ النَّاسِ بِالْبَٰطِلِ ۚ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আর তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি।

١٧١- يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ
أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ
فَـَٔامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَٰثَةٌ ۚ
انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ
سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ
لَّهُۥ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং বলো না, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কথা। মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্ তা মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক 'রূহ্'। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আর বলো না ঃ খোদা তিন জন। এরূপ বলা থেকে নিবৃত্ত থাক, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ই এক মাত্র ইলাহ্। তিনি পবিত্র ও মহান তা থেকে যে তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু

www.pathagar.com

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

আছে যমীনে। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৫১, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

١٢ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ
وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

১২. আর আল্লাহ্ তো বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজনকে নেতা নির্বাচিত করেছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে 'করযে হাসানা' দাও। তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ-মোচন করব এবং অবশ্যই আমি তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। এরপরও যে তোমাদের মধ্য থেকে কুফরী করবে, সে সরল পথ হারাবে।

١٣- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ
وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ
وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৩. অতএব তাদের এ অংগীকার ভংগের কারণে, আমি তাদের লা'নত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা আল্লাহ্‌র কালামকে যথাস্থান থেকে বিকৃত করে দেয় এবং তারা ভুলে গেছে তার এক অংশ, যার উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল। আপনি সর্বদা তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া সবাইকে দেখতে পাবেন কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা করতে। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন নেক্‌কারদের।

www.pathagar.com

১৪. আর যারা বলে ঃ আমরা নাসারা, আমি তাদেরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে উপদেশ তারা লাভ করেছিল তার এক অংশ। অতএব আমি তাদের মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়েছি কিয়ামত পর্যন্ত পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ, আর অচিরেই আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দিবেন যা তারা করত।

١٤-وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصٰرٰٓى
أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهٖ ص
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

১৫. হে আহ্লে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেন কিতাবের এমন অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে এবং উপেক্ষা করেন অনেক বিষয়। তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্লাহ্র তরফ থেকে এক নূর ও একটি সমুজ্জ্বল কিতাব।

١٥-يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ط
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ
وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ ○

১৬. যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

١٦-يَّهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهٖ
وَيَهْدِيهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১৭. নিশ্চয় তারা কাফির যারা বলে ঃ মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম-ই হলো আল্লাহ্। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম, তাঁর মা এবং দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করতে, তবে তাঁকে বাধা দিবার বিন্দুমাত্র শক্তি কার আছে ? আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে , তার মালিকানা আল্লাহ্রই। তিনি সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। আর আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٧-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط
قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَأُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ط
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৮. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন ঃ তবে তিনি কেন তোমাদের শাস্তি দেন. তোমাদের পাপের জন্য ? বরং তোমরা ও তাদেরই মত মানুষ, যাদের আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্ষমা করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে, তার মালিকানা আল্লাহ্‌রই। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে।

١٨- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى
نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১৯. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমাদের কাছে এসেছেন আমার রাসূল, যিনি রাসূল আগমনের বিরতির পর তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বলতে না পার যে, 'আসেনি আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।' এখন তো এসে গেছে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٩- يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ز
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ط
وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন না সীমালংঘনকারী লোকদের।

٥١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ م
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা 'মুরতাদ' হয়ে যাবে, অচিরেই আল্লাহ্‌ তাদের স্থানে এমন এক কাওম নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে

٥٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى
اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ لا
اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ

www.pathagar.com

اللهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٥٩-قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللهِ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلُ لا وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৫৯. আপনি বলুন ঃ হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কি শুধু আমাদের প্রতি এ কারণেই শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং পূর্বেও যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও। আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।

٦٠-قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ
مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ
وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ
وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ
شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ
السَّبِيْلِ ○

৬০. বলুন ঃ আমি কি তোমাদের বলে দিব, এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণাম কার আল্লাহ্‌র কাছে? যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং তাগূতের উপাসনা করে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ থেকেও বহুদূরে বিচ্যুত।

٦١-وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا
وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ
وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা এসেছিল কুফ্‌র নিয়ে। আর তারা বের হয়েও গেছে তা নিয়েই। আর আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন তা, যা তারা গোপন করে।

٦٢-وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬২. আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন পাপে, সীমালংঘনে এবং হারাম ভক্ষণে অতি তৎপর। কতই না নিকৃষ্ট, তারা যা করছে!

٦٣-لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

৬৩. কেন তাদের নিষেধ করছে না রাব্বানী ও পন্ডিতরা পাপ কথা উচ্চারণ করতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে? অবশ্যই তারা গর্হিত কাজ করছে।

www.pathagar.com

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে ঃ আল্লাহ্‌র হাত বদ্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বদ্ধ হয়েছে, আর তারা যা বলে, তার জন্য তাদের উপর লা'নত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হাতই উন্মুক্ত, প্রসারিত, তিনি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা। আপনার প্রতি আপনার রবের থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের মধ্যে অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে, তখনই আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন এবং তারা তো দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

٦٤- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ط
غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م
بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ط
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط
وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط
كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ لا
وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৬৫. আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত এবং তাক্ওয়া করত, তা হলে অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করতাম এবং অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করতাম জান্নাতে নাঈমে।

٦٥- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৬৬. আর যদি তারা কায়েম করত তাওরাত, ইন্‌জীল ও তাদের প্রতি তাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাহলে তারা অবশ্যই আহার্য লাভ করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে। তাদের মাঝের একদল মধ্যপন্থী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করছে তা কত নিকৃষ্ট!

٦٦- وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ
لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط مِنْهُمْ
اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ
سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৮. আপনি বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন কিছুর উপরই প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ না তোমরা কায়েম কর তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং তোমাদের উপর তোমাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা। আপনার প্রতি

٦٨- قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ
حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ
كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

www.pathagar.com

آপনার রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী অবশ্যই বৃদ্ধি করে। অতএব আপনি কাফির লোকদের জন্য দুঃখ করবে না।

طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৯. নিশ্চয় যারা মু'মিন, আর যারা ইয়াহূদী, সাবিঈ ও নাসারা তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ও নেকআমল করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٦٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৭০. আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের কাছে থেকে এবং তাদের কাছে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে আসত, যা তাদের মনঃপুত নয়, তখনই তারা কতককে মিত্যাবাদী বলত এবং কতককে হত্যা করত।

٧٠- لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
وَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ۗ
كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ
بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا
كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ○

৭১. আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের কোন ক্ষতি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন। এরপরও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েই রইল। আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٧١- وَحَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا
وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

৭২. অবশ্যই তারা কাফির, যারা বলে ঃ মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়ামই আল্লাহ্। অথচ মাসীহ্ বলেছিল ঃ হে বনী ইস্‌রাঈল! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব। কেউ আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা দোযখ। আর নেই যালিমদের কোন সাহায্যকারী।

٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ
الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ
رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ
النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

www.pathagar.com

৭৩. অবশ্যই তারা কাফির, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আর যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, যা তারা বলে তা থেকে, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবেই।

٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ
اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ
اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না ? আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরশ দয়ালু।

٧٤- اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ
وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭৫. মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন, তার আগে অনেক রাসূল গত হয়েছে। আর তার মা ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা উভয়ে খাবার খেত। দেখ, তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরো দেখ, তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে!

٧٥- مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ
وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ
ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭৬. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছ, যার কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ? আর আল্লাহ্ তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

٧٦- قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ
وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৭. বলুন ঃ হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা নিজেদের দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না আর সে লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

٧٧- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا
مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا
عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

৭৮. বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, দাঊদ ও ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের মুখে তাদের লা'নত করা

٧٨- لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ

www.pathagar.com

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা সীমালংঘন ও করত।

٧٩- كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ
فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৭৯. তারা যে সব অন্যায় কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে বারণ করত না। কতই না নিকৃষ্ট ছিল তা যা তারা করত।

٨٠- تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ
لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

৮০. আপনি তাদের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখতে পাবেন। সে কাজ খুবই মন্দ, যা তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবের মধ্যে থাকবে।

٨١- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ
وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮১. আর যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্র প্রতি এবং নবীর প্রতি, আর তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তাহলে তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

٨٢- لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا
الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا
وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৮২. আপনি অবশ্যই সকল মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন ইয়াহূদী ও মুশ্‌রিকদের আর মানুষের মধ্যে মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী আপনি তাদের পাবেন, যারা বলে ঃ 'আমরা নাসারা'। এটাএ জন্য যে, তাদের মধ্যে আছে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী দরবেশ, আর তারা অহংকারও করে না।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৬, ১৪৭

١٤٦- وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ
ظُفُرٍ ج وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

১৪৬. আর আমি ইয়াহূদীদের জন্য হারাম করেছিলাম সব নখরযুক্ত পশু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি

www.pathagar.com

شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ
أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ
ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ○

এগুলোর পিঠের বা অন্ত্রের কিম্বা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া। এ শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুন আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

١٤٧- فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَٰسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ○

১৪৭. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিনঃ তোমাদের রব সর্বব্যাপী করুণার মালিক আর অপরাধী লোকদের থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

٦٥- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ
قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

৬৫. আর আমি আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবূদ নেই। অতএব তোমরা কি সাবধান হবে না?

٦٦- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ○

৬৬. তার কাওমের সর্দাররা যারা কুফরী করেছিল তারা বলল ঃ আমরা তো তোমাদের নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।

٦٧- قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ
وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ○

৬৭. সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আমি নির্বোধ নই বরং আমি তো রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল।

٦٨- أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى
وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ○

৬৮. আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাই আমার রবের বাণী। আর আমি তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বস্ত।

٦٩- أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُم

৬৯. তোমরা কি বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের

ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ ۗ
وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ
فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

তরফ থেকে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে ? আর তোমরা স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের কাওমের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদের অধিক হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

٧٠- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ○

৭০. তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ যে, আমরা যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপদাদারা যার ইবাদত করত তা ছেড়ে দেই? অতএব আমাদের কাছে নিয়ে এস, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

٧١- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۗ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ
اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ
مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ
فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

৭১. সে বলল ঃ এখন তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আযাব ও গযব। তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে ? অথবা আল্লাহ্ এদের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি, সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

٧٢- فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৭২. অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে স্বীয় রহমতে। আমি নির্মূল করে দিলাম তাদের, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আর তারা তো মু'মিন ছিল না।

www.pathagar.com

৭৩. আর আমি প্রেরণ করেছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবূদ নেই। তোমাদের কাছে তো এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন। এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ। অতএব এটিকে ছেড়ে দাও, যেন খেয়ে বেড়ায় আল্লাহ্‌র যমীনে, এবং তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। করলে, তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٧٣- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭৪. আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ তৈরী করছ। অতএব তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

٧٤- وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৭৫. তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা, সে সব দুর্বল লোকদেরকে, যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিল জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি জান যে, সালিহ্ তাঁর রবের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল? তারা বলল ঃ অবশ্যই আমরা তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী।

٧٥- قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ○

৭৬. যারা অহংকার করেছিল, তারা বলল ঃ তোমরা যাতে ঈমান এনেছ, আমরা তো তা অবিশ্বাস করি।

٧٦- قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ○

www.pathagar.com

٧٧- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

৭৭. তারপর তারা উটটিকে হত্যা করল এবং তাদের রবের হুকুম অমান্য করল এবং বলল ঃ হে সালিহ্! তুমি নিয়ে এস তা, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক।

٧٨- فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ○

৭৮. এরপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে প্রভাতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

٧٩- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ
لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النّٰصِحِينَ ○

৭৯. তারপর সালিহ্ তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমার কাওম! আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তো সদুপদেশ দানকারীদের পসন্দ কর না।

٨٠- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِينَ ○

৮০. আর আমি পাঠিয়েছিলাম লূতকে, যখন সে তার কাওমকে বলেছিল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি?

٨١- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ○

৮১. তোমরা তো পুরুষদের কাছে গমন কর কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে! বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

٨٢- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

৮২. তার কাওমের এ ছাড়া কোন উত্তর ছিল না, তারা বলল ঃ এদেরকে বের করে দাও তোমাদের জনপদ থেকে, এরা তো এমন লোক, যারা খুব পবিত্র থাকতে চায়।

٨٣- فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ ○

৮৩. এরপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে, তার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে রয়ে গেল।

٨٤- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ

৮৪. আর আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং লক্ষ্য

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

কর, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল!

٨٥- وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ
قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮৫. আর আমি মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা পরিমাপ ও ওযন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদেরকে কম দেবে না তাদের প্রাপ্য জিনিস আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না পৃথিবীতে, সেখানে শান্তি শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٨٦- وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ
وَاذْكُرُوْٓا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ
وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮৬. আর তোমরা বসে থেক না কোন পথ-ঘাটে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা ভীতি প্রদর্শন করবে এবং বাধা দিবে ঐ সব লোকদের যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, তখন তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। আর লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি।

٨٧- وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا
بِالَّذِيْٓ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮৭. আর যদি তোমাদের একদল তাতে ঈমান আন, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল ঈমান না আনে, তবে সবর কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

٨٨- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

৮৮. তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা বলল ঃ হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং

www.pathagar.com

مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ
وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ
مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط
قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ○

তোমার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে , আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বের করে দিব, অথবা তোমাদের অবশ্যই ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে। শু'আইব বলল ঃ যদিও আমরা তা ঘৃণিত মনে করি তবুও ?

٨٩- قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ
بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط
وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ
اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ○

৮৯. অবশ্যই আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব, যদি আমরা ফিরে যাই তোমাদের মিল্লাতে, বিশেষ করে এরপর, যখন আল্লাহ্ আমাদের মুক্ত করেছেন তা থেকে। আর আমাদের জন্য সম্ভব নয় তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাওয়া, তবে আমাদের রব আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমাদের রব সব কিছুকে তাঁর জ্ঞানায়ত্ত করে আছেন। আমরা ভরসা করি আল্লাহ্‌রই উপর। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে ফয়সালা করে দিন ন্যায়ভাবে আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

٩٠- وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

৯০. আর তার কাওমের কাফির সর্দাররা বলল ঃ তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর, তবে তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

٩١- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৯১. তারপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

٩٢- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ج
اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ○

৯২. যারা শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, মনে হল তারা যেন কোনদিন সেখানে বসবাস করেনি। যারা শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

٩٣- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ

৯৩. শু'আইব তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমার কাওম!

www.pathagar.com

وَ قَالَ يٰقَوۡمِ لَقَدۡ اَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّیۡ وَ نَصَحۡتُ لَكُمۡ ۚ فَكَیۡفَ اٰسٰی عَلٰی قَوۡمٍ كٰفِرِیۡنَ ○

আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফির লোকদের জন্য কি করে আক্ষেপ করি।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৯০, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১৭, ১২০

৯০. আর বেদুঈনদের মধ্য থেকে কিছু ওযরপেশকারী লোক এলো, যেন তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়। আর একেবারেই বসে রইল সে সব লোক, যারা মিথ্যা বলেছিল আল্লাহ্‌র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

৯০- وَ جَآءَ الۡمُعَذِّرُوۡنَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ لِیُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَ قَعَدَ الَّذِیۡنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ سَیُصِیۡبُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ○

৯৭. মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর এবং তারা সে সব হুকুম আহ্‌কাম না জানারই যোগ্য, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

৯৭- اَلۡاَعۡرَابُ اَشَدُّ كُفۡرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجۡدَرُ اَلَّا یَعۡلَمُوۡا حُدُوۡدَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَكِیۡمٌ ○

৯৮. আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ তারা যা ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে। দুর্দিন তাদেরই উপর আসুক! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৮- وَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ یَّتَّخِذُ مَا یُنۡفِقُ مَغۡرَمًا وَّ یَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَیۡهِمۡ دَآئِرَةُ السَّوۡءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ○

৯৯. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আর তারা যা ব্যয় করে, তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। অচিরেই আল্লাহ্ দাখিল করবেন তাদেরকে নিজ রহমতের মাঝে। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯- وَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ یُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ یَتَّخِذُ مَا یُنۡفِقُ قُرُبٰتٍ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوۡلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرۡبَةٌ لَّهُمۡ ؕ سَیُدۡخِلُهُمُ اللّٰهُ فِیۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○

www.pathagar.com

١٠١- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ
مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ
مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۗ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ○

১০১. আর তোমাদের আশপাশের মরু-বাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক, তারা মুনাফিকীতে চরমে পৌঁছেছে, আপনি তাদের পরিচয় জানেন না। তাদের কেবল আমিই জানি। তাদের আমি দু'বার শাস্তি দিব, পরে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিন আযাবের দিকে।

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ
قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই কৃপাদৃষ্টি করলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল অতি কঠিন সময়ে, এরপরও যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি পরম ক্ষমাময়, পরম দয়ালু।

١٢٠- مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ
عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ
وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১২০. মদীনাবাসী এবং তাদের পাশ্চবর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুপক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেকআমল লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ নেক্‌কারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৩

٩٣- وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ مُبَوَّاَ

৯৩. আর আমি তো বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য দান করলাম উৎকৃষ্ট

www.pathagar.com

صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ
فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ
اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

বাসস্থান এবং আমি তাদের রিয্ক দিলাম উত্তম বস্তু থেকে। তারা মত্ভেদ করেনি, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছল। নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ের মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

٢٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۫
اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে রাসূলরূপে তার কাওমের কাছে। সে বলেছিল ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

٢٦- اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ
اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

২৬. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে ভয় করছি এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির।

٢٧- فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ
اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا
بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ○

২৭. তারপর তার কাওমের যে সব প্রধানরা কুফরী করেছিল, তারা বলল ঃ আমরা তো তোমাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মাঝে যারা নিতান্ত নিম্নস্তরের, তাও আবার স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখি না। আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না, বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।

٢٨- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ
وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۭ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ

২৮. নূহ্ বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বল তো আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তারপরও তোমরা যে বিষয়ে অন্ধ থাক, তবে কি আমি তা তোমাদের উপর

www.pathagar.com

لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

চাপিয়ে দিতে পারি! অথচ তোমরা তা অপসন্দ কর ?

٢٩- وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًاؕ
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاؕ
اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

২৯. হে আমার কাওম! আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে আর আমি তো তাড়িয়ে দিতে পারি না তাদের যারা ঈমান এনেছে। তারা অবশ্যই তাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি তো তোমাদের দেখছি এক জাহিল কাওম।

٣٠- وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ
اِنْ طَرَدْتُّهُمْؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩০. হে আমার কাওম! কে আমাকে বাঁচাবে আল্লাহ্ থেকে, যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দেই ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٣١- وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ
وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ
وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًاؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْۚ
اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩১. আর আমি তো তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার এবং আমি গায়েব জানি এ দাবীও করি না, আর এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, আমি তাদের সম্বন্ধে বলি না যে, আল্লাহ্ তাদের কখনো কল্যাণ দান করবেন না। আল্লাহ্ ভাল জানেন যা আছে তাদের অন্তরে। অতএব এরূপ কথা বললে আমি হয়ে পড়ব যালিমদের শামিল।

٣٢- قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا
فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩২. তারা বলল ঃ হে নূহ্! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং আমাদের সাথে অনেক বেশী বিতর্ক করে ফেলেছ, অতএব এখন তা নিয়ে এসো, যে ব্যাপারে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ; যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।

٣٣- قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ

৩৩. নূহ্ বলল ঃ আল্লাহ্‌ই তা তোমাদের কাছে আনবেন, যদি তিনি চান আর

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

٣٤- وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৪. আর তোমাদের কোন উপকারে আসবে না আমার হিতোপদেশ, আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিতে চাইলেও যদি আল্লাহ্ তোমাদের গুমরাহ্ করতে চান, তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٩٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৯৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,

٩٧- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

৯৭. ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফির'আওনের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে রইল, অথচ ফির'আওনের নির্দেশ মোটেও সঠিক ছিল না।

٩٨- يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝

৯৮. সে কিয়ামতের দিন তার কাওমের আগে আগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। যেখানে তাদের প্রবেশ করান হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান!

٩٩- وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

৯৯. এই দুনিয়াতেও তাদের সাথে লা'নত এবং কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট প্রতিফল যা তাদের দেয়া হবে!

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

٧٨- وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝

৭৮. আর অবশ্যই আয়কাবাসীরাও ছিল যালিম,

٧٩- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৯. সুতরাং লূতের ও শু'আইবের কাওমের জনপদ ছিল প্রকাশ্য রাজপথের পাশে।

٨٠- وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৮০. আর হিজ্‌রের অধিবাসীরাও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল,

٨١- وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৮১. আর আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে নিদর্শনাবলী, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

٨٢- وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ○

৮২. আর তারা নিরাপদ বাসের জন্য পাহাড় কেটে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করত।

٨٣- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ○

৮৩. তারপর তাদের পাকড়াও করল এক বিকট আওয়াজ প্রভাতকালে।

٨٤- فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮৪. তখন তাদের কোন উপকারে আসেনি, যা তারা উপার্জন করেছিল তা।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

٤- وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা অবশ্যই দুনিয়ার বুকে দু'বার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় অবাধ্য, স্বৈরাচারী হবে।

٥- فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ
فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ○

৫. তারপর যখন এ দু'বারের মধ্যে প্রথম বারের সময় এলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার অতিশয় শক্তিশালী যোদ্ধা বান্দাদের, যারা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে ধ্বংস করেছিল সব কিছু। আর এ ওয়াদা কার্যকরী হওয়ারই ছিল।

٦- ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ
وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ○

৬. তারপর আমি আবার তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা বদলে দিলাম এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম, আর তোমাদের গরিষ্ঠ করলাম জনসংখ্যার দিক দিয়ে।

٧- اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ قف
وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ط
فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ

৭. যদি তোমরা ভালকাজ কর, তবে তা নিজেদের জন্য করবে, আর যদি মন্দকাজ কর, তবে তাও নিজেদের জন্য করবে। এরপর যখন দু'বারের মধ্যে দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুত সময় এলো, তখন আমি অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ○

ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবারে ঢুকেছিল, আর যা কিছু তারা করতলগত করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

٨-عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ
عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِينَ حَصِيرًا ○

৮. হয়ত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু যদি তোমরা পুনরায় তাই কর, যা পূর্বে করতে, তবে আমিও আবার তাই করব। আর আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য করেছি কারাগার।

١٠١-وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيٰتٍۭ
بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ
إِنِّى لَأَظُنُّكَ يٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ○

১০১. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা, আপনি এ সম্পর্কে বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। যখন মূসা তাদের কাছে এসেছিল, তখন ফির'আওন তাকে বলেছিল ঃ হে মূসা! আমি তো তোমাকে অবশ্যই এক যাদুগ্রস্ত মনে করি।

١٠٢-قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ
هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ
وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ○

১০২. মূসা বলল ঃ তুমি তো জান যে, এ সব মু'জিযা আসমান ও যমীনের রবই প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফির'আওন! আমি তো মনে করি, তুমি নিশ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত।

١٠٣-فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ
فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ○

১০৩. তারপর ফির'আওন বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে নির্মূল করার সংকল্প করল, তখন আমি তাকে ও তার সংগীদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

١٠٤-وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ
اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأٰخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ○

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এদেশে বসবাস করতে থাক, আর যখন আখিরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র করে উপস্থিত করব।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ৯৩, ৯৪

www.pathagar.com

৯. আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা-বলীর মধ্যে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল ?

٩- اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ○

১০. স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল, এরপর প্রার্থনা করল ঃ হে আমাদের রব! আমাদের দান করুন আপনার তরফ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে করার ব্যবস্থা করে দিন।

١٠- اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ
فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا
مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

১১. তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম।

١١- فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ
سِنِيْنَ عَدَدًا ○

১২. পরে আমি তাদের জাগরিত করলাম প্রকাশ করার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

١٢- ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ
اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ○

১৩. আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকরূপে বর্ণনা করছি ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

١٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ
بِالْحَقِّ ۭ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ○

১৪. আর আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল ঃ আমাদের রব আসমান ও যমীনের রব। আমরা কখনো তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

١٤- وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖٓ
اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ○

১৫. এরা তো আমাদেরই স্বজাতি, এরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা এদের সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না ? তবে তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে ?

١٥- هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ
اٰلِهَةً ۭ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ
بَيِّنٍ ۭ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ○

١٦- وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ
لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ○

১৬. যখন তোমরা তাদের থেকে পৃথক হয়েছ এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত বিস্তার করে দিবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করে দিবেন।

١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ
تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ
فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ○

১৭. আর তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন তা উদিত হয়, তখন তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে সরে যায় এবং যখন তা অস্ত যায় তখন তা তাদের বাম দিক থেকে অতিক্রম করে। অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত চত্তরে ছিল। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর শামিল। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত দান করেন, সে হিদায়েত পায় এবং যাকে তিনি গুম্‌রাহ্ করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পথ প্রদর্শক পাবেন না।

١٨- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ
لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৮. তুমি তাদের দেখলে জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম কখনো ডান দিকে, কখনো বাম দিকে এবং তাদের কুকুরটি ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদের উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছনে ফিরে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

١٩- وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ

১৯. আর এভাবেই আমি তাদের জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ ? তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলল ঃ আমরা একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের

www.pathagar.com

إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ○

রবই ভাল জানেন, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ। এখন তোমরা তোমাদের একজনকে এ মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে যেন যাচাই করে দেখে যে, কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কাউকে যেন তোমাদের সম্বন্ধে জানতে না দেয়।

٢٠- إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ○

২০. তারা যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে হয় তোমাদের প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবে, নয়ত তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে। আর এরূপ ঘটলে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।

٢١- وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ
لَا رَيْبَ فِيهَا
إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ
أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ○

২১. আর এরূপেই আমি তাদের ব্যাপার প্রকাশ করে দিলাম, যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করে দাও। তাদের রব তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন। অবশেষে তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল ঃ অবশ্যই আমরা তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব।

٢٢- سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ
كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ
قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم

২২. অচিরেই তাদের কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আর কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ ছিল অদৃশ্য বিষয় অনুমান নির্ভর কথা। আবার তাদের কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল সাত জন, তাদের অষ্টম ছিল তাদের কুকুর। আপনি বলুন ঃ আমার

www.pathagar.com

مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ○

রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন, তাদের সঠিক সংখ্যা অতি অল্প লোকই জানে। আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে এদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

٢٥- وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ○

২৫. আর তারা অবস্থান করেছিল তাদের গুহায় তিন শ' বছর এবং আরোও নয় বছর।

٢٦- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ○

২৬. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তারা কতকাল অবস্থান করেছিল। আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা, কত সুন্দর শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।

٩٣- حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ○

৯৩. যুল্-কার্নাইন চলতে চলতে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে সেখানে এক কাওমকে পেল, যারা একেবারে কোন কথা বুঝত না।

٩٤- قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

৯৪. তারা বলল ঃ হে যুল্-কার্নাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ তো পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে কিছু খরচের ব্যবস্থা করে দেব, যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন?

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

٧٧- وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ

৭৭. আর আমি তো মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্কপথ করে দাও। পেছন থেকে এসে

دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ○

ধরে নেয়ার আশংকা করো না এবং অন্য কোন ভয়ও করো না।

٧٨- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ○

৭৮. তারপর ফির'আওন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চধাবন করল, পরে সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে ফেলল।

٧٩- وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○

৭৯. আর ফির'আওন তার লোকদের গুমরাহ্ করেছিল এবং সে তাদের সুপথে দেখায়নি।

٨٠- يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুদের কবল থেকে এবং আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পাহাড়ের ডানপার্শ্বে এবং প্রেরণ করেছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও সাল্ওয়া,

٨١- كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ○

৮১. বলেছিলাম ঃ আমি তোমাদের যা দান করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু তোমরা খাও, কিন্তু এতে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে, আর যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়।

٨٥- قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○

৮৫. আল্লাহ্ মূসাকে বললেন ঃ আমি তো পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার কাওমকে তোমার চলে আসার পরে, আর সামিরী তাদের গুমরাহ্ করেছে।

٨٦- فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ

৮৬. তারপর মূসা তার কাওমের কাছে ফিরে গেল ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের রব কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি ? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময় কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা ভেবেছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের

غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ○

তরফ থেকে গযব আপতিত হোক, যে কারণে তোমারা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে ?

٨٧- قَالُوْا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا
أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৭. তারা বলল ঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকদের অলঙ্কারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছি, তারপর সামিরীও অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করেছে।

٨٨- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَا إِلٰهُكُمْ
وَإِلٰهُ مُوْسٰى ە فَنَسِيَ ○

৮৮. আর সামিরী তাদের জন্য একটি গো-শাবক বানিয়ে বের করল, যা হাম্বা রবকারী একটি আকৃতি ছিল। কাওমের লোকেরা বলল, এটাই তোমাদের মাবূদ এবং মূসার মাবূদ, কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।

٨٩- أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ○

৮৯. তবে কি তারা এতটুকুও দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না।

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ
يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَأَطِيْعُوْا أَمْرِيْ ○

৯০. আর হারূন তো পূর্বেই তাদের বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের তো এ বাছুরের কারণে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের রব পরম দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর ও আমার আদেশ মেনে চল।

٩١- قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ
حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسٰى ○

৯১. তারা বলল ঃ আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।

٩٢- قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ
إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ○

৯২. মূসা বলল ঃ হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা গুমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল

٩٣- أَلَّا تَتَّبِعَنِ ط أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ ○

৯৩. আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে ?

www.pathagar.com

٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ
اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○

৯৪. হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ী ও চুল ধরে টেনো না, আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি।

٩٥- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○

৯৫. মূসা বলল ঃ হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কি ?

٩٦- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○

৯৬. সামিরী বলল ঃ আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যা অন্যরা দেখেনি, তারপর আমি নিয়েছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি মাটি এবং তা আমি নিক্ষেপ করে দিলাম, আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল।

٩٧- قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ
اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ
وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○

৯৭. মূসা বলল ঃ দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তি রইল যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি ঃ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য আরো একটা ওয়াদা আছে, যা তোর বেলায় টলবার নয়, আর তুই তোর ঐ মাবূদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুই লেগে-ছিলি। আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা সাগরে নিক্ষেপ করব।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৫, ৯৬

٩٥- وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ
اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৯৫. আর সে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে অবধারিত যে, তার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না,

٩٦- حَتّٰىٓ اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ
وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

৯৬. এমন কি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে দ্রুত ছুটে আসে।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭

١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে যারা সাবিয়ী, যারা খ্রিস্টান, যারা

www.pathagar.com

وَالصّٰبِـِٔيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

অগ্নিপূজক এবং যারা মুশ্‌রিক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর সম্যকদ্রষ্টা।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৪৫. এরপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ,

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۝

৪৬. ফির'আওন ও তার আমত্যবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করল এবং তারা ছিল উধ্যত সম্প্রদায়।

٤٧- فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۝

৪৭. তারা বলল ঃ আমরা কি এমন দু' ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব, যারা আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস ?

٤٨- فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۝

৪৮. পরে তারা তাদের উভয়কে অস্বীকার করল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

١٠- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى
اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যাও যালিম কাওমের কাছে,

١١- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۭ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

১১. ফির'আওনের কাওমের কাছে! তারা কি ভয় করে না ?

١٢- قَالَ رَبِّ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝

১২. মূসা বলল ঃ হে আমার রব! আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে,

www.pathagar.com

١٣- وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ○

১৩. আর আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে গেছে এবং আমার জিহবা তো ভালরূপে সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং হারূনের প্রতিও ওহী প্রেরণ করুন।

١٤- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ○

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তো রয়েছে তাদের এক অভিযোগ, অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

١٥- قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ
إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ○

১৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ না, কখনই নয়। সুতরাং তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, সব কিছু শ্রবণকারী।

١٦- فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ
إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

১৬. অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়ে রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

١٧- أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ○

১৭. তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।

١٨- قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَّلَبِثْتَ
فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ○

১৮. ফির'আওন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি! আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছ!

١٩- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ
وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ○

১৯. আর তুমি তো তোমার অপকর্ম যা করার তা করেছ এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

٢٠- قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا
مِنَ الضَّآلِّينَ ○

২০. মূসা বলল ঃ আমি তো তা তখন করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম ভুলের মধ্যে।

٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

২১. তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার রব আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের শামিল করলেন।

www.pathagar.com

২২. আর আমার প্রতি তোমার যে সব অনুগ্রহের কথা বলছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ।

٢٢- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

২৩. ফির'আওন বলল ঃ রাব্বুল আলামীন আবার কী?

٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৪. মূসা বলল ঃ তিনি হলেন আসমান ও যমীন এবং দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৫. ফির'আওন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ তোমরা কি শোন্‌ছ না!

٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৬. মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও রব।

٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৭. ফির'আওন বলল ঃ তোমাদের রাসূল, যে তোমাদের কাছে প্রেরিত সে তো বদ্ধ পাগল।

٢٧- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ
اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৮. মূসা বলল ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বুঝতে।

٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৯. ফির'আওন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য মাবূদ গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।

٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ
لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

৩০. মূসা বলল ঃ আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি, তবুও কি?

٣٠- قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ○

৩১. ফির'আওন বলল ঃ আচ্ছা! তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

٣١- قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩২. তারপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা একটা সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হল।

٣٢- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

www.pathagar.com

٣٣- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ
لِلنّٰظِرِيْنَ ○

৩৩. আর সে তার হাত বের করল, তৎ-ক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে শুভ্র-উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

٣٤- قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ
اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ○

৩৪. ফির'আওন তার আশপাশের আমাত্য-বর্গকে বলল ঃ নিশ্চয় এতো এক বড় অভিজাত যাদুকর!

٣٥- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

৩৫. সে তার যাদু বলে তোমাদের দেশ থেকে, তোমাদের বহিষ্কার করতে চায়। অতএব এখন তোমরা কী পরামর্শ দিচ্ছ ?

٣٦- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ
وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

৩৬. তারা বলল ঃ আপনি তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন এবং নগরে শহরে সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করুন,

٣٧- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ○

৩৭. তারা যেন আপনার কাছে সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকরদের নিয়ে আসে।

٣٨- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ
يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৩৮. তারপর যাদুকরদের একত্র করা হল নির্দিষ্ট সময়ে, কোন এক নির্দিষ্ট দিনে,

٣٩- وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ○

৩৯. আর লোকদের বলা হল ঃ তোমরা কি সমবেত হবে ?

٤٠- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ
اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○

৪০. যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা জয়লাভ করতে পারে।

٤١- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ
اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

৪১. তারপর যখন যাদুকররা এলো, তখন তারা ফির'আওনকে বলল ঃ যদি আমরা জয়লাভ করি, তবে আমাদের জন্য কোন বড় পুরস্কার থাকবে তো ?

٤٢- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪২. ফির'আওন বলল ঃ হাঁ, আর অবশ্যই তোমরা তখন আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٤٣- قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৪৩. মূসা যাদুকরদের বলল ঃ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার আছে, তা নিক্ষেপ কর।

www.pathagar.com

৪৪. তারপর তারা নিক্ষেপ করল তাদের রশি ও লাঠি এবং বলতে লাগল ঃ ফির-'আওনের ইজ্জতের কসম! আমরাই জয়ী হব।

٤٤- فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ
وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর সাথে সাথেই তা তাদের অলীক ভেল্‌কিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

٤٥- فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ
فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ○

৪৬. তখন যাদুকররা সিজ্‌দায় পড়ে গেল,

٤٦- فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○

৪৭. আর বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আ'লামীনের প্রতি

٤٧- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৮. যিনি রব মূসা ও হারূনের।

٤٨- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

৪৯. ফির'আওন বলল ঃ আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং শিগ্‌গীরই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই কেটে ফেলব তোমাদের একদিকের হাত এবং অপরদিকের পা। আর অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলাব।

٤٩- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ
اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ
لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫০. তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।

٥٠- قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

৫১. অবশ্যই আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কেননা, আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

٥١- اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا
رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৫২. আর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে যাও, অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

٥٢- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ
بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

৫৩. তারপর ফির'আওন নগরে শহরে লোক সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করল এই বলে ঃ

٥٣- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

৫৪. নিশ্চয় এরা তো একটা ক্ষুদ্রদল,

٥٤- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝

৫৫. আর তারা তো আমাদের উত্তেজিত করেছে,

٥٥- وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝

৫৬. আর আমরা তো অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সদাসতর্ক একটি দল।

٥٦- وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝

৫৭. অবশেষে আমি ফির'আওনের দলকে বের করলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে,

٥٧- فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডারসমূহ ও সুরম্য প্রাসাদ-সমূহ থেকে।

٥٨- وَّ كُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

৫৯. এরূপই করেছিলাম, আর বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম সে সবের অধিকারী।

٥٩- كَذٰلِكَ ؕ وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

৬০. ফির'আওনের লোকেরা সূর্যোদয়কালে তাদের পেছনে এসে উপস্থিত হল।

٦٠- فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝

৬১. তারপর যখন উভয়দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সংগীরা বলল ঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

٦١- فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝

৬২. মূসা বলল ঃ কখনই নয়। আমার রব তো আমার সাথেই আছেন, এখনই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

٦٢- قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝

৬৩. তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম ঃ তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর। ফলে তৎক্ষণাৎ সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল।

٦٣- فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝

৬৪. আর সেখানে আমি পৌঁছিয়ে দিলাম অপর দলটিকে,

٦٤- وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝

৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসাকে ও তার সব সংগীদের,

٦٥- وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ

৬৬. তারপর আমি নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।

٦٦- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

৬৭. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

٦٧- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৬৮. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৬

৬. স্মরণ কর, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর আমি সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহ্‌মাদ'। আর যখন সে তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল ঃ এতো এক স্পষ্ট যাদু।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ১৪

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম হাওয়ারীদেরকে বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। এরপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরিশেষে আমি, যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।

কাওম

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২,

১০৫. অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম রাসূলদের।

www.pathagar.com

১০৬. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই নূহ্ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না!

١٠٦- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১০৭. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল,

١٠٧- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১০৮. অতএব ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٠٨- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১০৯. আর এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আ'লামীনের কাছে।

١٠٩- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১০. অতএব ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١١٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১১১. তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করেছে ইতর শ্রেণীর লোকেরা?

١١١- قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ○

১১২. নূহ্, বলল ঃ আমার জানা নেই তারা কি করত তা।

١١٢- قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১১৩. তাদের হিসাব নেয়ার কাজ তো আমার রবের, যদি তোমরা তা বুঝতে!

١١٣- اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ○

১১৪. আর আমি তো মু'মিনদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।

١١٤- وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

١١٥- اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১১৬. তারা বলল ঃ হে নূহ্! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই হয়ে যাবে প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল।

١١٦- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ○

১১৭. নূহ্ বলল ঃ হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অস্বীকার করছে।

١١٧- قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ○

১১৮. অতএব, আপনি আমার ও তাদের মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন এবং আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদের রক্ষা করুন।

١١٨- فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

١١٩- فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ
فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

১১৯. তারপর আমি তাকে এবং তার সাথে যারা বোঝাই নৌকায় ছিল, তাদের রক্ষা করলাম।

١٢٠- ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ○

১২০. এরপর আমি ডুবিয়ে দিলাম বাকি সবাইকে।

١٢١- إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১২১. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

١٢٢- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

১২২. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৬

٤٦- وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৪৬. আর তাদের পূর্বে কাওমে নূহের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল। তারা তো ছিল খুবই অবাধ্য কাওম।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا
عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

৯. তাদের পূর্বে নূহের কাওম ও অস্বীকার করেছিল; তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল! আর তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল।

١٠- فَدَعَا رَبَّهٗٓ
أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

১০. তখন তিনি তার রবকে আহবান করে বলেছিলেন ঃ আমি তো পরাভূত। অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।

١١- فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ○

১১. এরপর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মুষলধারে বারিবর্ষণের মাধ্যমে,

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا
فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১২. এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমূহ, তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হলো এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

১৩. আর আমি নূহকে আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌযানে,

www.pathagar.com

١٤- تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا ۚ
جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

১৪. যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৫. আর আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

١٦- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

১৬. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৬, ২৭

٢٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ
وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৬. আর আমি তো প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছিলাম। কিন্তু তাদের কতক লোক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ
وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ
رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا
مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ
رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৭. আর আমি তাদের পরে ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইন্‌জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম মমতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, তারা তো তা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল। আমি এর বিধান তাদের দেয়নি, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

সূরা নূহ্‌, ৭১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

www.pathagar.com

١- اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ

১. আমি তো নূহ্‌কে তার কাওমের কাছে প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার কাওমকে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।

٢- قَالَ يٰقَوْمِ
اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২. সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী

٣- اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, তাঁকে ভয় কর এবং আনুগত্য কর আমার,

٤- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ
وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ
اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ
لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪. তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপ-সমূহ মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন আসবে, তখন তা বিলম্বিত হবে না। কি উত্তম হত যদি তোমরা জানতে!

٥- قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ
لَيْلًا وَّنَهَارًا ○

৫. নূহ্ বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমি আমার কাওমকে দাওয়াত দিয়েছি রাত ও দিনে,

٦- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

٧- وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا
اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ○

৭. আর আমি যখনই তাদের দাওয়াত দেই, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আংগুল ঢুকিয়ে দেয়, নিজেদের বস্ত্রাবৃত করে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

٨- ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ○

৮. এরপর আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছি,

٩- ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ
وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ○

৯. পরে আমি প্রচার করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।

١٠- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ
اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○

১০. আর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল।

www.pathagar.com

١١- يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝

১১. তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন,

١٢- وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ
وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

১২. আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের দিবেন অনেক বাগান ও তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নহরসমূহ।

١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝

১৩. তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব স্বীকার করছ না?

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝

১৪. অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে,

١٥- اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝

১৫. তোমারা কি লক্ষ্য করনি. আল্লাহ্‌ কি ভাবে সাত আসমানকে স্তরেস্তরে সৃষ্টি করেছেন?

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

১৬. আর সেখানে চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপস্বরূপ।

١٧- وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝

১৭. আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্‌গত করেছেন,

١٨- ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا
وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۝

১৮. অবেশেষে তিনি তোমাদের তাতেই ফিরিয়ে নিবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদেরকে বের করে আনবেন।

١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝

১৯. আর আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করেছেন,

٢٠- لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

২০. যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা করতে পার।

٢١- قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ
وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ
اِلَّا خَسَارًا ۝

২১. নূহ্‌ বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

٢٢- وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল।

٢٣- وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ۬

২৩. আর তারা বলেছিল ঃ তোমরা তোমাদের দেবতাদের কখনো পরিত্যাগ

www.pathagar.com

وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ○

করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে।

٢٤- وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ
وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ○

২৪. তারা তো অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং এ সব যালিমদের গুমরাহী আরো বাড়িয়ে দিন।

٢٥- مِمَّا خَطِيْۤـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا
فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

২৫. তাদের পাপের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দোযখে দাখিল করা হয়েছিল। এরপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

٢٦- وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ
عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○

২৬. আর নূহ্ আরো বলেছিল ঃ হে আমার রব! আপনি কাফিরদের মধ্য থেকে কাউকে এ যমীনে অবশিষ্ট রাখবেন না।

٢٧- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

২৭. যদি আপনি তাদের অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দেবে কেবল পাপাচারী ও কাফির।

٢٨- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ
وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ○

২৮. হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের, আমার মাতাপিতা এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে, আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে। আর যালিমদের কেবল ধ্বংসই বাড়িয়ে দিন।

কাওমে আদ

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০,

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১২৩. কাওমে আদ অস্বীকার করেছিল রাসূলদের।

١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ
اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১২৪. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই হূদ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

www.pathagar.com

১২৫. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٥-اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ○

১২৬. অতএব ভয় কর আল্লাহ্কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٢٦-فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ○

১২৭. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। আমার বিনিময় তো রাব্বুল আ'লামীনের কাছে।

١٢٧-وَمَآ اَسْـَٔلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○

১২৮. তোমরা কি অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ প্রত্যেক উঁচু স্থানে?

١٢٨-اَتَبْنُوْنَ بِکُلِّ رِیْعٍ اٰیَةً تَعْبَثُوْنَ ○

১২৯. আর তোমরা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা অনন্তকাল বাস করবে!

١٢٩-وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ
تَخْلُدُوْنَ ○

১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত কর, তখন আঘাত কর নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মত।

١٣٠-وَاِذَا بَطَشْتُمْ
بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ○

১৩১. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٣١-فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ○

১৩২. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদের দান করেছেন সে সব বস্তু, যা তোমরা জান।

١٣٢-وَاتَّقُوا الَّذِیْٓ اَمَدَّکُمْ
بِمَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৩৩. তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,

١٣٣-اَمَدَّکُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِیْنَ ○

১৩৪. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ।

١٣٤-وَجَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ○

১৩৫. তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও, আর উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

١٣٥-اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ

১৩৭. তুমি যা বলছ, তা তো পূর্ববর্তীদের স্বভাব।

١٣٧-اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِیْنَ ○

১৩৮. আর আমরা কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।

١٣٨-وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ○

১৩৯. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

١٣٩-فَکَذَّبُوْهُ فَاَهْلَکْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ
لَاٰیَةً ؕ وَمَا کَانَ اَکْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ○

১৪০. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٤٠- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

সূরা হা-মীম আস সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১৫, ১৬

১৫. আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করত এবং বলত ঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে ? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর ? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

١٥- فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

১৬. এরপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের উপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে, যাতে আমি পার্থিব জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাই আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

١٦- فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪১, ৪২

৪১. আর নিদর্শন রয়েছে 'কাওমে আদের' ঘটনার মধ্যেও, যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু,

٤١- وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۝

৪২. এ বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত।

٤٢- مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৮. কাওমে আদও নবীকে অস্বীকার করেছিল; অতএব আমার আযাব ও ভীতি প্রদর্শন কেমন কঠোর হয়েছিল!

١٨- كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝

১৯. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু এক চির অশুভ দিনে,

١٩- اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

২০. যা মানুষকে এমনভাবে উপড়িয়ে ফেলছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড।

٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ

২১. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

٢١- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَ نُذُرِ ○

কাওমে সামূদ

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

১৪১. কাওমে সামূদ অস্বীকার করেছিল রাসূলদের।

١٤١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৪২. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই সালিহ্ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٤٢- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٣- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১৪৪. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ○

১৪৫. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আ'লামীনের কাছে।

١٤٥- وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪৬. তোমাদের কি ছেড়ে রাখা হবে নিরাপদে পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে,

١٤٦- اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ ○

১৪৭. বাগ-বাগিচা ও ঝরণাসমূহের মধ্যে,

١٤٧- فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ○

১৪৮. শস্যক্ষেত্র ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মাঝে?

١٤٨- وَّ زُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ○

১৪৯. আর তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুন্যের সাথে।

١٤٩- وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ○

১৫০. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٥٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ○

১৫১. আর সীমালংঘনকারীদের আদেশ মেনে চলো না,

١٥١- وَلَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

১৫২. যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু শান্তি স্থাপন করে না,

١٥٢- الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

১৫৩. তারা বলল ঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন।

١٥٣- قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۝

১৫৪. তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, সুতরাং নিয়ে এসো কোন নিদর্শন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

١٥٤- مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ
فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝

১৫৫. সালিহ্ বলল ঃ এটি একটি উট্‌নী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা আর তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে।

١٥٥- قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

১৫৬. আর তোমরা একে স্পর্শ করো না, কোন অনিষ্ট সাধনের জন্য, তাহলে তোমাদের পাকড়াও করবে মহাদিবসের আযাব।

١٥٦- وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল, ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

١٥٧- فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَٰدِمِينَ ۝

১৫৮. তারপর আযাব তাদের পাকড়াও করল। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

١٥٨- فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১৫৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٥٩- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

৪৫. আর আমি অবশ্যই কাওমে সামূদের কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে রাসূলরূপে এ আদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।' কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

٤٥- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۝

৪৬. সালিহ্ বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা কেন তাড়াতাড়ি অকল্যাণ চাও কল্যাণের পূর্বে ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে?

٤٦- قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ
بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

www.pathagar.com

٤٧- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○

৪৭. তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে কুলক্ষণের কারণ মনে করি। সালিহ্ বলল ঃ তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। বস্তুত তোমরা তো এমন এক কাওম, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

٤٨- وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

৪৮. আর উক্ত জনপদে এমন নয় ব্যক্তি ছিল, যারা সারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং একটুও শান্তি স্থাপন করত না।

٤٩- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৪৯. তারা বলল ঃ তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে কসম কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে অবশ্যই হত্যা করব। তারপর তার অভি-ভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যেক্ষ করিনি এবং আমরা তো সত্যবাদী।

٥٠- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫০. তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা তা টেরও পেল না।

٥١- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫১. অতএব দেখ, তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কেমন হয়েছিল। আমি তো ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের এবং তাদের কাওমের সবাইকে।

٥٢- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫২. আর এই তো তাদের ঘরবাড়ী, যা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের সীমালংঘনের দরুন। অবশ্য এতে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।

٥٣- وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৩. আর আমি রক্ষা করলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্ওয়া করত।

সূরা হা-মীম আস সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১৭, ১৮

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এরূপ যে, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পসন্দ করেছিল। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করেছিল অপমানকর আযাব, তাদের কৃত অপকর্মের দরুন।

١٧- وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

১৮. আর আমি রক্ষা করেছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং তারা তাক্‌ওয়া করত।

١٨- وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪৩. আর নিদর্শন রয়েছে কাওমে সামূদের ঘটনার মধ্যেও, যখন তাদের বলা হয়েছিল ঃ তোমরা আরো কিছুকাল উপভোগ করে নাও।

٤٣- وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ○

৪৪. কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্রাঘাত এবং তারা তা দেখছিল।

٤٤- فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

৪৫. ফলে তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না।

٤٥- فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ○

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৩. সামূদ সম্প্রদায় ও সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল।

٢٣- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ○

২৪. তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই মধ্যের একজন মানুষের অনুসরণ করব? এমতাবস্থায় আমরা নিতান্ত গুমরাহী ও পাগলামীর মধ্যে পতিত হব।

٢٤- فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

২৫. তবে কি আমাদের মধ্য থেকে কেবল তারই উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে?

٢٥- ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا

www.pathagar.com

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ○

বরং সে তো একজন ডাহা মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٦- سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ

২৬. আগামীকালই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٧- اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

২৭. আমি তাদের পরীক্ষার জন্য একটা উষ্ট্রী পাঠাব, অতএব তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর।

٢٨- وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ○

২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে পানির অংশের জন্য পালাক্রমে উপস্থিত হবে।

٢٩- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ○

২৯. এরপর তারা তাদের এক সাথীকে ডাকল, সে উষ্ট্রীকে ধরে হত্যা করল।

٣٠- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩০. আর কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

٣١- اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

৩১. আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর এক মহানাদ ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর খণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার মত।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○

৪. অস্বীকার করেছিল আদ ও সামূদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে।

٥- فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

৫. এরপর সামূদ সম্প্রদায়, তাদের তো ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট শব্দ দিয়ে।

٦- وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○

৬. আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে।

٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ○

৭. আল্লাহ্ সে বায়ুকে তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিল একাধারে সাত রাত ও আট দিন। আর তুমি তাদেরকে সেথায় দেখতে পেতে, যেন তারা খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

٨- فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

৮. সুতরাং তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি ?

কাওমে লূত

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫,

١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ○

১৬০. কাওমে লূত অস্বীকার করেছিল রাসূলদের।

١٦١- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৬১. স্মরণ করুন, তাদের বলেছিল তাদের ভাই লূত : তোমরা কি সাবধান হবে না ?

١٦٢- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১৬৩. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٦٤- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৪. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। আমার বিনিময় তো রাব্বুল আ'লামীনের কাছে।

١٦٥- اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৫. সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও ?

١٦٦- وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ○

১৬৬. আর তোমরা বর্জন করছ তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোকদের সৃষ্টি করেছেন তাদের ? বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

١٦٧- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ
لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ○

১৬৭. তারা বলল : হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃত হবে।

١٦٨- قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ○

১৬৮. লূত বলল : আমি তোমাদের একাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি!

١٦٩- رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬৯. হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।

١٧٠- فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ○

১৭০. তারপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে–

www.pathagar.com

١٧١- اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ○

১৭১. এক বুড়ি ছাড়া, সে ছিল আযাবে নিঃপতিত লোকদের শামিল।

١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

১৭২. তারপর আমি অপর সকলকে ধ্বংস করে দিলাম।

١٧٣- وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

১৭৩. তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল অতি নিকৃষ্ট।

١٧٤- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৪. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

١٧٥- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

১৭৫. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

٣٣- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○

৩৩. লূতের কাওম ও সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল।

٣٤- اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ
نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○

৩৪. আমি তো তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে রক্ষা করেছিলাম।

٣٥- نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

৩৫. আমার তরফ থেকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ। এভাবেই আমি পুরষ্কৃত করি তাকে, যে শোকর করে।

٣٦- وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا
فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

৩৬. আর লূত তো তাদেরকে আমার পাকড়াও করার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু তারা ভীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বিতণ্ডা করেছিল।

٣٧- وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ
اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩৭. তারা তো লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদের নিয়ে যেতে চাইল, তখন আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণীর মজা।

www.pathagar.com

৩৮. আর অতি ভোরে তাদের উপর আঘাত হানল বিরামহীন শাস্তি।

٣٨- وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○

৩৯. বলা হল ঃ আস্বাদন কর আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণীর মজা।

٣٩- فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

আয়কাবাসী

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

১৭৬. আয়কাবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল,

١٧٦- كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৭৭. স্মরণ করুন, যখন তাদের শু'আইব বলেছিল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٧٧- إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৭৮. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٨- إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ○

১৭৯. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٧٩- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ○

১৮০. আর আমি চাই না এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময়, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٨٠- وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, আর যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

١٨١- أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ○

১৮২. এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

١٨٢- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ○

১৮৩. আর মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিবে না এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

١٨٣- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

১৮৪. আর ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের জনগোষ্ঠিকে।

١٨٤- وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ○

১৮৫. তারা বলল ঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন,

١٨٥- قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ○

www.pathagar.com

১৮৬. আর তুমি তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও এবং আমরা মনে করি অবশ্যই তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন।	١٨٦- وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○
১৮৭. অতএব আসমানের কোন একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	١٨٧- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
১৮৮. শু'আইব বলল ঃ তোমরা যা কর, আমার রব তা খুবই ভাল জানেন।	١٨٨- قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○
১৮৯. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে তাদের পাকড়াও করল মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব। অবশ্য তা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।	١٨٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○
১৯০. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٩٠- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○
১৯১. আর অবশ্যই আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٩١- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

রাণী বিল্‌কীস

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

২০. আর সুলায়মান পাখীদের খোঁজ-খবর নিল এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না কেন ? না কি সে গায়েব হলো ?	٢٠- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○
২১. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব, অথবা তাকে যবাই করব বা সে আমার কাছে উপযুক্ত কারণ পেশ করবে।	٢١- لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○
২২. একটু পরই হুদ্‌হুদ্‌ এসে বলল ঃ এমন বিষয় আমি অবগত হয়েছি, যা আপনি অবগত নন এবং আমি আপনার কাছে	٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ ○

সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

٢٣- إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

২৩. আমি তো একজন স্ত্রীলোককে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি এবং তাকে দেয়া হয়েছে সব কিছু, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

২৪. আমি তাকে ও তার কাওমকে দেখেছি, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সূর্যকে পূজা করছে এবং শয়তান তাদের কাজ-কর্মকে তাদের কাছে শোভন করে রেখেছে আর তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না,

٢٥- اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

২৫. যেন তারা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের সব গোপন বস্তুকে বের করে আনেন। আর তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

٢٦- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

২৬. আল্লাহ্‌ই এমন সত্তা, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই মহা আরশের অধিপতি।

٢٧- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৭. সুলায়মান বলল ঃ এখন আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন?

٢٨- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৮. তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং তা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর। তারপর তাদের থেকে একটু দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তারা পরস্পর কি বলে।

٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

২৯. সে নারী বলল ঃ হে সভাসদবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে,

٣٠- اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩০. এ পত্র সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তাতে রয়েছে ঃ "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম"।

৩১. তোমরা আমার মুকাবিলায় অহংকার করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো।

٣١- أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩২. সে নারী বলল ঃ হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার এ ব্যাপারে পরামর্শ দাও। আমি তো কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সামনে উপস্থিত হও।

٣٢- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۚ
مَا كُنتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ○

৩৩. তারা বলল ঃ আমরা তো খুব শক্তিশালী এবং যুদ্ধে খুব পারদর্শী, তবে সিদ্ধান্ত তো আপনারই। অতএব আপনি স্থির করুন, কি আদেশ করবেন।

٣٣- قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو
بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ○

৩৪. সে বলল ঃ রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা জনপদকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অপদস্থ করে আর এরাও এরূপই করবে।

٣٤- قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ
وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ○

৩৫. এখন আমি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখব দূতেরা সেখান থেকে কি উত্তর নিয়ে আসে।

٣٥- وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ
فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ○

৩৬. যখন দূত সুলায়মানের কাছে উপস্থিত হলো, তখন সে বলল ঃ তোমরা কি অর্থ সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? অথচ আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম। বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে খুশী থাক।

٣٦- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ز
فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ۚ
بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ○

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর আমি

٣٧- ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم
بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا

www.pathagar.com

اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

অবশ্যই তাদের সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দিব এবং তারা হয়ে পড়বে অধীন।

٣٨- قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ
بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩৮. সুলায়মান আরো বলল ঃ হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসবে তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার আগে ?

٣٩- قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ
وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○

৩৯. মহাবলিষ্ঠ এক জিন্ বলল ঃ আমি তা আপনার কাছে এনে দিব, আপনি আপনার আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং একাজ করতে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।

٤٠- قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ
فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ
قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ
لِيَبْلُوَنِيْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ
وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

৪০. যার মাঝে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল ঃ আমি তা আপনার কাছে এনে দিব, আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই। তারপর সুলায়মান যখন তা তার সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল, তখন বলল ঃ এতো আমার রবের একটি অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শোক্র করি, না না-শোক্রী করি। আর যে শোক্র করে, সে তো শোক্র করে নিজের কল্যাণের জন্য। আর যে না-শোক্রী করে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, মহিমাময়।

٤١- قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ
اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

৪১. সুলায়মান বলল ঃ তার জন্য তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে চিনতে পারে, নাকি যারা চিনতে পারে না তাদের শামিল হয় ?

٤٢- فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ
قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ

৪২. তারপর যখন সে আসল ; তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এরূপই কি তোমার সিংহাসন ? সে বলল ঃ হাঁ, মনে হয় এটিই সেটি। আর আমরা তো পূর্বেই

www.pathagar.com

مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝

সব কিছু জেনে গেছি এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

٤٣- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া যার পূজা সে করত, তাই তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল। অতএব সে ছিল কাফির কাওমের শামিল।

٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪. তাকে বলা হল ঃ এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তা দেখল, তখন সে তাকে একটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল ঃ এটা তো একটা প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত। বিল্‌কীস বলল ঃ হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আর আমি সুলায়মানের সাথে রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

দাব্বাতুল আর্‌দ

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮২

٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

৮২. আর যখন তাদের কাছে কিয়ামতের ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় সমাগত হবে, তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে একটি জীব 'দাব্বাতুল আরদ' বের করব, সে তাদের সাথে কথা বলবে। কারণ লোকেরা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করত না।

মাদইয়ানবাসী

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩৬, ৩৭, ৩৮

٣٦- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا

৩৬. আর আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে নবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র এবং ভয় কর শেষ দিনকে,

www.pathagar.com

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

٣٧- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৩৭. কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে ভূমি তাদের পাকড়াও করল। আর তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

٣٨- وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

৩৮. আর আমি আদ ও সামূদকেও ধ্বংস করেছিলাম। তাদের বাড়ীঘর থেকেই তোমাদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদের বিরত রেখেছিল সৎপথ থেকে, অথচ তারা ছিল জ্ঞানবান বিচক্ষণ লোক।

রোম জাতি

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২, ৩, ৪, ৫

٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝

২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে,

٣- فِيْٓ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

৩. এক নিকটবর্তী এলাকায়, কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অতিসত্তর জয়লাভ করবে,

٤- فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৪. তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্‌রই। আর সে দিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে,

٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সাবাবাসী

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

١٥- لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۗ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ

১৫. সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দু'টি উদ্যান ঃ একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল ঃ তোমরা খাও তোমাদের

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ○

রবের প্রদত্ত রিযিক এবং তাঁর শোকর আদায় কর। উত্তম এ শহর এবং পরম ক্ষমাশীল রব।

١٦- فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ
وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○

১৬. পরে তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা প্লাবন প্রবাহিত করলাম এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করেদিলাম, এমন দু'টি উদ্যানে যাতে রয়ে গেল বিস্বাদযুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

١٧- ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۖ
وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○

১৭. আমি এ শাস্তি তাদের দিয়েছিলাম, তাদের না-শোকরীর দরুণ। আর আমি এমন শাস্তি কেবল অতি অকৃতজ্ঞ লোকদের দিয়ে থাকি।

١٨- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ
بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۖ
سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ
وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

১৮. তাদের জনপদ এবং সে সব জনপদ যেথায় আমি বরকত দিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বহু দৃশ্যমান জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম এবং সে সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তাদের বলেছিলাম ঃ তোমরা এ সব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

١٩- فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ
اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ
اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৯. কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! আমাদের সফরের পরিসর বাড়িয়ে দিন। আর তারা তো নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদের কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য।

٢٠- وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ
فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২০. আর ইব্‌লীস বাস্তবিকই তাদের ব্যাপারে তার অনুমান সত্য প্রমাণ করল, ফলে মু'মিনদের একটি দল ছাড়া তাদের সবাই তার অনুসরণ করল।

www.pathagar.com

২১. আর তাদের উপর ইবলীসের কোন প্রভাব ছিল না। তবে কে আখিরাতে ঈমান রাখে এবং কে তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার রব সর্ববিষয়ে হিফাযতকারী।

٢١- وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ
مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۗ
وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ○

ফির'আওন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ,

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا
وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২৪. ফির'আওন, হামান ও কারুনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিল ঃ এ লোকটি তো যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

٢٤- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ
فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

২৫. তারপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে গেল, তখন তারা বলল ঃ যারা মূসার প্রতি ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রেখে দাও। কিন্তু কাফিরদের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হবারই।

٢٥- فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۗ
وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

২৬. আর ফির'আওন বলল ঃ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। আমি তো আশংকা করি যে, পাছে সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেয়, কিম্বা দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করে।

٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى
وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ
اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ○

২৭. আর মূসা বলল ঃ আমি তো শরণাপন্ন হয়েছি আমার রবের ও তোমাদের রবের এমন সব অহংকারী লোকদের

٢٧- وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ
وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

www.pathagar.com

لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

থেকে, যারা হিসাব-নিকাসের দিবসে ঈমান রাখে না।

২৮- وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ
مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ
اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ
وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ
وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ
وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا
يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

২৮. আর ফির'আওনের বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রেখেছিল, সে বলল, তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ্। অথচ সে তো তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে তার মিথ্যার জন্য দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার কিছু না কিছু অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে, যার ওয়াদা সে তোমাদের দিচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন না সীমা-লংঘনকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদীকে।

২৯- يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ
فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ
قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى
وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৯. হে আমার কাওম! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু কে আমাদের সাহায্য করবে, যদি আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়ে? ফির'আওন বলল ঃ আমি তো তোমাদের সে কথাই বলি যা আমি বুঝি, আর আমি তোমাদের কেবল মংগলের পথই দেখাই।

৩০- وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ
يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○

৩০. তারপর মু'মিন লোকটি বলল ঃ হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মত বিপজ্জনক দিনের,

৩১- مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ
وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

৩১. যেমন কাওমে নূহ্, আদ, সামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।

৩২- وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
يَوْمَ التَّنَادِ ○

৩২. হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামতের দিনের,

٣٣- يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৩. যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

٣٤- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ
مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ
حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ○

৩৪. আর ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে তো এসেছিল ইউসুফ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল, তোমরা তাতে সন্দেহপোষণ করে যাচ্ছিলে। এমনকি যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে লাগলে ঃ তারপরে আল্লাহ্ আর কখনো কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না। এরূপে আল্লাহ্ ভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রাখেন তাকে, যে সীমালংঘনকারী, সন্দিগ্ধমনা,

٣٥- اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ○

৩৫. যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকলেও। তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও যারা ঈমান এনেছে, তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ। এরূপেই আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরের উপর।

٣٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ
صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ○

৩৬. ফির'আওন বলল ঃ হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন,

٣٧- اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ
فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى
وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ
وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ
وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ○

৩৭. আসমানে আরোহনের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মূসার খোদার দিকে অবশ্যই উঁকি মেরে দেখব। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আর এভাবেই ফির'আওনের কাছে তার অপকর্ম-গুলোকে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল সঠিক পথ থেকে। আর ফির'আওনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই ছিল।

www.pathagar.com

৩৮. আর সে মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করব।

٣٨- وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

৩৯. হে আমার কাওম! এ পার্থিব জীবন তো অল্প দিনের উপভোগ মাত্র, আর আখিরাতই হচ্ছে অনন্তকাল অবস্থানের জায়গা।

٣٩- يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز
وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

৪০. যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, সে কেবল অনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেককাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মু'মিন হয়, তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সেখানে দেয়া হবে বে-হিসাব রিযিক।

٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪১. হে আমার কাওম! এ কেমন কথা যে, আমি তোমাদের মুক্তির পথে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ!

٤١- وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ
وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করি এবং এমন বস্তুকে তাঁর শরীক করি, যার সম্পর্কে আমার কাছে কোন জ্ঞান নেই। আর আমি তোমাদের ডাকছি প্রবল পরাক্রম-শালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।

٤٢- تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ
اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى
الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

৪৩. নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও সে দাওয়াতের যোগ্য নয়। নিশ্চয় আমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই দোযখবাসী হবে।

٤٣- لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ
لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ
وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৪৪. অতএব আমি তোমাদের যা বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা তা স্মরণ করবে এবং

٤٤- فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط

www.pathagar.com

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ○

আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

٤٥- فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟
وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ○

৪৫. তারপর আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে, আর ফির'আওনের লোকদেরকে পরিবেষ্টন করল কঠিন আযাব।

٤٦- ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ
أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ○

৪৬. তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে আর যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আওনের লোকদেরকে দাখিল কর কঠিন আযাবে।

٤٧- وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ
فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم
مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ○

৪৭. স্মরণ কর, যখন তারা দোযখে পরস্পর ঝগড়া করবে, তখন নিচুস্তরের লোকেরা উঁচুস্তরের লোকদের বলবে ঃ আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আমাদের থেকে দোযখের আগুনের কিছু অংশ দূর করতে পার কি?

٤٨- قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ ۙ
إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ○

৪৮. উঁচুস্তরের লোকেরা বলবে ঃ আমরা তো সবাই দোযখে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন।

٤٩- وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا
مِّنَ ٱلْعَذَابِ ○

৪৯. যারা দোযখে থাকবে, তারা দোযখের প্রহরীদের বলবে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের থেকে একদিনের আযাব কমিয়ে দেন।

٥٠- قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ
رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ
قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟
ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ○

৫০. তারা বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের রাসূলগণ আসতেন না? তারা বলবে ঃ হাঁ, অবশ্যই আসতেন। তখন প্রহরীরা বলবে ঃ তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা তো একেবারেই নিষ্ফল।

www.pathagar.com

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

٤١- وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ○

৪১. আর ফির'আওন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিল,

٤٢- كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৪২. কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং আমি তাদের পাকড়াও করলাম পরাক্রমশালী, মহা-শক্তিধরের পাকড়াও করার মত।

٤٣- اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ○

৪৩. তোমাদের যুগের কাফিররা কি পূর্বযুগের কফিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ? না কি রয়েছে তোমাদের জন্য কোন মুক্তির সনদ আসমানী কিতাবে ?

٤٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ○

৪৪. নাকি এরা বলে ঃ আমরা এক অপরাজেয় দল ?

٤٥- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

৪৫. অচিরেই এ দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

٤٦- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্ততর।

٤٧- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

সূরা হাক্‌কা, ৬৯ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২

٩- وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ○

৯. আর ফির'আওন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেয়া জনপদ গুরুতর পাপে লিপ্ত ছিল।

١٠- فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

১০. তারা তাদের রবের রাসূলকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেন অতি কঠোরভাবে।

١١- اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ○

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদের নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম,

١٢- لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

১২. যেন এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি স্মরণীয় ব্যাপার করি এবং স্মরণকারীরা যেন তা স্মরণ রাখে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কাওম

সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৫০. আর আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে,	٥٠- وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَا ۨالۡاُوۡلٰى ○
৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেই তিনি ছাড়েননি।	٥١- وَثَمُوۡدَاۡ فَمَاۤ اَبۡقٰى ○
৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের কাওমকেও, তারা তো ছিল বড় যালিম ও অতিশয় অবাধ্য।	٥٢- وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰى ○
৫৩. আর তিনিই লূতের সম্প্রদয়ের উপড়ানো জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন,	٥٣- وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ○
৫৪. এপর সে জনপদকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যা আচ্ছন্ন করার।	٥٤- فَغَشّٰٮهَا مَا غَشّٰى ○

ইয়াহূদী

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৬, ৭, ৮

৬. বলুন ঃ হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্যান্য মানুষ ব্যতিরেকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٦- قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ هَادُوۡۤا اِنۡ زَعَمۡتُمۡ اَنَّكُمۡ اَوۡلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنۡ دُوۡنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الۡمَوۡتَ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ○
৭. কিন্তু তারা কখন তা কামনা করবে না, যা তাদের হাত আগে প্রেরণ করেছে তার কারণে। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।	٧- وَلَا يَتَمَنَّوۡنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِالظّٰلِمِيۡنَ ○
৮. বলুন ঃ নিশ্চয় মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, একদিন তা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেই। এরপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন. যা তোমরা করতে তা।	٨- قُلۡ اِنَّ الۡمَوۡتَ الَّذِىۡ تَفِرُّوۡنَ مِنۡهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيۡكُمۡ ثُمَّ تُرَدُّوۡنَ اِلٰى عٰلِمِ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ○

নূহ্, লূত ও ফির'আওনের স্ত্রী এবং মারইয়াম

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ১০, ১১, ১২

১০. আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর। তারা ছিল আমার নেক্বান্দাদের মধ্যে দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ্ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে একটুও বাঁচাতে পারেনি, তাদেরকে বলা হ্ল ঃ জাহান্নামে প্রবেশ-কারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর।

١٠-ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

১১. আর আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ফির'আওনের স্ত্রীর, যখন সে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একখানা ঘর নির্মাণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন ফির'আওন ও তার দুষ্কর্ম থেকে এবং আমাকে নাজাত দিন যালিম থেকে।

١١- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১২. আল্লাহ্ আরো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ইম্রানের কন্যা মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে আমার তরফ থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। আর সে ছিল বিনয়ী ইবাদতকারীর অন্তর্ভুক্ত।

١٢-وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১. আপনি বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জিন্দের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে এবং বলেছে ঃ আমরা তো শ্রবণ করেছি এক বিস্ময়কর কুরআন,

١- قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

٢- يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝

২. যা সঠিক পথ দেখায়, অতএব আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।

٣- وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝

৩. আর অবশ্যই আমাদের রবের মর্যাদা অতিউচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি, আর না কোন সন্তান।

٤- وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

৪. আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব কথা বলত।

٥- وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

৫. আর আমরা মনে করতাম যে, মানুষ ও জিন্ কখন আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে না।

٦- وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝

৬. আর অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্‌দের অহংকার বাড়িয়ে দিত।

٧- وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝

৭. আর তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখন কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।

٨- وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۝

৮. আর আমরা আসমানের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম তা পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে,

٩- وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

৯. আর পূর্বে আমরা সংবাদ শোনার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে গিয়ে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ আসমানের সংবাদ শোনতে চাইলে, সে তার জন্য প্রস্তুত পায় এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।

١٠- وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

১০. আর আমরা জানি না যে, পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল কি উদ্দেশ্যে, না তাদের রব তাদের হিদায়েত চান।

١١- وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝

১১. আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে নেক্‌কার এবং কতক এর ব্যতিক্রমও। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।

www.pathagar.com

١٢- وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ
فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ○

١٣- وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى
اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ
فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ○

١٤- وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ
فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

١٥- وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ○
١٦- وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ
لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ○
١٧- لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ
وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○

ও সামূদ ইত্যাদি

٦- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○

٧- اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ○

٨- الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ○

www.pathagar.com

৯. আর সামূদের প্রতি যারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?

১০. আর ফির'আওনের প্রতি, যে বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি?

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

১২. আর সেখানে বহু ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

১৩. এরপর আপনার রব তাদের প্রতি শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

কুরা

সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে,

২. তাদের আসক্তি রয়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের,

৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের মালিকের,

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

আবূ লাহাব

সূরা লাহাব, ১১১ ঃ ১,২,৩,৪,৫,

১. ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং সে ধ্বংস হোক নিজেও।

২. তার ধন-সম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসেনি।

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে,

৪. এবং তার স্ত্রীও, যে কাঠের বোঝা বহন করে,

৫. তার গলায় থাকবে উত্তমরূপে পাকানো একটি রশি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী

গো-বৎস

সূরা বাকারা ঃ ২ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৯২, ৯৩

৫১. আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে চল্লিশ রাতের, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা তো ছিলে যালিম।

٥١- وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهِۦ
وَأَنتُمْ ظٰلِمُونَ ○

৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোক্‌র কর।

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫৩. আর স্মরণ কর, আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব ও ফুরকান, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

٥٣- وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

৫৪. আর মূসা যখন তার কাওমের লোকদের বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের উপর যুলুম করেছ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের হত্যা কর। এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا
إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ط
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط
إِنَّهُۥ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

৯২. আর এসেছিল মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে, এরপর তোমরা তার

٩٢- وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنٰتِ

www.pathagar.com

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা তো যালিম।

٩٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط
خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط
قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق
وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط
قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিলে ঃ আমরা শোনলাম ও অমান্য কারলাম। কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যার আদেশ করে, তা কতই না মন্দ!

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৩

١٥٣- يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ج
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ج
وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৫৩. আহ্লে কিতাব আপনার কাছে আবেদন করে, তাদের উপর আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে দিতে। কিন্তু তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। আর তারা বলেছিল ঃ আমাদের দেখাও আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে। ফলে তাদের পাকড়াও করল বজ্রপাত তাদের যুলুমের কারণে। এরপর তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। আর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৮, ১৫২

١٤٨- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى
مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ
عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ط
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ

১৪৮. আর মূসার কাওম তার অনুপস্থিতির সময় তাদের অলংকার দিয়ে বানিয়ে নিল একটি গো-বৎস, যার একটা দেহ ছিল, যা 'হাম্বা' রব করত। তারা কি দেখল না যে, সে গো-বৎস না তাদের

www.pathagar.com

وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ
اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ○

সাথে কথা বলে, আর না তাদের পথ দেখায়? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল। আর তারা ছিল যালিম।

١٥٢- إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

১৫২. অবশ্য যারা গো-বৎসকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর অচিরেই এ পার্থিব জীবনে তাদের রবের তরফ থেকে গযব ও অবমাননা আপতিত হবে। আর এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

٨٧- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا
وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا
أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا
فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৭. মূসার কাওমের লোকেরা বলল ঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকদের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছি, তারপর সামিরী ও অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করেছে।

٨٨- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ
فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ
وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ ۚ فَنَسِيَ ○

৮৮. এরপর সামিরী তাদের জন্য একটি গো-বৎস বানালে, যার একটা দেহ ছিল এবং যা 'হাম্বা' রব করত। কাওমের লোকেরা বলল ঃ এটাই তোমাদের মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ। কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।

٨٩- أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ
وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ○

৮৯. তবে কি তারা এতটুকুও দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ
يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي
وَأَطِيعُوا أَمْرِي ○

৯০. আর হারূন তো পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের তো এ গো-বৎস দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের রব পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।

www.pathagar.com

৯১. তারা বলল ঃ আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই উপাসনায় লেগে থাকব।

৯২. মূসা বলল হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল,

৯৩. আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?

৯৪. হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ি ও আমার চুল ধরে টেনো না। আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি।

৯৫. মূসা বলল ঃ হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কি?

৯৬. সে বলল ঃ আমি দেখেছিলাম এমন কিছু, যা অন্যেরা দেখেনি। তারপর আমি নিয়ে ছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম। আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল।

৯৭. মূসা বলল ঃ দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারাজীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি ঃ কেউ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য আরো একটি ওয়াদা আছে, যা তোর বেলায় ব্যতিক্রম হবার নয়। আর তুই তোর ঐ মা'বূদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুই লেগে ছিলি। আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা সাগরে নিক্ষেপ করব।

www.pathagar.com

লাত, উয্‌যা ও মানাত

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে,

١٩-اَفَرَءَ

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ?

٢٠- وَمَنٰوةَ

২১. তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তোমাদের রবের জন্য কন্যা সন্তান ?

٢١-اَلَكُمُ

২২. এ ধরনের বণ্টন তো খুবই অসংগত।

٢٢-تِلۡكَ اِذًا قِسۡمَةٌ ضِيۡزٰى ○

২৩. এগুলো তো নিছক নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুসরণ করেছে ভিত্তিহীন অনুমানের এবং স্বীয় প্রবৃত্তির। অথচ তাদের কাছে তো এসেছে , তাদের রবের তরফ থেকে হিদায়েত।

٢٣-اِنۡ هِىَ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ
سَمَّيۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمۡ
مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ
اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى الۡاَنۡفُسُ ۚ
وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ الۡهُدٰى ○

বা'আল

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

১২৩. ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।

١٢٣- وَاِنَّ اِلۡيَاسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ○

১২৪. স্মরণ কর, সে তার কাওমকে বলেছিল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না ?

١٢٤- اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ○

১২৫. তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা করবে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করবে ?

١٢٥- اَتَدۡعُوۡنَ بَعۡلًا وَّتَذَرُوۡنَ
اَحۡسَنَ الۡخَالِقِيۡنَ ○

১২৬. যিনি আল্লাহ্ তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব ?

١٢٦- اللّٰهَ رَبَّكُمۡ
وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ ○

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য হাযির করা হবে।

١٢٧- فَكَذَّبُوۡهُ فَاِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَ ○

www.pathagar.com

ওয়াদ, সূওয়া‘আ, ইয়া‘উক, ইয়াগূস ও নাস্‌র

সূরা নূহ্‌, ৭১ ঃ ২৩, ২৪, ২৫

২৩. আর নূহের কাওম বলেছিল ঃ তোমরা তোমাদের দেবতাদের কখনো ত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া‘আ, ইয়াগূস, ইয়া‘উক ও নাস্‌রকে।

২৪. তারা তো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং এ সব যালিমদের গুম্‌রাহী আরো বাড়িয়ে দিন।

২৫. তাদের পাপের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল এবং পরে দোযখে দাখিল করা হয়েছিল। এরপর তারা কাউকে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

٢٣- وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ
وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

٢٤- وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ
وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

٢٥- مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا
فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৯৯(উ)—৩২৫০

www.pathagar.com